একা জীবন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

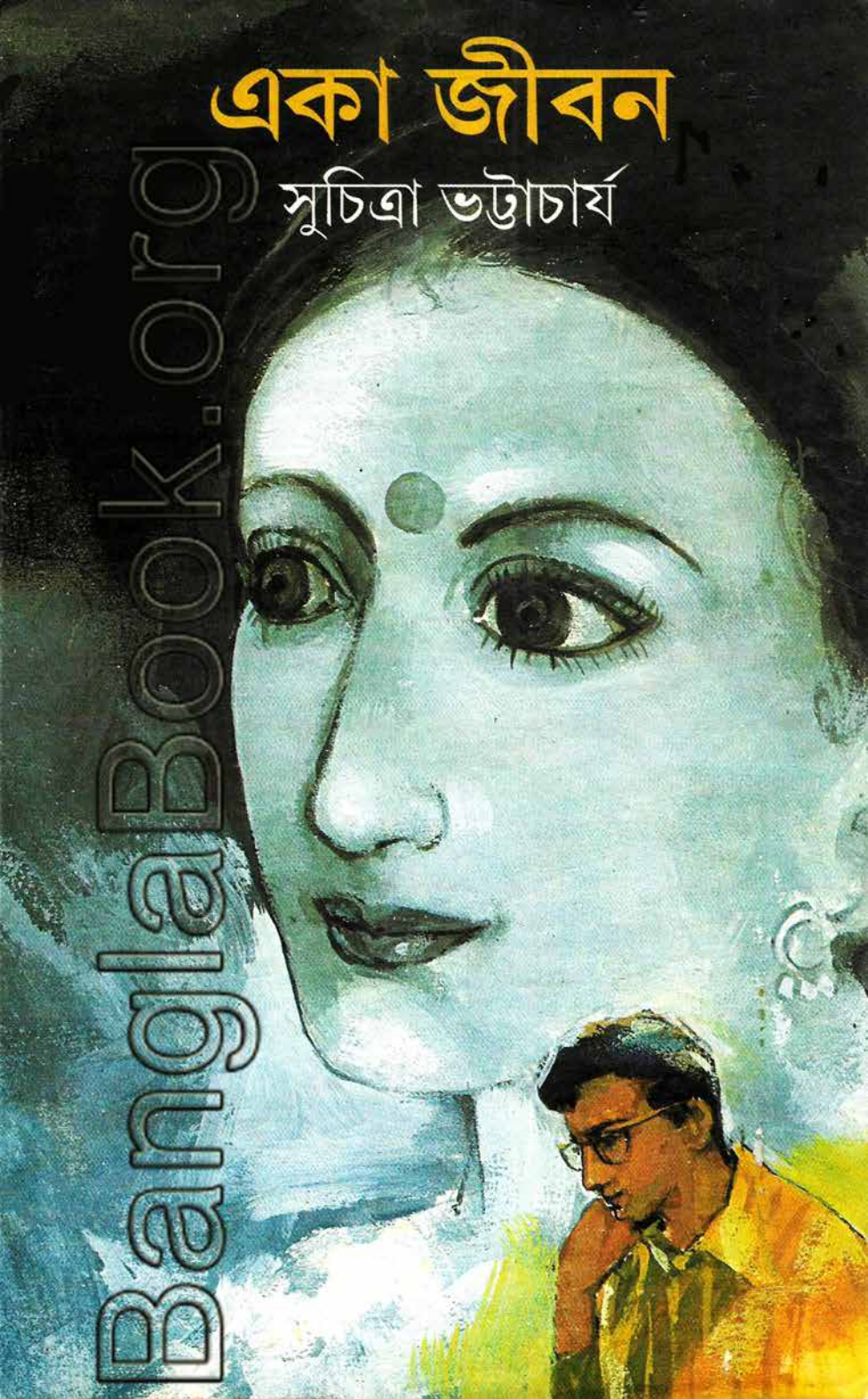

BanglaBook.org

একা জীবন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

EKA JIBAN
By Suchitra Bhattacharya

Published by
SAHITYAM
18B, Shyamacharan Dey Street
Kolkata-700 073

Price : Rs. 40.00

প্রথম প্রকাশ ঃ
মহালয়া, ১৪১১
মুদ্রণসংখ্যা ৩৩০০

■ প্রকাশক ঃ
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

■ প্রাপ্তিস্থান ঃ
নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৭

■ লেজার টাইপসেটিং ঃ
কম্প-অ্যাক্ট
সি জি-৮০, সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১

■ মুদ্রাকর ঃ
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

■ প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত চৌধুরী

■ মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

স্নেহের প্রবাল ও রিনিকে

একা জীবন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আফিস থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল দেবাংশু। অফিস মানে ব্যাংক। ব্রাঞ্চটা ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর। চারদিকে থিকথিক করছে অফিস দোকান ব্যবসা। তবে এমন একটা বাণিজ্যিক এলাকাতেও তাদের ব্যাংকের শাখাটি বেশ ছোটোই। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বিশ-বাইশজন কর্মচারী। বিকেল সাড়ে তিনটে-চারটের পর কাজের চাপ থাকে না তেমন, বিশেষত মাসের মাঝামাঝি। তখন এক-আধ দিন ম্যানেজারকে বলে আগেভাগে কেটে পড়াই যায়। কারণ থাকলেও। কারণ না থাকলেও।

দেবাংশু অবশ্য অহেতুক বেরোয়নি। যারা অকারণে অফিস ফাঁকি মারে, দেবাংশু ঠিক সে দলের নয়। আজ সে পার্ক স্ট্রিটের নিলামঘরগুলোতে ঘুরবে একটু। একখানা বড়ো বুককেস কেনা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। পছন্দসই বই, দেশি-বিদেশি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ, যখন যা চোখে পড়ে কিনে ফেলার ঝোঁক আছে দেবাংশুর। ফলত তার ঘর এখন বই-এর স্তূপ। দেওয়ালের তাক ছাপিয়ে বই এখন ঠাঁই নিয়েছে টেবিলে, গড়াগড়ি খায় বিছানায়। চূড়ান্ত আগোছালো দশা থেকে একটু তো মুক্তি পাওয়া দরকার। মঞ্জরীর খিচিমিচিও খানিক প্রশমিত হয় তাহলে।

হাঁটছিল দেবাংশু ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে। ভিড়, বড্ড ভিড়। কলকাতার নিয়ম মতোই। ঠেলা রিক্সা টেম্পো ম্যাটাডোর ট্যাক্সি প্রাইভেট-কার, পথচলতি

অগণিত মানুষ—সব কিছু থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে কোলাহল। অবয়বহীন। অর্থহীন। মাধুর্যহীন। তাপও বড়ো চড়া আজ, বৈশাখ পড়তে না পড়তে পেশি ফোলাচ্ছেন সূর্যদেব, বিকেল সোয়া চারটেতেও গনগন করছে রোদ্দুর।

জানবাজারের মুখটায় বিচ্ছিরি ট্রাফিক জ্যাম। বাস মিনিবাসের মধ্যিখানে পড়ে বন্দি হয়ে গেছে একখানা টানা রিক্সা, ন যযৌ ন তস্থৌ দশা। বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচাচ্ছে যাত্রীরা, চোখা চোখা খিস্তি ছুঁড়ছে আশেপাশের ট্যাক্সিঅলা, অলস মেজাজে জট ছাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। পাশ গলে গলে এ পারে এসে ঘাম মুছল দেবাংশু। এগোচ্ছে মশলা দোকানের পাশ দিয়ে। জিরে, শুকনো লঙ্কা, ধনে, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনির মিশ্র ঘ্রাণ নিতে নিতে। এলাকাটা পেরিয়ে যাওয়ার পরও গন্ধগুলো খানিকক্ষণ লেগে রইল নাকে, তারপর মুছেও গেল আস্তে আস্তে।

লিন্ডসে স্ট্রিটের ক্রসিং-এ এসে দেবাংশু দাঁড়িয়ে পড়ল। সিগারেট কিনল এক প্যাকেট। দিনে মোটামুটি দু'প্যাকেট খায় সে, দ্বিতীয় প্যাকেটটা এই সময়েই কেনে রোজ। ধরাল একটা, জ্বলন্ত দড়ি থেকে। ভেতরে একটা চোরা অম্বল টের পাচ্ছে। দুপুরে আজ টিফিনে পুরি খেয়েছিল গোটা চারেক, হজম হয়নি ভালো মতো। একটা কোল্ডড্রিংকস্ খেয়ে নেবে? সোডা-ফোডা গোছের কিছু? ঢেকুর উঠলে একটু কি আরাম হতে পারে? থাক গে, কোল্ডড্রিংক্স নিয়ে যা খবর বেরোচ্ছে আজকাল, না খাওয়াই ভালো।

একটা লোক পান কিনছে দোকান থেকে। চেনা চেনা। বছর পঞ্চান্ন বয়স, তেলতেলে মুখ, চোখে চশমা। লোকটা দেবাংশুকে দেখে হাসল সামান্য। দোকানদারের কাছ থেকে খুচরো ফেরত নিতে নিতে দেবাংশুও ফাঁক করল চোয়াল। কোথায় দেখেছে লোকটাকে? তার ব্যাংকের কাস্টমার? উহুঁ, মনে পড়েছে। হিমাদ্রির অফিসে।

হিমাদ্রির কথা মনে পড়তেই আপনা আপনি চোখ কুঁচকে গেল দেবাংশুর। পাশেই হিমাদ্রির অফিস, একবার যাবে নাকি আজ? হিমাদ্রি তার কলেজ-সহপাঠী, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে তেমন আর যোগাযোগ নেই আজকাল, কাছাকাছি অফিস হওয়ার সূত্রে একমাত্র হিমাদ্রির সঙ্গেই যা

BanglaBook.org

দেখাসাক্ষাৎ হয় মাঝেমধ্যে। হিমাদ্রিই আসে বেশি। হুটহাট ব্যাংকে হানা দিয়ে বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে যায়। মাস তিন-চার বেপাত্তা হয়ে আছে হিমাদ্রি, আজ তেমন তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই, একবার মোলাকাত করে এলে হয়। অবশ্য অফিসে হিমাদ্রিকে মিট করার অনেক ফ্যাকড়া। গিয়ে রিসেপশনিস্টকে আর্জি জানাও, তারপর তীর্থের কাকের মতো বসে থাকো, কখন খবর দেয়, কখন আসে.....।

খানিক দোনামোনা করে চলেই গেল দেবাংশু। বাড়িটা পুরোনো বটে, তবে তিনতলায় হিমাদ্রিদের অফিসটা বেশ ঝকঝকে। সাজানো-গোছানো। এক্সপোর্ট-ইম্‌পোর্টের কারবার। পয়সা আছে মালিকের। রুচিও।

কপালটা আজ ভালো দেবাংশুর, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কালো মতন দাঁত উঁচু রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ইন্টারকমে খবর পাঠানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি হাজির। কাচের দরজা ঠেলে বেরোতে বেরোতে বলল,—কী ব্যাপার? ডুমুরের ফুল আজ আমার অফিসে?

দেবাংশু কাঁধ ঝাঁকাল,—এলাম। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোর খোঁজ নিয়ে যাই।

রিসেপশনে রাখা টানা সোফাটায় দেবাংশুর পাশে বসল হিমাদ্রি,—যাচ্ছিলি কোথায়?

—পার্ক স্ট্রিট।

—পাআর্ক স্ট্রিট? তুই? তুই আজকাল পার্ক স্ট্রিট যাওয়া শুরু করেছিস নাকি? হিমাদ্রি চোখ টিপল।

ইঙ্গিতটায় ঈষৎ অপ্রতিভ বোধ করল দেবাংশু। মুখে চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল,—কেন? পার্ক স্ট্রিট যেতে নেই নাকি?

—বটেই তো। বটেই তো। হিমাদ্রি ফের চোখ টিপল। পরিবেশ ভুলে গমগম হাসছে—বিয়ে-থা না করলে শেষ পর্যন্ত এই হালই হয়। মাঝবয়সে ঘুরে বেড়াতে হয় পার্ক স্ট্রিট, ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট.....

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসছে। দেবাংশু লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। চাপা স্বরে বলল,—আহ্, কী হচ্ছে কী?

BanglaBook.org

—কিছুই ভুল বলিনি চাঁদু। দেবাংশুর পিঠে হালকা চাপড় দিল হিমাদ্রি। মুখে আদিরসাত্মক ইঙ্গিতটা ঝুলিয়ে রেখে বলল,—কিন্তু এই বিকেলবেলা থেকেই ঘোরাঘুরি শুরু করে দিলি? সন্ধে অব্দি তর সইল না!

—থাম এবার, যথেষ্ট হয়েছে। দেবাংশু আর একটু গম্ভীর হল,—আমি কাজে যাচ্ছি। অকশন শপ থেকে একটা জিনিস কেনার আছে।

—তাই বল্। আমিও তো তাই অবাক হচ্ছি, আমাদের সন্ন্যাসীঠাকুরের এ কী মতিভ্রম!.....তা নিলামঘর কেন গুরু? রোজগার তো ভালই করছ, বউ-বাচ্চাও নেই, কেন পয়সা দিয়ে অন্যের ঝটতি-পড়তি মাল কিনবে?

দেবাংশু মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হল। হিমাদ্রি কি জানে না, বউদি আর ভাইঝিকে নিয়ে তাদের তিনজনের সংসারটা মূলত দেবাংশুকেই চালাতে হয়! মঞ্জরীর তো নাম-কা-ওয়াস্তে চাকরি, ক' টাকাই বা পায় সে! ওতে মিমলির লেখাপড়ার খরচা ওঠে কিনা সন্দেহ। চুলচেরা হিসেব করলে বিবাহিত হিমাদ্রির ওপরেও দু-দুটো মানুষ নির্ভরশীল, বিয়ে না করা দেবাংশুর ওপরেও তাই। জেনেশুনেও কেন যে বার বার ওই এক ক্যাসেট চালায় হিমাদ্রি?

শুধু হিমাদ্রি কেন, স্বচ্ছ চোখে কে-ই বা সেভাবে খতিয়ে দেখে! দেবাংশুর সহকর্মীরাও তো একই বাঁশি বাজায় মাঝে মাঝে। যেন বিয়ের তক্‌মাটুকু না লাগিয়ে কর্তব্য করে যাওয়া অতি তুচ্ছ কাজ। সময় সময় তো মনে হয় হুল ফোটাচ্ছে। কেন যে তারা বোঝে না দেবাংশুও মোটেই মুক্ত বিহঙ্গ নয়? কোনও কালে ছিলও না, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। এ কি ওদের এক ধরনের দীর্ঘশ্বাস? নদীর ওপারকে এপার থেকে দেখার মতো?

হিমাদ্রিকে কোনও জবাব না দিয়ে দেবাংশু হালকা গলায় বলল,—ছাড় ওসব। খবর বল তোর। আছিস কেমন?

—ফাইন। নো আপ নো ডাউন। লেগুনের মতো তিরতির করে বইছে জীবন। কথার মাঝে থমকাল হিমাদ্রি। ভাবল কী যেন। তারপর বলল,—তুই সত্যিই পার্ক স্ট্রিট যাচ্ছিস?

—বললাম তো।

—এক সেকেন্ড বোস্। আমিও বেরোব। ওদিকেই যাব।

BanglaBook.org

উঠে সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গেল হিমাদ্রি। ঘুরে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে, হাতে ফোলিও ব্যাগ। ইশারা করল চোখে,—চল।

প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি। ভাঙাচোরা। সন্তর্পণে নামছিল দেবাংশু। একটা ভ্যাপসা গন্ধও পাচ্ছিল যেন। বোঁটকা। গা গুলোনো। কিসের গন্ধ কে জানে!

রাস্তায় নেমে হিমাদ্রি ফোলিও ব্যাগটা খুলে কী যেন দেখে নিল একবার। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে চেন বন্ধ করল।

দেবাংশু জিজ্ঞেস করল,—পার্ক স্ট্রিটে তোর কী কাজ? অফিসের?

—ছুতোটা ওই রকমই, আসলে পারসোনাল.....। সঙ্গে অবশ্য অফিস জবও একখানা নিয়ে এসেছি। বললাম আজ সারব, আসলে করব কাল সকালে। অফিস আসার পথে। বলেই খিকখিক হাসছে,—অ্যাডভান্টেজটা কী বুঝলি তো?

—কী?

—তাড়াতাড়ি কাট মারাও হল, আবার এক্ষুনি যদি রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ি, তো ডায়েড ইন হার্নেস। কোম্পানিকে মোটা কমপেনসেশান গুনতে হবে।

প্যাঁচের বুদ্ধি আর কাকে বলে! হিমাদ্রিটা একই রকম রয়ে গেল। ক্লাসে ট্রায়াল ব্যালেন্স মেলানোর চেষ্টা করত উল্টো দিক থেকে। বাঁয়ের এন্ট্রি অবলীলায় ঢুকিয়ে দিত ডাইনে, আবার কী ভাবে যেন মিলিয়েও দিত শেষ পর্যন্ত। তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ধরা যেত গোঁজামিলটা। পরীক্ষাতেও তাই কখনও পঞ্চাশ পঞ্চান্নর বেশি পায়নি অ্যাকাউন্টেন্সিতে।

সিগারেটের প্যাকেট বার করে হিমাদ্রিকে বাড়িয়ে দিল দেবাংশু। স্মিত মুখে বলল,—নে। বকবকানি ছেড়ে ধরা।

হিমাদ্রি নিল না। বলল,—আমার তো কোটা বাঁধা গুরু। সূর্য ডোবার আগে দুটো, রাতে তিনটে, সাকুল্যে পাঁচ। দিনের তিনটে আমার হয়ে গেছে।

দেবাংশু নিজে ধরিয়েছে সিগারেট। পকেটে দেশলাই রাখতে রাখতে বলল,—কবে থেকে এত হিসেবি হয়েছিস রে, অ্যাঁ?

—ঠেলার নাম বাবাজী। সংসারধর্ম করছি, খানিকটা সমঝে বুঝে তো

BanglaBook.org

চলতেই হয়। খরচের বহর যা বাড়ছে দিন দিন।

—তাই নেশায় কোপ?

—উপায় কী? কোথ্‌থেকে আর কার্টেল করব?

সরু গলি ঘুরে আবার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এসে পড়েছে দেবাংশুরা। ফুটপাথ ধরে হাঁটছে এক তরুণী বিদেশিনী, পরনে বিচিত্র ঝাপ্পিঝুল্লি, ঘাড় ঘুরিয়ে হিমাদ্রি তাকে দেখল একটুক্ষণ। চোখে একটা অদ্ভুত মুদ্রা ফোটাল। তারপর ফের বলল,—কত রকম হিসেব যে করতে হয় রে। বর্তমান ভাবো, ভবিষ্যৎ ভাবো। এই যে এখন পারসোনাল কাজে যাচ্ছি, এও তো হিসেবের তাড়নায়।

—কী রকম?

—এল-আই-সির প্রিমিয়াম দেব। আমার এজেন্ট লোকটা এ সময়ে কুইন্স ম্যানসনে আসে। ব্যাটাকে বলা আছে, গিয়ে ধরিয়ে দেব চেকটা।

—কত টাকার পলিসি?

—এটাই বড়ো। এক লাখ। আর একটা আছে, তিরিশ হাজারের। ভাবছি আর একটা মাঝারি করাব, নেক্সট্ ইয়ার। ষাট-টাট মতন। সব কটাই রিটায়ারমেন্টের মুখোমুখি ম্যাচিওর করবে। ক্যালকুলেট করে দেখেছি, চার লাখ মতন আসবে। আমাদের তো পেনশান নেই, গ্র্যাচুয়িটি-অ্যাচুয়িটি মিলিয়ে তখন হয়তো পাব আরও লাখ সাত-আট। মাথার ওপর ছাদটুকু তো আছে, রিটায়ারমেন্টের পর বাকি লাইফটা ওই টাকায় কাটিয়ে দিতে পারব না? ছেলে যদি নাও দেখে, বুড়োবুড়ির নিশ্চয়ই চলে যাবে।

—তুই অনেক দূর ভেবে ফেলেছিস তো?

—ভাবতে হয়, ভাবতে হয়। সংসার তো করলি না, তুই আর এসবের কী বুঝবি?

আবার সেই পুরোনো ক্যাসেট। এবারও দেবাংশু প্রতিবাদে গেল না। পাশে সার সার বই-এর দোকান, মলাটে মলাটে পিছলোচ্ছে চোখ। একটা বই-এ দৃষ্টি স্থির হল। নস্ত্রাদামুস। দুনিয়ায় কী ঘটবে, না ঘটবে, তাই নিয়ে আজব ভবিষ্যৎবাণী আছে লোকটার, পড়ে দেখলে হয়। কিনবে? কিনে ফেলবে? নাকি ভাড়ায় নেবে? পয়সা জমা রেখে এ পাড়া থেকে বেশ কয়েক

BanglaBook.org

বার ভালো ভালো বই নিয়ে গেছে দেবাংশু। পড়া কে পড়াও হয়, বাড়িতেও বই-এর সংখ্যা বাড়ে না। মিমলি কী প্রসঙ্গে যেন নস্ত্রাদামুসের কথা বলছিল সেদিন, বইটা নিয়ে গেলে মিমলিও খুব খুশি হবে।

ভাবনার মাঝে বাহুমূলে টান,—কী রে, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

—নাহ্। দেবাংশু আঙুল দেখাল,—বইটা দেখছিলাম।

—নস্ত্রাদামুস? ওই গুলবাজ। যত্ত সব ঢপের কেত্তন।

—কেন? ওর তো শুনেছি অনেক কথাই মিলে গেছে!

—ছাড়্ তো। ঘটনা সব ঘটে যাওয়ার পর তো শুনি লোকটা নাকি আগাম বলে দিয়েছিল। টেনে দেবাংশুকে দোকানের সামনে থেকে সরিয়ে আনল হিমাদ্রি। দেবাংশুর বাঁ পাশ ধরে যাচ্ছিল, এবার সরে এসেছে ডান পাশে। হাঁটতে হাঁটতে বলল,—ওরকম ঢপের ভবিষৎবাণী আমরাও কিছু কিছু করতে পারি। দশ বছরের মধ্যে ভারত-পাকিস্তানে একটা লড়াই হবে, তিন বছর পর জাপান কিম্বা চিনে একটা ভূমিকম্প হবে, আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা যাবে.....। এসব প্রেডিকশান-ফেডিকশান অল বকোয়াস।

—তা ঠিক। কাল কি ঘটবে, এখনই বলে দেওয়া কি অত সোজা?

—কিছু কিছু অবশ্য বলে দেওয়াই যায়। হিমাদ্রি মুচকি হাসল,—যেমন আমি এখনই বলে দিতে পারি, হিমাদ্রি রায় কাল ঠিক পৌনে সাতটা থেকে সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠবে, সওয়া আটটার মধ্যে বাজার সেরে ফিরবে, নটা কুড়িতে এসে দাঁড়াবে যাদবপুরের মিনিবাস স্ট্যান্ডের লাইনে.....

—ফাজিল কোথাকার।

—হাহ্ হা। দেখেছিস তো, আমিও একজন নয়া নস্ত্রাদামুস!.....যাক গে, একটু চা খাবি?

—চা? ইতস্তত করল দেবাংশু,—অম্বল মতন হয়ে আছে রে।

—ব্যাচেলারদেরও অম্বল হয়? ছাড় তো, চা খেলে কিস্যু হবে না।

ফুটপাথের দোকান থেকে দু'ভাঁড় চা নিল হিমাদ্রি। চুমুক দিতে দিতে বলল,—তুই এল-আই-সি টেল্-আই-সি করিয়েছিস?

BanglaBook.org

—করিয়েছিলাম একটা।.....আছে।

—তোদের অবশ্য না করালেও চলে। ব্যাংক তো.....অনেক সিকিওরড ব্যাপার।

—তোদেরও তো কোম্পানিটা ভাল। পুরোনো কনসার্ন.....তুই তো বলিস মালিকও মন্দ নয়.....

—ওই আর কী। মোটামুটি। টাকাকড়ি দিচ্ছে, এই বাজারেও এখনও ছাঁটাই-ফাঁটাই করছে না.....

—গুজরাটি না?

—উঁহু, সিন্ধি। লালওয়ানি। ওয়ানি থাকলে সিন্ধিই হয়। ভদ্রলোক বাঙালি প্রেফার করে। এটা একটা মস্ত গুণ।

—হুম্।

চা শেষ করে ভাঁড় টিনের ড্রামে ফেলল দেবাংশু। হিমাদ্রিও। দেবাংশুর বাঁ পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল,—দে, এবার একটা সিগারেট বার কর।

—কোটা শেষ বললি যে?

—পরের পয়সায় খাই আজ একটা এক্সট্রা। চায়ের মৌজটা আসুক।

দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল হিমাদ্রি। পাশ বদল করে আবার দেবাংশুর ডান দিকে। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—কী কিনতে যাবি নিলামঘরে?

—একটা বুককেস। আজই হয়তো কিনব না, দেখব। যদি কোথাও পছন্দসই পাই তবেই.....।

—আগে আমার কাজটা সেরে এলে হত না? তারপর নয় আমিও তোর সঙ্গে থাকব।

—কতক্ষণ লাগবে তোর?

—এক মিনিট। জাস্ট চেকটা হাতে গুঁজে দেওয়া।

—আড্ডায় জমে যাবি না তো?

—নো চান্স। ইনশিওরেন্স এজেন্টের সঙ্গে গপ্পো করা যায় নাকি?

—তোকে বিশ্বাস নেই।

—না, না, চল্ না। আমিও অকশন সপে একটা চেয়ার-টেবিল দেখে

BanglaBook.org

নেব। যদি সস্তায় ভালো মাল জুটে যায়।

—ডাইনিং-এর?

—উঁহু। পড়ার টেবিল। পুত্রের জন্য। ছেলেটা বড়ো হচ্ছে, এখনও বেচারাকে খাটে বসে পড়তে হয়। পুরোনো হলেও যদি একটা শক্তপোক্ত চেয়ার-টেবিল.....

কথা শেষ হল না। তার আগে হঠাৎই আকাশ ভেঙে পড়ল হিমাদ্রির মাথায়। কিম্বা তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু। পাশের প্রাচীন বাড়িটার কার্নিশখানা। বিন্দুমাত্র আগাম জানান না দিয়েই।

প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ছিটকে সরে গিয়েছিল দেবাংশু। সরতে সরতেই বিস্ফারিত চোখে দেখল মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ছে হিমাদ্রি। আর হিমাদ্রির ওপরে অবিরাম ঝরে পড়ছে সিমেন্টের ছোট-বড় চাঁই। ছেঁড়া ছেঁড়া বৃষ্টির ছাঁটের মতো নেমে আসছে ঝুরো কংক্রিট।

পতনপর্ব শেষ হতে না হতেই রাস্তা ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য। চারদিকে গেল গেল রব। বেশ কয়েকজন মানুষ লেগে পড়ছে উদ্ধারকার্যে। ইঁট-বালির তলা থেকে ধরাধরি করে বার করছে হিমাদ্রিকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে হিমাদ্রি, রক্তে ভিজে যাচ্ছে ধুলোবালি। হিমাদ্রির ফোলিও ব্যাগখানা ছিটকে পড়ে আছে খানিক তফাতে।

দেবাংশু আসাড়। জট পাকিয়ে গেছে মস্তিষ্কে। কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু ভেঙে ফুটপাথে বসে পড়ল। হৃৎপিণ্ডে নেহাই-এর শব্দ। ধপধপ ধপাধপ।

চোখ যা বলছে তা কি সত্যি? দেবাংশু বিশ্বাস করতে পারছিল না।

একটা মানুষের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে কতটুকু ব্যবধান? ছ' ইঞ্চি? কিম্বা বড় জোর এক ফুট? হিমাদ্রির সঙ্গে তো এক হাতেরও তফাত

BanglaBook.org

ছিল না দেবাংশুর, অথচ দিব্যি বেঁচে গেল সে? সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে? অক্ষত দেহে? আর বেচারা হিমাদ্রিটা কিনা কথা বলতে বলতে পুট করে মরে গেল? মরেই গেল? বেঘোরে? এমনও হয়?

ঘুমের ওষুধের রেশ কেটে যেতেই চিন্তাগুলো ফের ঝাপটে আসছে মাথায়। একের পর এক। ঢেউ-এর মতো। তিন তিনটে দিন চলে গেল, কেন যে এখনও চোখ থেকে ছবিটা সরাতে পারছে না দেবাংশু? এক মুহূর্তের জন্যও না? শয়নে, জাগরণে, ব্যস্ত ক্ষণে, নিরালায় বার বার ফিরে আসছে ওই দৃশ্য। মায়াবী বিকেলে ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের ডান ফুটপাথ ধরে হাঁটছে দু'বন্ধু, কোথ্থেকে হঠাৎ খসে পড়ল কার্নিশ, কাটা কলাগাছের মতো পড়ে যাচ্ছে জলজ্যান্ত হিমাদ্রি.....!

সঙ্গে সঙ্গে একটা চোরা মৃত্যুভয়ও ছমছম করে উঠছে দেবাংশুর বুকে। ঘটনাটা তো সেদিন অন্য রকমও হতে পারত। এক্কেবারে পাশেই তো ছিল সে, তার মাথাতেও তো নেমে আসতে পারত ওই মরণ চাঙড়টা? তেমন যদি হত, দেবাংশু এখন কোথায়? মর্গ, শ্মশান ঘুরে সে তো এতক্ষণে নিছকই এক অনস্তিত্ব। হিমাদ্রির মতন। উফ্, ভাবনাটা যে কী দুঃসহ! ভয়ংকর।

দেবাংশু বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। মাথাখানা জগদ্দল পাথরের মতো ভারী। এখনও। গোদের ওপর বিষফোড়া, সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। জ্বর-টর এল নাকি? আবার চোখ বুজল দেবাংশু। ভাবনাটাও ফিরে এল তৎক্ষণাৎ। তার বেঁচে যাওয়াটা কি নেহাতই একটা চান্স ফ্যাক্টর? দৈবক্রমে জীবন পেয়ে যাওয়া? এ যেন শূন্যে একবার মুদ্রা ছুঁড়ে হেড-টেল দেখে নেওয়ার মতো ব্যাপার। জিতলে তুমি আবার খেলতে পারবে, কিন্তু হারলে আর সুযোগ নেই। মৃত্যু তো একবারই আসে। হিমাদ্রি হারল, দেবাংশু জিতল। কে যে টস্ করে কে জানে! বেচারা হিমাদ্রি।

দরজা ঠেলে মঞ্জরী ঢুকেছে ঘরে। পরনে আকাশি নীল তাঁতের শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ, চুল পেঁচিয়ে খোঁপা করে বাঁধা। বাঁ হাতে ঘড়ির ব্যান্ড লাগাতে লাগাতে চাপা গলায় ডাকল,

—দেবু? দেবু?

BanglaBook.org

দেবাংশু চোখ খুলল। ঘোলাটে চোখে ঝলক দেখল মঞ্জরীকে। দুর্বল গলায় বলল,—তৈরি হয়ে গেছ?

—হুঁ। সাড়ে ছটা বাজে.....তোমার মাথার যন্ত্রণাটা কমেছে?

—আছে। গাটাও ম্যাজম্যাজ করছে কেমন।

এগিয়ে এসে আলগা ভাবে দেবাংশুর কপাল ছুঁল মঞ্জরী,—নাহ্, জ্বর তো নেই। বিচ্ছিরি ধকল গেল তো তোমার, তাই হয়তো.....

হয়তো তাই। মনের ভেতর যে ঝড়ই চলুক, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার অবসর তো দেবাংশু পায়নি। সেদিন বিকেল থেকেই তো চলছে একনাগাড়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিল হিমাদ্রি। হয়তো রাস্তায়, হয়তো বা ট্যাক্সিতে, কিম্বা হয়তো হাসপাতালের গেটেই। ডাক্তাররা নাড়ি টিপেই এত্তেলা দিল পুলিশকে, খবর তারা আগেই পেয়েছিল, এসে একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করল দেবাংশুকে। তারপর কাঁটাপুকুর মর্গে বডি পাঠানোর বন্দোবস্ত করেই ঝটিতি প্রস্থান। ততক্ষণে দেবাংশু খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে। বুথ থেকে ফোন করল হিমাদ্রির বাড়িতে। মঞ্জরীকেও। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এল হিমাদ্রির বউ, সঙ্গে হিমাদ্রির জাড়তুতো দাদা, এক জামাইবাবু, শালা। সকলেই হতভম্ব। দিশেহারা। যে তরতাজা মানুষটা সকালে খেয়ে দেয়ে খোশমেজাজে অফিস বেরিয়েছিল, এ বেলা সে আর নেই? হিমাদ্রির বউ তো কেমন অপ্রকৃতিস্থ মতন হয়ে গেল হঠাৎ। আপন মনে হাসছে, চোখ মুছছে, বিড়বিড় করছে কী যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য দেখার ধকলও কি কম? দেবাংশু সেদিন বাড়ি ফিরেছিল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়। সারাটা রাত ছটফট করল বিছানায়, দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না, সকাল হতে না হতেই আবার ছুট ছুট ছুট। হাসপাতাল, মর্গ, থানা, অবশেষে শ্মশান। কিছুই হয়তো করতে হয়নি, কিন্তু থেকেছে সঙ্গে সঙ্গে। পরদিনও গিয়েছিল হিমাদ্রির বাড়ি, তবে ছিল না বেশিক্ষণ। লোকজন, কান্নাকাটি, অজস্র ধরনের মন্তব্যের মাঝে ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল তার। হিমাদ্রি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর সকলের যেন মনে পড়ে গেছে এ ব্যাটা কেমন বেঁচে গেল দ্যাখো..... এমনই যেন দৃষ্টি সকলের। যেন তার বেঁচে থাকার মধ্যেই লুকিয়ে আছে

BanglaBook.org

হিমাদ্রির মৃত্যুর কারণ। মুখে কেউ কিছু বলছে না, তবে হাবেভাবে তো টের পাওয়া যায়। এর পরও দেবাংশুর স্নায়ুর ওপর চাপ পড়বে না? শরীর ঠিক থাকবে?

হাতের পিঠে চোখ ঢাকল দেবাংশু। অস্ফুটে বলল,—হুঁ।

মঞ্জরী সম্প্রতি চশমা নিয়েছে। প্লাস পাওয়ার, সঙ্গে সামান্য মাইনাসও আছে, সেই সূত্রে বাইফোকাল। এখনও চশমা তেমন রপ্ত হয়নি মঞ্জরীর, বার বার নাক থেকে নেমে যায়। সোনালি রঙের মেটাল ফ্রেম আঙুল দিয়ে ঠেলল মঞ্জরী। চোখ সরু করে বলল,—চা খাবে নাকি? করে দিয়ে যাব?

—থাক। তোমার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

—এক কাপ চা করতে আর কতক্ষণ লাগবে? যদি বলো তো.....

দেবাংশুর মনে হল, না বললেই স্বস্তি পাবে মঞ্জরী। স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যাপারে মঞ্জরী খানিকটা টেনশানে ভোগে, দেবাংশু জানে। মঞ্জরীদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বড়দিদিমণিটি মহা খিটকেল, এক মিনিট দেরি করে ঢুকলে নাকি ছ্যারছ্যার করে কথা শোনায়।

তবু মুখ ফস্‌কে হ্যাঁ-ই বলে ফেলল দেবাংশু। ঘুম যখন ভেঙেই গেছে, চা' টা এখন সত্যিই দরকার। নিজেও উঠে করে নিতে পারে। মালতীর মা দেরি করে এলে বানিয়েও নেয় কোনও কোনও দিন। আজ একদম শরীর দিচ্ছে না।

মিনিট কয়েকের মধ্যে চা নিয়ে ফিরছে মঞ্জরী। খাটের পাশের টেবিলে কাপ রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল,—তুমি কি আজ একবার বাজার যেতে পারবে?

—যেতেই হবে?

—তিন দিন ধরে তো ডিম চলছে.....তাই বলছিলাম। শরীর না কুলোলে ছেড়ে দাও, আজকের দিনটাও চালিয়ে নেব। একটু থামল মঞ্জরী,—ও হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে ও বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। তুমি শুয়ে পড়েছিলে বলে আর ডাকিনি।

—ও বাড়ি মানে?

BanglaBook.org

—হিমাদ্রিবাবুদের বাড়ি।.....ওঁর কে এক দাদা।

—ও। কী বলছিল?

—তুমি কাল যাওনি তো, তাই খোঁজ নিচ্ছিলেন শরীর-টরীর ঠিক আছে কিনা।

—রোজ রোজ যাব কেন? দেবাংশু উঠে বসল। তেতো গলায় বলল, —আমার আর কোনও কাজ নেই? ওখানে গিয়ে শুধু সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকব?

—আমার ওপর মেজাজ করছ কেন? ফোন এসেছিল, জানিয়ে দিলাম।

আচমকা ধৈর্যচ্যুতির জন্য একটু লজ্জিতই হল দেবাংশু। বেঁচে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে কি কোনও অপরাধবোধ ঢুকে পড়ল? চান্স ফ্যাক্টর, চান্স ফ্যাক্টর, হিমাদ্রির মৃত্যুতে দেবাংশুর কোনও হাত নেই।

কাপটা হাতে নিয়ে দেবাংশু গলা নামাল,—কাঁহাতক কান্নাকাটি ভালো লাগে বউদি? জানোই তো, হিমাদ্রির সঙ্গে আমার তেমন মাখামাখিও ছিল না।

—আমি কী করে জানব? তোমার কার সঙ্গে কত মাখামাখি তা আমার জানার কথাও নয়। দেখছি তুমি খুব ভেঙে পড়েছ.....

সব কথাকেই বেঁকিয়ে চুরিয়ে দেখা যেন মঞ্জরীর অভ্যেস। আগে এতটা ছিল না, ইদানীং বাড়ছে। দেবাংশু উত্তেজিত হল না, কাপে চুমুক দিয়ে শান্ত গলাতেই বলল,—আমি যখন বলছি ছিল না, তখন ছিল না। জাস্ট কলেজের বন্ধু, কাছাকাছি অফিস বলে মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হত, সাকুল্যে বোধহয় পাঁচ-সাত দিনও ওর বাড়ি যাইনি, সে ওর জিয়ে-টিয়ে ধরে। এখন ওখানে, অপরিচিতর দঙ্গলে রোজ রোজ আর কী যাব?

—সে তুমি যা ভালো বোঝো। মঞ্জরী এবার একটু নরম হয়েছে,—শেষ সময়ে তোমরা দুজনই তো একসঙ্গে ছিলে, তাই হয়তো এক্সপেক্ট করছে। .....আর হ্যাঁ, চেতলায় তুমি কোন মঠের কথা বলেছিলে, সেখানে নাকি বুকিং পাওয়া যায়নি। বাড়িতেই বোধহয় করতে হবে কাজ। তোমাকে অতি অবশ্যই একবার যেতে বলেছেন। পারলে আজই।

BanglaBook.org

—দেখি।

—দেখি নয়, যেও। যাওয়া উচিত। যেমনই হোক, বন্ধু তো। আর সম্পর্ক যখন চুকেই গেল, দু'চার দিন গিয়ে নয় দাঁড়িয়েই এলে।

দেবাংশু উত্তর দিল না। মঞ্জরীও আর জবাবের অপেক্ষায় নেই, ঘড়িতে চোখ পড়তেই প্রায় দৌড়েছে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা-বন্ধর আওয়াজ হল সজোরে।

চা শেষ করে বিছানা ছাড়ল দেবাংশু। শুধু মাথা নয়, পা দুটোও বেশ ভারী হয়ে আছে। কাল সারাটা দিন তো ঘরে শুয়ে বসেই কাটিয়েছে, এক পা কোথাও বেরোয়নি, তবু কেন চাঙা হল না শরীর? স্লিপিং পিলেও ঘুম হয়নি ভালো মতো, এ কি তারই প্রতিক্রিয়া? নাকি বেশি শুয়ে থাকার ফল? কিম্বা মনের ক্লান্তি পাকড়াও করেছে শরীরকে। ধুৎ, যা ঘটার তো ঘটেই গেছে, তা নিয়ে আর বেশি মাথা খারাপ করে কী লাভ? আজ থেকেই ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

বড়োসড়ো একটা আড়মোড়া ভেঙে দেবাংশু বেরোল ঘর থেকে। এ বাড়িতে তার ঘরটা একটু একটেরে। কোণার দিকে। সামনে এক ফালি প্যাসেজ, সরু মতো। প্যাসেজ পেরিয়ে বাথরুমে ঢুকল দেবাংশু। আগেকার আমলের বাড়ি, বাথরুমখানা রীতিমতো বড়ো। তবে স্যাঁতসেঁতে। তার মধ্যেই হাল আমলের বেশ কয়েকটা ফিটিং। মঞ্জরী লাগিয়েছে। নিজেদের খরচায়। পুরোনো দেওয়ালের কলি ফিরিয়ে। এখন ও দেওয়ালে আদ্যিকালের চৌবাচ্চা, তো এ দেওয়ালে আধুনিক কাচের র‍্যাক, আয়না, বেসিন শাওয়ারও ঝুলছে মাথায়। কমোডও বসেছে। কমোড় নিয়ে তো বাড়িওয়ালার সঙ্গে কী ফাটাফাটি। সুবোধ সেন বসাতে দেবে না, মঞ্জরীও বসাবেই। তার শ্বশুরমশায়ের সময়কার আড়াইশো টাকা ভাড়া বাড়িয়ে হাজার করা হয়েছে, সুবোধ সেনের আপত্তি মঞ্জরী শুনবেই বা কেন। দেবাংশুর ওপরেও খুব গজরেছিল সুবোধবাবু। লেক টেরেসের মতো জায়গায় চার-চারখানা ঘর দখল করে আজকের দিনে হাজার টাকা ছোঁয়াচ্ছ, তাতেই বুঝি তোমাদের একতলাটা কেনা হয়ে গেছে, অ্যাঁ? গুণ্ডা ভাড়া করে তোমাদের উঠিয়ে দেব,

BanglaBook.org

দেখি পাড়ার ছেলেরা কত প্রোটেকশান দেয়। কিছুই করেনি অবশ্য। নয় নয় করে তো হাজার টাকা ভাড়াতেই চারটে বছর কেটে গেল। মাঝে মাঝে পাম্প চালানো নিয়ে একটু গণ্ডগোল করে, এই যা। তা করুক দেবাংশুদের চলে তো যায়।

বেসিনের কল খুলে চোখে মুখে জল ছেটাল দেবাংশু। পেস্ট ব্রাশে লাগিয়ে তাকাল আয়নায়। কালকেও দাড়ি কামানো হয়নি, ইচ্ছেই করেনি, খোঁচা খোঁচা কুশে ভরে আছে গাল। চোখ দুটোও বসে গেছে। সেদিন দেবাংশু মারা গেলে হিমাদ্রিও কি আজ এভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখত নিজেকে? আশ্চর্য, সেদিন চা খাওয়ার পরে দেবাংশুর বাঁ পাশে হাঁটছিল হিমাদ্রি, কখন যে বকবক করতে করতে ডানদিকে চলে গেল? সিগারেট ধরানোর সময়ে? কেন মিছিমিছি একটা সিগারেট খেল? ওই সিগারেটই কি হিমাদ্রির মৃত্যুর কারণ? চা না খেলে সিগারেটের নেশাটা চাগিয়ে উঠত না। অর্থাৎ চাকেও একটা কারণ হিসেবে ধরা যায়। অথবা এর কোনওটাই নয়। সেদিন ওভাবে চাঙড় ভেঙে পড়ে মৃত্যুটা হিমাদ্রির কপালে লেখাই ছিল। নইলে কি চা সিগারেট পাশ বদল, এতগুলো চান্স ফ্যাক্টর একসঙ্গে কাজ করে? নাকি টুকরো টুকরো চান্স ফ্যাক্টর যোগ হয়েই তৈরি হয় নিয়তির টান?

ওফ্, আবার ঢুকে পড়ছে একই গর্তে? দেবাংশু সচকিত হল। চটপট দাঁত ঘষা শেষ করে কুলকুচি করল। তোয়ালেয় চেপে চেপে মুছল মুখ-চোখ। বেরিয়ে এসে বসার ঘরের সেন্টার টেবিল থেকে তুলে নিল খবরের কাগজখানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখছে হেডলাইনগুলো। কাশ্মীর নিয়ে আর এক দফা আলোচনার সম্ভাবনা পাকিস্তানের সঙ্গে। ইরাকে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন মার্কিন সেনার মৃত্যু। এসব তো চলছে চলবে। দিনদুপুরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ব্যাংক ডাকাতি। বর্ধমানে বরযাত্রীদের বাস থামিয়ে মহিলাদের শ্লীলতাহানি। এও তো এখন রুটির সমাচার। দেবাংশু পাতা উল্টোল। হঠাৎই তৃতীয় পৃষ্ঠার নীচের দিকে চোখ আটকাচ্ছে। পলাতক বাড়িওয়ালা গ্রেপ্তার। খালি চোখে ছোট ছোট হরফ পড়তে ইদানীং অসুবিধে হয় দেবাংশুর।

BanglaBook.org

বেয়াল্লিশে পড়ল, নির্ঘাৎ চালশে ধরেছে। চোখ থেকে কাগজ-খানাকে আরও দূরে নিয়ে কষ্ট করে পড়ে ফেলল সংবাদটা। হ্যাঁ, তাদের সেই কেসটাই। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের লঝ্‌ঝরে বাড়িটার মালিক দুর্ঘটনার পর পরই বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, কাল নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করেছে। এবং এতদিন পর বাড়িটাকে এবার বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে পুরসভা।

খবরটা পড়ে সামান্য হলেও তৃপ্তি বোধ করল দেবাংশু। গৃহস্বামীর অসাবধানতার জন্যই তো প্রাণ গেল হিমাদ্রির, লোকটার সাজা হওয়া দরকার। অনিচ্ছাকৃত হত্যায় ক' বছরের জেল হয়? তিন বছর? পাঁচ বছর? তবে ওই লোকটার থেকেও বড় অপরাধী পুরসভা। বাড়িটার ওরকম ঝুরঝুরে হাল দেখেও কেন ভেঙে ফেলার অর্ডার দেয়নি? একটা মানুষ মরে যাওয়ার পর তবে টনক নড়ল?

—হাই কাকামণি! গুড মর্নিং!

দেবাংশু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মিমলি। হাসি হাসি মুখে হাই তুলছে। দেবাংশুও হাসল,—দেবীর নিদ্রাভঙ্গ হল এতক্ষণে?

—মুডে আছ মনে হচ্ছে? শরীর ফিট?

—না রে, মাথাটা এখনও জ্বালাচ্ছে খুব। ব্যাপক পেন্।

—তাহলে উঠলে কেন? আবার গিয়ে গড়াও না।

—শুয়ে থাকলে চলবে? দেবাংশু কাগজ ভাঁজ করল,—বাজার যেতে হবে, অফিস ছুটতে হবে.....

—আজ তো শুক্রবার। আরও দুটো দিন বাংক করে দাও না। একেবারে সোমবার থেকে অফিসে যেও।

—ওরেব্বাস্, অনেকগুলো লিভ চলে যাবে।

—করো যা খুশি। তারপর রাত্তিরে এসে কোঁকাও। মিমলির গলায় অভিমানের সুর,—এত বড়ো একটা শক গেল বলেই রেস্টের কথা বলছিলাম। আজ শারজায় খেলা আছে, বসে বসে দেখতে, ট্রমাটাও কেটে যেত।

দেবাংশুর মনটা দ্রব হয়ে গেল। মেয়েটা তাকে সত্যিই ভালবাসে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে যখন ফোন করেছিল, মিমলিই প্রথম ধরেছিল।

BanglaBook.org

খবরটা শুনে তার সে কী উৎকণ্ঠা। তুমি ঠিক আছ তো কাকামণি? তোমার কিছু হয়নি তো? সত্যিই চোট লাগেনি? আমরা যাব? কালও সারা দিনে কত বার যে এসেছে তার ঘরে। স্কুল বেরোনোর আগেই তো বোধহয় বার তিনেক। ঘুরে ফিরে এসে গাঢ় গলায় সান্ত্বনা দিচ্ছে, টেক ইজ ইজি কাকামণি, অ্যাক্সিডেন্টটাকে ভুলে যাও। বলতে বলতে একবার তো ধরেই এল গলা। থ্যাংক গড, তোমার কিছু হয়ে গেলে আমরা কী করতাম কাকামণি! এই সব টুকরো টুকরো উদ্বেগ, কাঁপা স্বরের দুশ্চিন্তাই তো চিনিয়ে দেয় সদ্য সতেরো পেরোনো মেয়েটাকে।

মনে এত মায়া আছে বলেই কি এখনও এত নিষ্পাপ লাগে মিমলিকে? পালক পালক ভুরু, ঝামর ঝামর চুল, মঞ্জরীর এই মেয়ে যেন এখনও সেই ছোটোবেলার ডলপতুলটি।

মস্তিষ্কের চাপ ভুলে দেবাংশু নির্মল হাসল। মেঘ সরে যাওয়া রোদ্দুরের মতো। হাত ঘুরিয়ে বলল,—ও কে। আজও তাহলে ডুব মারি। বসে বসে শচীন-সৌরভদের টেনশান দেখি টিভিতে।

মঞ্জরীকে সেদিন মোটেই ভুল বলেনি দেবাংশু। সত্যি তো হিমাদ্রির সঙ্গে তার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কার সঙ্গে কবেই বা তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে সেভাবে! তার স্বভাবটা যে অন্য ধরনের। নিজের ভেতর তৈরি করা ছোট্ট একটা খোলে নিজেকে গুটিয়ে রাখে সে। সেখানে টুকরো টুকরো যন্ত্রণা আছে, হতাশা আছে, অভাববোধ আছে, ক্রোধ ঘৃণা নিষ্ঠুরতা অভিমানও আছে ঘাপটি মেরে, হিমাদ্রি তো তার আঁচই পায়নি কোনও দিন। অফিসে অফিসে বার কয়েক যাতায়াত, আর আলগা আলগা খানিক হাসিঠাট্টায় কতটুকু সম্পর্ক তৈরি হয়? তাদের আলাপচারিতায় কখনও কখনও ব্যক্তিগত

BanglaBook.org

প্রসঙ্গ এসেছে বটে, তাও যেন কেমন ওপর ওপর, ভাসা ভাসা। এ যেন পথের সখ্য পথেই শেষ।

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি তাই রইল কি? চোখের সামনে মরে গিয়ে হিমাদ্রি দুম করে যেন অনেকটা নিকটে চলে এল। শুধুমাত্র বার কয়েক পাশ বদল করে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথে। হিমাদ্রির চলে যাওয়াই যে দেবাংশুর বেঁচে থাকার অপ্রত্যক্ষ কারণ, এ কথা দেবাংশু ভোলে কী করে?

আর এই ভুলতে না পারার এক গোপন তাড়না থেকেই বুঝি আজ অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা হিমাদ্রির বাড়ি চলে এল দেবাংশু।

শ্রীলেখা দরজা খুলে অবাক হয়েছে,—আপনি?.....আসুন।

ভেতরে ঢুকে প্রথমে যে অনুভূতিটা হল, ফ্ল্যাটটা যেন অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—বাড়ি ফাঁকা?

—কে থাকবে?

তাও তো বটে। এ ফ্ল্যাটে সে শেষ এসেছিল শ্রাদ্ধের দিন, তা সেও তো প্রায় হপ্তা তিনেক হয়ে গেল। সেদিন আত্মীয়-স্বজনে বোঝাই ছিল বাড়ি। কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর তারা যে চলে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক।

ঢোঁক গিলে দেবাংশু বলল,—না মানে.....পাপু.....?

—পাপু পড়তে গেছে। অঙ্কের টিউশ্যান নিতে যায়.....এই পাড়াতেই।

—ও। পাপুদের স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে?

—এই শনিবার থেকে পড়ল। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

বাহুল্যহীন বসার জায়গাটায় একটাই লম্বা ডিভান। সামনে কাচ বসানো বেতের সেন্টার টেবিল। চটি ছেড়ে ডিভানের কোণ ঘেঁষে বসল দেবাংশু, সামান্য জড়োসড়ো হয়ে। ক্ষণিকের জন্য মনে হল, উটকো উৎপাতের মতো এসে হাজির না হলেই হত।

শ্রীলেখা ফ্যান চালিয়ে দিয়েছে। সহজ সুরে জিজ্ঞেস করল,—অফিস থেকে আসছেন তো?

—হ্যাঁ মানে.....ভাবলাম আপনাদের খবর নেওয়া হচ্ছে না.....

BanglaBook.org

—চা খাবেন তো?

—কী দরকার ঝামেলা করার?

—খান না। চা'ই তো। বলেই ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলল শ্রীলেখা,—এর বেশি তো আর আপনাকে এখন আপ্যায়ন করতে পারবে না।

কথাটায় একটা স্পষ্ট বিষাদ আছে। যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, কেউ একজন নেই, কেউ একজন নেই।

দেবাংশু আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল। শ্রীলেখা চা আনার পরও বসে আছে সংকুচিত ভাবে। সেন্টার টেবিলে কাপ-ডিশ নামিয়ে রেখেছে শ্রীলেখা, তুলতে হাত সরছে না। কথাও খুঁজে পাচ্ছিল না কোনও। ফোনে ভয়ংকর খরবটা দেওয়ার পর থেকে কটা কথাই বা বলেছে শ্রীলেখার সঙ্গে? যে ক'দিন এ ফ্ল্যাটে এসেছে, হয় কান্নাকাটি করছে শ্রীলেখা, নয় বসে আছে শোকস্তব্ধ প্রতিমার মতো। তাছাড়া লোকজনের মাঝে অনেক সময়ে তো দেখাও হয়নি।

দেবাংশুর আবার মনে হল, না এলেই হত আজ।

শ্রীলেখা মোড়া টেনে বসেছে সামনে। মৃদু স্বরে বলল,—খান, চা তো জুড়িয়ে গেল।

—হুঁ। দেবাংশু মুখ তুলল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গেছে শ্রীলেখার সাদা সিঁথিতে। আজ যেন শূন্যতাটা বড় বেশি প্রকট। বিয়ে-ঝলকের মতো বউভাতের রাতের শ্রীলেখাকে মনে পড়ল একবার। দ্রুত চোখ সরিয়ে দেবাংশু বলল,—আপনি চা নিলেন না?

—আমার নেশা নেই। সকালে একবার খাই, বিকেলে একবার.....। শ্রীলেখা যেন একটু উদাস,—চা তো খেত আপনার বন্ধু। দশ বার দাও, বিশ বার দাও, কখনও না নেই। ছুটির দিনে কত বার যে কেটলি বসাতে হত।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ওই নেশার জন্যই তো দাঁড়িয়েছিল হিমাদ্রি। চা না খেলে হয়তো সিগারেটটাও ধরাত না, হয়তো বদলে যেত অভিশপ্ত বিকেলটা। মনে এলেও কথাটা উচ্চারণ করল না দেবাংশু। তবে ওই সূত্রেই কথা বলার একটা প্রসঙ্গ যেন পেয়ে গেল। দুম করে অসংলগ্ন ভাবে বলে উঠল,—হিমাদ্রির

BanglaBook.org

ফোলিওব্যাগটা খুলে দেখে নিয়েছিলেন তো?

—হ্যাঁ। কেন?

—একটা চেক ছিল।

—দেখেছি। অ্যাকাউন্ট পেয়ি। ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়াম। এক চিলতে ম্লান হাসি ফুটল শ্রীলেখার ঠোঁটে,—ওটা তো আর জমা দেওয়ার প্রয়োজন হল না।

—তাই তো। ক্লেম তো পেয়ে যাবেন। অ্যাপ্লাই করেছেন?

—ভাই গিয়েছিল ব্যাংকে। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছে।

—ব্যাংকে কেন?

—হাউজ বিল্ডিং লোনের সময়ে পলিসিগুলো জমা দিতে হয়েছিল। ভাই বলছিল ব্যাংকই নাকি ইনশিওরেন্সে ক্লেম পাঠাবে। লোনের ডিউ অ্যামাউন্টটা বাদ দিয়ে বাকি টাকা আমরা পাব।

—হুঁ, আইন তো সেরকমই। দেবাংশু মাথা দোলাল,—কোন ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিল হিমাদ্রি?

—স্টেট ব্যাংক। গোলপার্ক ব্রাঞ্চ।

দেবাংশুর স্মরণে এল হিমাদ্রি একদিন গল্প করেছিল বটে। গোলপার্ক ব্রাঞ্চের কোন এক অ্যাকাউন্টেন্টের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল যাদবপুর বাজারে, তাকে ধরেই লোন বার করেছিল ফ্ল্যাটের। লোকটা মহা ছ্যাঁচড়া তো, পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও দুটো পলিসিই ভল্টে ঢুকিয়ে নিয়েছে?

ভুরু কুঁচকে দেবাংশু জিজ্ঞেস করল,—লোন রিপেমেন্টের আর কদ্দিন বাকি ছিল?

—তিন বছর মতন। এক, দু'মাস কমও হতে পারে। ভাই হিসেব করে এনেছে। বিয়াল্লিশ হাজার মতন পাবে ব্যাংক।.....খুব ঘোরাচ্ছে ওরা। স্টেটমেন্ট পেতেই তিন দিন ছুটতে হল ভাইকে। ও বেচারাও তো প্রাইভেট ফার্মে আছে, সেই তারাতলায় অফিস....ছুটি নিয়ে নিয়ে বার বার দৌড়তে হচ্ছে। এবার ভাবছি আমিই যাব।

—যদি বলেন, আমি একটু চেষ্টাচরিত্র করতে পারি। ওই গোলপার্ক

BanglaBook.org

ব্রাঞ্চে আমার দু'একজন চেনাজানা আছে।

—তাহলে তো খুবই উপকার হয়। বুঝতেই পারছেন, টাকাটাও এখন খুব দরকার।

কেজো আলাপনে ফ্ল্যাটের গুমোট ভাব যেন কেটে গেছে অনেকটা। দেবাংশুও স্বচ্ছন্দ ক্রমশ। টের পাচ্ছিল, তীব্র শোকের প্রাথমিক অভিঘাতটা কাটিয়ে উঠেছে শ্রীলেখা। এই মুহূর্তে টাটকা অতীত নয়, কুয়াশা মাখা ভবিষ্যৎই তাকে ভাবাচ্ছে বেশি। বউদির তো চিন্তা শুরু হয়েছিল দাদার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। হাসপাতালের করিডোরেই তাকে আঁকড়ে ধরে ডুকরে উঠেছিল, তোমার দাদা আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল, এর পর আমাদের কী হবে দেবু!

চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখল দেবাংশু। আলগা শ্বাস ফেলে বলল, —হিমাদ্রির অফিসের ডিউজগুলো সব পেয়ে গেছেন?

—কই আর। এই তো গত সপ্তাহেই সবে ওর এক কলিগ এসে অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে গেলেন। তবে গত মাসের মাইনেটা পুরোই দিয়ে দিয়েছে।

অর্থাৎ দিন তেরো-চোদ্দর মাইনে এক্সট্রা? ওটাই কি ক্ষতিপূরণ নাকি? হিমাদ্রি না ঠাট্টা করে বলেছিল সেদিন গাড়ি চাপা পড়লেও মোটা টাকা ক্লেম করতে পারবে তার বউ?

দেবাংশু একটু ভেবে নিয়ে বলল,—অফিস থেকে তো গ্র্যাচুয়িটির টাকা পাবেন?

—শুধু গ্র্যাচুয়িটিই। প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য তো.....

—হ্যাঁ, পি-এফের জন্য তো সেই সল্টলেকের অফিস।

—সে তো আবার সেই সরকারি জায়গা।

—আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ফলো আপ্ করছি।

—চিন্তা না করে আর কী করার আছে বলুন। এখন তো চিন্তাই সম্বল। চিন্তা নিয়েই বাকি জীবনটুকু বেঁচে থাকা। নাক টানল শ্রীলেখা। ফিকে-সবুজ তাঁতের শাড়ির আঁচলে মুছল নাক। সংবরণ করল ঠেলে ওঠা কান্নাটাকেও।

BanglaBook.org

ধরা ধরা গলায় বলল, —আপনার বন্ধু যদি একটু কম অসাবধানী হত, তাহলে হয়তো.....কী বেপরোয়ার মতো রাস্তা পার হত। এদিক দিয়ে বাস আসছে, ওদিক দিয়ে ট্যাক্সি আসছে, তার মধ্যে দিয়েই হুটহাট পার হয়ে যাচ্ছে.....!

—কিন্তু সেদিন তো কিছু করার ছিল না। দেবাংশুর গলা হঠাৎই খানিকটা চড়ে গেল,—কে বুঝবে বলুন একটা আস্ত কার্নিশ ওভাবে খসে পড়বে!

শ্রীলেখা চুপ।

দেবাংশু মরিয়া ভাবে বলল,—বিশ্বাস করুন, আমিও যদি একটুও আন্দাজ করতে পারতাম.....কিছু করা গেল না, কিছু করা গেল না। ওকে যে টেনে নেব সে সময়টাও পেলাম না।

শ্রীলেখা এবারও কিছু বলল না। দু'হাতে কপাল টিপে ধরেছে।

দেবাংশুর অস্বস্তিটা ফিরে এল। একটা শুঁয়োপোকা নড়ছে পাঁজরে। শ্রীলেখা কি তাকে বিশ্বাস করছে না? কী ভাবছে? তার স্বামীর মাথা থেঁতলে গেল, অথচ দেবাংশুর গায়ে একটি আঁচড়ও লাগল না, এ কী করে সম্ভব? শ্রীলেখা কি ধারণা করে নিয়েছে দেবাংশু বিপদ বুঝে আগেই সরে গিয়েছিল? হিমাদ্রির কথা না ভেবেই? সরাসরি প্রশ্ন করলে তাও জবাব দেওয়া যায়, কিন্তু এই নীরবতা তো অসহ্য।

একটু আগের আপাত সহজ পরিবেশ আবার দম চাপা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে শ্রীলেখা। দেবাংশুর ঘাড় হেঁট। সেন্টার টেবিলের এক পারে হিমাদ্রির বউ, অন্য পারে হিমাদ্রির অন্তিম মুহূর্তের সঙ্গী। ঘুরন্ত ফ্যানের নীচেও নিথর মধ্যিখানের বাতাসটুকু। শুধু একটা যেন শব্দ হচ্ছিল কোথাও। টিকটিক টিকটিক। ঘড়ির আওয়াজ? নাকি হৃৎপিণ্ডের?

কলিংবেল বাজল। উঠে দরজা খুলল শ্রীলেখা। পাপু। হাফপ্যান্ট, টিশার্ট, কাঁধে ব্যাগ। ন্যাড়া মাথায় বেশ অনেকটাই চুল গজিয়ে গেছে।

দেবাংশু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জোর করে একটা লঘুতা এনে বলল,—এই যে পাপুবাবু, তোমার ম্যাথ্‌স্ হল?

BanglaBook.org

তেমন একটা উচ্ছল হল না পাপু, হাসল একটু। বড়োদের মতো হাসি।

—তোমার এখন ক্লাস সিক্স না?

—হ্যাঁ।

—অ্যালজেব্রা আছে তো তোমাদের? পারছ?

পাপু গা মোচড়াল সামান্য। ঘাড় নাড়ল ঢক করে।

শ্রীলেখাও সমে ফিরেছে। বলল,—কচুপোড়া। শুধু তো দেখি পেন্সিল দিয়ে মাথা চুলকোয়।

—দেখবে তুমি? দেখবে? পাপু এবার ঈষৎ উত্তেজিত,—দেখবে স্যারের কাছে টেস্টে আমি কত পেয়েছি? টোয়েন্টি ফাইভে টোয়েন্টি থ্রি।

—দু'নাম্বার কিসে কাটা গেল?

—ও একটা মাইনর মিসটেক। আন্‌সার লিখতে ভুল হয়েছিল?

—এই সব ছোটো ছোটো ভুলগুলো করা এবার ছাড়ো পাপু। তুমি আর শিশু নও, একটু বোঝার চেষ্টা করো।

পাপুর মুখ পলকে ম্লান। মাথা নামিয়ে নখ খুঁটছে।

দেবাংশু তাড়াতাড়ি বলল,—ওইটুকু ভুল সকলেরই হয়। তোমার কী ভাল লাগে পাপু? অ্যালজেব্রা, না এরিথমেটিক?

পাপু নিচু গলায় বলল,—অ্যালজেব্রা।

—এরিথমেটিকে খুব প্যাঁচ, না? সুদকষা, নল চৌকাচ্চা, ইউনিটারি মেথড.....?

পাপু হেসে ফেলল,—আমার এরিথমেটিক করতেও খুব মজা লাগে।

—ভেরি গুড। অ্যালজেব্রা শব্দটা কোত্থেকে এসেছে তুমি জানো?

—না তো।

—আল্ জেবর্ নামে এক আরবি ম্যাথেমেটিশিয়ান ছিলেন। তিনিই অঙ্ক কষার এই প্রসেসটা বের করেছিলেন।

—তুমি অনেক কিছু জানো, না কাকু? বাবা বলত তুমি নাকি খুব বই পড়ো! তোমার অনেক জ্ঞান!

—বলত বুঝি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। কলেজে তুমি নাকি সারাক্ষণ বই মুখে নিয়ে থাকতে। এখনও নাকি খালি বই কিনে পয়সা ওড়াও।

—আহ্ পাপু, ও কী ভাষা! ছেলেকে মৃদু ধমক দিল শ্রীলেখা,—যাও, ফ্লাস্কে তোমার কমপ্ল্যান করা আছে, ঢেলে খেয়ে নাও।

পাপুর হাঁটাচলার ভঙ্গি অনেকটা হিমাদ্রিরই মতো। একটু দুলে দুলে চলে। মুখের আদলেও বাবার সঙ্গে খুব মিল। পিতৃমুখী ছেলেরা নাকি সুখী হয় না, প্রচুর ঝড়ঝাপটা যায় তাদের ওপর দিয়ে। দেবাংশু নিজেও পিতৃমুখী, তার নিজের জীবনও কি খুব স্বচ্ছন্দ বলা যায়? নৌকো চলছে তরতরিয়ে, তবে দিশাহীন। অবশ্য পাপুর বয়সে সে মোটামুটি নির্ভাবনাতেই ছিল। মাত্র দশ-এগারো বছর বয়সে বাবাকে হারাল পাপু, এ তো নিশ্চয়ই একটা বড়ো তুফান। বেচারা পাপু।

শ্রীলেখা ফের মোড়ায় বসেছে। একটু হেলে দেখে নিল অন্দরটা। তারপর নিচু গলায় বলল,—পাপুর কথায় কিছু মনে করবেন না। ওর কথাবার্তার ঢঙটা ওর বাবারই মতন।

দেবাংশু হেসে বলল,—খারাপ কথা তো কিছু বলিনি। বই দেখলে সত্যিই আমার হাত নিশপিশ করে।

শ্রীলেখা যেন শুনতেই পেল না। আপন মনে বলল,—ছেলেটা বাবাকে খুব মিস্ করছে।

—হিমাদ্রিও ছেলে অন্ত প্রাণ ছিল। দেবাংশু বলে ফেলল,—দেখা হলেই ছেলের গল্প। কোথায় কবে পাপু ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পা ছড়ে এসেছে.....মাছ দেখলে কী ভাবে নাক সিঁটকোয়.....চিকেন খেতে কী ভীষণ ভালোবাসে.....

—হুম্। পাপু মুখ ফুটে কিছু চাইলে সাধ্যের বাইরে গিয়েও.....

শ্রীলেখার গলা বুজে আসছে। দেবাংশুর মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, দুর্ঘটনার মুহূর্তেও পাপুর জন্যই একটা চেয়ার-টেবিল কেনার কথা বলছিল হিমাদ্রি, বাক্যটা শেষ করতে পারেনি, তার আগেই.....। জোর করে জিভে রাশ টানল দেবাংশু। শুনলে শ্রীলেখার এক্ষুনি আবার কী প্রতিক্রিয়া

BanglaBook.org

হয়! শোক ঝিমিয়ে এলেও এখনও ছড়িয়ে আছে এই ছোট্ট দু'কামরার ফ্ল্যাটের আনাচে-কানাচে। পাতলা ধোঁয়ার মতো। নতুন করে তাকে চাগিয়ে তোলার কী দরকার!

আরও মিনিট পাঁচ-দশ বসে দেবাংশু উঠে পড়ল। বাইরে এসে দেখল আকাশ লাল হয়েছে বেশ। গত সপ্তাহে পর পর দু-দিন বিকেলে কালবৈশাখী এসেছিল, বিস্তর গাছ পড়েছে শহরে। দ্বিতীয় দিন তো বাস-টাস বন্ধ হয়ে কী অবস্থা, বাড়ি ফিরতে প্রাণান্ত! আজ আবার সেরকম কিছু হবে না তো? নাহ্ তত গুমোট নেই, হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প, কেটে যাবে এ মেঘ।

হিমাদ্রিদের ফ্ল্যাট থেকে যাদবপুর বাসস্টপ অনেকটা পথ। জোরে পা চালাল দেবাংশু। যেচে পড়ে কিছু দায়িত্ব নিল ঘাড়ে, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না তো? দেবাংশু হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট ধরাল। এ কি নিছকই বন্ধুকৃত্য? দেবাংশু সেভাবে না ভাবলেও হিমাদ্রি তো তাকে বন্ধুই ভাবত, নয় কি? নাকি ভেতর থেকে উঠে আসা একটা চাপ তাকে ঠেলছিল.....?

বড়োরাস্তায় খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হল বাসের জন্য। দেবাংশু বাড়ি ফিরল রাত নটা নাগাদ।

দরজা খুলে দিয়ে মঞ্জরী আবার বসেছে টিভির সামনে। হিন্দি সিরিয়াল দেখছে। নিজের ঘরে ঢুকে শার্ট ছাড়ছিল দেবাংশু, তার মধ্যেই শুনতে পেল কী যেন বলছে মঞ্জরী। গলা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল,—আমায় ডাকছ?

টিভির আওয়াজ কমল,—দেরি হল যে?

—হল।

—তোমার ফিল্‌ম ক্লাবের শো ছিল?

—না। হিমাদ্রিদের বাড়ি গেছিলাম। পাঞ্জাবি কাঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দেবাংশু। বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল,—মিমলি কোথায়?

—মিমলিকে কী হবে?

—না, ঘরে আলো নেবানো, টিভির সামনেও নেই.....!

—বন্ধুর বাড়ি গেছে। কী সব গেট টুগেদার আছে। রাত হবে ফিরতে।

—ও।

BanglaBook.org

হালকা একটা স্নান সেরে নিল দেবাংশু। গরমকালে দু'বার স্নান তো করেই, কোনও কোনও দিন রাতে শোওয়ার আগে আর একবার। নইলে ঘুম আসতে চায় না। ঘরে ফিরে চুল আঁচড়াচ্ছে, মঞ্জরী চা নিয়ে ঢুকল। দু'হাতে দুটো কাপ। দেবাংশুর কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে বলল,—হঠাৎ আজ ওখানে গেলে যে?

—এমনি। কার্টসি ভিজিট।

—কেমন দেখলে? এখনও কান্নাকাটি চলছে?

—না, খানিকটা সামলেছে। এখন কিছুটা মেন্টাল প্রেশারে আছে। টাকাপয়সা কিছু পায়নি হাতে.....

—ওই টেনশনই শোক ভুলিয়ে দেবে। মঞ্জরী বসেছে বিছানায়। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,—তা আত্মীয়-স্বজনরা দেখভাল করছে না বউটার?

—জিজ্ঞেস করিনি। তবে বলল তো ভাই ব্যাংক-ট্যাংকে দৌড়াদৌড়ি করছে। কথা শুনে মনে হল সে বেচারা একাই.....

—তাই হয়। এক-আধজনই করে। বাকিরা দু-চার দিন আহা-উহু করে টুকুস সরে পড়ে। তোমার দাদার বেলায় তো কম দেখিনি, আত্মীয়-স্বজন সব আমার চেনা হয়ে গেছে।

সুধাংশু যখন মারা যায়, দেবাংশু তখন সবে আঠাশ, মাত্র সাত-আট মাস আগে চাকরিতে ঢুকেছে। মাথার ওপর বাবাও নেই। লিউকোমিয়া হয়েছিল সুধাংশুর, ধরা পড়েছিল বেশ অ্যাডভান্সড স্টেজে, তৃতীয় কেমো চলার সময়ে নার্সিংহোমেই শেষ। মাত্র দু আড়াই মাসেই পুঁজি খতম, ধারধোরও হয়ে গিয়েছিল বিস্তর। মঞ্জরীর অভিযোগ বর্ণে বর্ণে সত্যি। আত্মীয়রা তখন কেউই প্রায় দাঁড়ায়নি। উপদেশ বিতরণ করেই তারা খালাশ। দাদা আছে মঞ্জরীর, স্কুলে পড়ায়। দাদাকেও সেভাবে পাশে পায়নি মঞ্জরী। তুলনায় শ্রীলেখার ভাগ্য খানিকটা ভালই বলতে হবে।

মঞ্জরী আবার বলল,—তা তুমি তো আছ, তুমি একটু হেল্প করে দাও। বন্ধুর বউ বলে কথা।

চোখের কোণ দিয়ে মঞ্জরীকে ঝলক দেখল দেবাংশু। বোঝার চেষ্টা

BanglaBook.org

করল কথাটায় কোনও শ্লেষ আছে কিনা। আলগা ভাবে বলল,—হুঁ। ভাবছি। দেখি কী করা যায়।

—বউটা কোনও কম্‌পেনসেশান পাবে না?

—অফিস থেকে?

—তা কেন, ওই বাড়িটার মালিকের তো কিছু দেওয়া উচিত। একটা ফ্যামিলিকে এভাবে জলে ভাসিয়ে দিল.....

হিমাদ্রির শ্রাদ্ধের দিন ক্ষতিপূরণ নিয়ে একটা প্রসঙ্গ উঠেছিল বটে। হিমাদ্রির জাড়তুতো দাদাই তুলেছিল। তা সে ব্যাপারে কি এগিয়েছে কেউ? অন্তত শ্রীলেখা তো কিছু বলল না!

ভাবিত মুখে দেবাংশু বলল,—ভালো বলেছ তো। চেষ্টা তো একটা করাই যায়।

—আমি সব সময়ে ভালোই বলি। তোমরাই আমায় আন্ডারএস্টিমেট করো।

—এটা কি গৌরবে বহুবচন? দেবাংশু হেসে ফেলল।

মঞ্জরী হাসল না। কাপ দুটো তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে গোমড়া মুখে বলল,—আমি একটু শুচ্ছি। কপি খাবে বোলো, রুটি সেঁকব।

দেবাংশু মঞ্জরীকে দেখছিল। কেন যে আজকাল এত ঘন ঘন মুড বদলায় মঞ্জরী!

টিফিন থেকে ফিরে দেবাংশু এক আজব সমস্যায় পড়ে গেল আজ। একজন প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারী বরাবরই পেনশান তোলেন তাদের ব্রাঞ্চ থেকে। সম্প্রতি সেরিব্রাল অ্যাটাকে তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী। চেকে সই করতে পারছেন না ভদ্রলোক, পেনশানও তাই বন্ধ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে

BanglaBook.org

টিপসই-এর বন্দোবস্ত করা গেছে, কিন্তু বখেড়া বাধাচ্ছে কম্পিউটার। অজস্র ভাবে ব্যাংক অপারেশনের পদ্ধতিটাকে বদলানোর চেষ্টা চালাচ্ছে দেবাংশু, অবাধ্য গাধার মতো ঘাড় তেড়া করে আছে যন্ত্রগণক, টিপসই সে কিছুতেই মেনে নেবে না।

মিনিট চল্লিশ লড়াই চালিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল দেবাংশু। হাল ছেড়ে দিয়ে বলল,

—নাহ্, হচ্ছে না।

দেবাংশুর পাশে বসে আছে এক বছর ত্রিশ-বত্রিশের তরুণ। পেনশনার ভদ্রলোকের ছেলে। বেশ কয়েকদিন ধরেই ছেলেটা হাঁটাহাঁটি করছে ব্যাংকে, দেবাংশুর সঙ্গে খানিকটা পরিচয়ও হয়ে গেছে তার। নাম, তপন। তপন হোড়। তপন উদ্বিগ্ন মুখে বলল,—তাহলে কী হবে এখন?

—দেখি। আর একটু ভাবি। ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথা বলি। আপনি বরং পরশুদিন একবার আসুন।

—আবার পরশু করছেন কেন স্যার? আজই কথা বলুন না। তিন মাসের টাকা বাকি পড়ে আছে, খুব সমস্যা হচ্ছে। বাবার ওষুধ পথ্যি ফিজিওথেরাপি.....আর পেরে উঠছি না। আবার একদিন আসা মানে আর একদিন কামাই, এক দিনের মাইনেও কাটা যাবে।

—ছুটি নেবেন কেন? অফিস থেকেই একটু সময় করে ঘুরে যান।

—আপনাকে তো স্যার বললাম সেদিন। আমার অফিস এখানে নয়। সেই হাইড রোডে।

—ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। কী যেন নাম বলেছিলেন কোম্পানির? কী ইলেক্ট্রিকাল?

—পিকেবি ইলেক্ট্রিকালস্। কনট্র্যাক্টের চাকরি স্যার, ফিটারের কাজ করি, ছুটিছাটা নেই।.....আপনি যা যা বলছেন, সবই তো করেছি। এখন কাইন্ডলি....

দেবাংশু কপাল কুঁচকে ভাবল একটু,—এক সেকেন্ড। বসুন। দেখছি।

চেয়ার ছেড়ে ম্যানেজারের ঘরে এল দেবাংশু। ম্যানেজার কী সব ডাটা

BanglaBook.org

ঢোকাচ্ছিল কম্পিউটারে, দেবাংশু গলা খাঁকারি দিল,—চ্যাটার্জিদা, ওই পেনশান কেসটা নিয়ে কী করি বলুন তো?

—কোনটা?

—ওই যে সিগ্‌নেচারের বদলে এল-টি-আই হবে। কম্পিউটার তো অ্যাকসেপ্টই করছে না।

—আপনার কী? ম্যানেজার চেয়ার ঘোরালো,—বলে দিন হবে না।

—এখন কি আর তা বলা যায়? ছেলেটাকে বললাম গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পারমিশান করিয়ে আনুন, করে এনেছে। অফিস থেকে আপনি দাসদাকে পাঠালেন ভদ্রলোকের টিপসই নিয়ে আসার জন্যে। এখন এত কিছুর পরেও যদি এল-টি-আইতে অপারেশান না করা যায়.....

ম্যানেজার ঘাড় চুলকোল,—একটা কাজ করুন। স্বদেশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করুন। উনি মনে হয় একটা কিছু সলিউশন বার করতে পারবেন।

দেবাংশু বেরিয়ে কোণার টেবিলে এল। অ্যাকাউন্টেন্ট স্বদেশ দত্ত কথা বলছে এক বহিরাগত মধ্যবয়সিনীর সঙ্গে। বাক্যালাপ থামিয়ে শুনল সমস্যাটার কথা। তারপর ভুরু নাচিয়ে বলল,—আমি তো আগেই জানি ওটা হবে না। চ্যাটার্জিসাহেব যেদিন দাসবাবুকে পাঠালেন, সেদিনই তো আমি বলে দিয়েছিলাম গোটা পরিশ্রমটাই বেকার হবে।

—কেন, কম্পিউটারকে আমি কম্যান্ড দিচ্ছি.....!

—দুনিয়ার সর্বত্র কি কমান্ড চলে রে ভাই?.....পেনশান অ্যাকাউন্টে এক লাখ জটিলতা। একেবারে গোড়াতেই যদি দুটো অপশন্ ফিড না করা থাকে, পরে সেটা কম্পিউটারকে গেলানো শিবেরও অসাধ্য। ব্যাটার তো ব্রেন নেই, ওর মগজে তুমি প্রবলেমটা ঢোকাবে কী করে?

—ভদ্রলোকের ছেলেকে কী বলি তাহলে? আজও ফিরে যেতে বলব? এমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছে.....বেহালায় বাড়ি, হাইড রোডে অফিস, কাঁহাতক ছুটবে বেচারা?

—এখানে অ্যাকাউন্ট করেছিল কেন? পাড়ায় করলেই তো পারত।

—কে এক রিলেটিভ ছিল এই ব্রাঞ্চে, দীপক মজুমদার না কী যেন নাম,

BanglaBook.org

সেই করিয়ে দিয়েছিল।

—হুম, গভীর গাড্ডা।.....একটা রাস্তা অবশ্য আছে, কিন্তু অডিট ছ্যাঁকা দেবে।

—কী?

—ভাউচার পেমেন্ট করে দাও। তবে এল-টি-আইতে হবে না, যা হোক কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং সিগনেচার নিয়ে আসুক, আমরা সেটাকে ও.কে. করে দেব।

—কিন্তু এ তো পারমানেন্ট সলিউশন নয় দাদা। কাল আমি এই ব্রাঞ্চে থাকব না, পরশু আপনি হয়তো বদলি হয়ে যাবেন, তখন বেচারাদের কী হবে?

—সে তোমার পেনশনারটিও নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয় নয়। টাকমাথা স্বদেশ খিকখিক হাসল,—আর একটা আপ্তবাক্য শুনে রাখো ভায়া। দুনিয়ায় পারমানেন্ট সলিউশন বলে কিছু নেই, অল্ টেম্পোরারি। কোনও সমাধান তিন দিনের জন্য ভ্যালিড, কোনওটা তিরিশ বছর। কিন্তু মহাকালের হিসেবে সবই ক্ষণকাল। কী বুঝলে?

দর্শনের এই তত্ত্বটিও দেবাংশু ভালই বোঝে। মুচকি হেসে বলল,—তাহলে যেমন হোক একটা সই করিয়ে আনতেই বলি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন তো এভাবেই চলুক।

প্রস্তাব শুনে তপন বুঝি খানিকটা আশ্বস্ত হল, চোখেও গেল উজ্জ্বল মুখে। জমা ভাউচারের গাদা নিয়ে দেবাংশুও ফের কম্পিউটারে মনোযোগী। শিবু চা দিয়ে গেছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে উষ্ণ পানীয় ছোঁয়াচ্ছে ঠোঁটে।

গৌতম কাপ হতে পাশের চেয়ারে এসে বলল,—শুক্কুরবার আসছেন তো দেবাংশুদা?

—কী আছে শুক্কুরবারে ?

—ভুলে গেলেন? আমাদের র‍্যালি আছে না? রানি রাসমণি রোডে জমায়েত?.....বিকেল সাড়ে চারটেয়।

—এসব র‍্যালি-ট্যালি করে কিছু হয়? কেউ পাত্তা দেয়?

BanglaBook.org

—তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? মেনে নেব সব কিছু? বিক্ষোভে কাজ না হয় আমরা স্ট্রাইকে যাব। প্রথমে একদিন। তারপর দরকার হলে লাগাতার। ব্যাংক বন্ধ মানে বুঝছেন তো? পুরো ইকনমি ধসে যাবে।

—বুঝলাম। কিন্তু তাতেও কি সরকারি পলিসির বদল হবে কোনও?

—আপনার অ্যাটিচিউডটাই বড্ড নেগেটিভ দেবাংশুদা। কোনও ব্যাপারেই আপনার তাপ-উত্তাপ নেই। কামিং বিপদটা আপনি বুঝেও বুঝছেন না। ইনশিওরেন্সে প্রাইভেট কোম্পানি ঢুকে পড়ল, দুমদাম ন্যাশনালাইজড্ ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি হচ্ছে, ফটাফট ব্রাঞ্চ উঠিয়ে দিচ্ছে.....আপনার কি মনে হয় না এ সবই অশনিসংকেত? চোখের সামনে দেখলেন আমাদের ব্রাঞ্চ কম্পিউটারাইজড করে দু'দুজন স্টাফকে তুলে নিয়ে গেল হেড অফিস। নো রিপ্লেসমেন্ট, নাথিং।

—আহা, কম্পিউটার এলে লোকজন তো কমবেই। এ তো অবভিয়াস্। নিশ্চয়ই তোমরা কম্পিউটারাইজেশানের এগেন্স্টে নয়?

—মডার্ন টেকনোলজিকে তো মানতেই হবে, উপায় কী? গৌতম গলা ঝাড়ল। স্লোগানের ঢঙে বলল,—কিন্তু আমরা চাকরির সুযোগ সংকোচনের বিরুদ্ধে। গভর্নমেন্ট দেখাচ্ছে ব্যাংকে সাফিশিয়েন্ট প্রফিট হচ্ছে না, তা তার জন্য কি আমরা দায়ী? যাদের হাতে ব্যাংকগুলোকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, তারাই তো ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা গাপ করে বসে আছে। এখন প্রাইভেটাইজেশান মানে হরিণকে অজগরের মুখে তুলে দেওয়া। আমরা এখনও যদি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারি, ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

দেবাংশু তবু তেমন উদ্দীপিত বাধ করল না। আলগা ভাবে বলল,—কিন্তু আজকাল যে শুনি নতুন জেনারেশান মিটিং-মিছিল দেখলে বিরক্ত হয়? কিংবা হাসাহাসি করে?

—বিকজ দে আর রঙ্‌লি ফেড। প্রচার মাধ্যম ওদের মগজ ধোলাই করছে। তার বিরদ্ধেও আমাদের লড়তে হবে। গৌতমের গলায় হঠাৎই শ্লেষ, —অবশ্য আপনি তো এসব সিরিয়াস ম্যাটারগুলোকে ক্যাজুয়ালিই নেবেন।

BanglaBook.org

আপনার সংসার নেই, ছেলেপুলে নেই.....

—আরে চটছ কেন? জাস্ট ঠাট্টা করছিলাম। যাব রে বাবা, যাব। না গেলে তোমরা অফিসে টিকতে দেবে?

গৌতম উঠে যেতেই দেবাংশুর মেজাজ ঈষৎ কষটে মেরে গেল। ছাঁটাই সংকোচন বেসরকারিকরণ সব মিলিয়ে ব্যাংক ইন্‌ডাস্ট্রি যে বিপদের অভিমুখেই এগোচ্ছে, এতে তার কণামাত্র সংশয় নেই। তবে এসব আন্দোলনের ওপরেও তার ভরসা নেই বিশেষ। শুধু মিটিং মিছিল হরতালে কি লাভ হবে কোনও? বিশ্বায়নের যুগে সরকারের নীতি নির্ধারণ করা কি সরকারের হাতেই আছে পুরোপুরি? বাকি দুনিয়ার চাপ নেই? আজকের দিনে কী দ্বীপের মতো বাঁচা যায়? বাজারই এখন নির্ধারক, বাজারই প্রভু, বাজারই এখন ভগবান। খোদ চীনেই এখন মার্কেট ইকনমির রমরমা, মা-সে-তুঙের ছবিতে ধুলো জমছে, এ দেশে কি রথের চাকা উল্টোদিকে দৌড়োবে?

মাথাটা ধরছে অল্প অল্প। সিগারেট দেশলাই নিয়ে অফিসের বাইরেটায় এল দেবাংশু। সম্প্রতি ফলাও করে নো স্মোকিং-এর বোর্ড ঝুলেছে ব্যাংকে, তারপরও অফিসে দু একজন ধরায় মাঝে-মধ্যে। দেবাংশুর অস্বস্তি হয়। সিগারেটে টান দিতে দিতে অলস পায়ে চলে এল করিডোরের প্রান্তে। কাচের ওপারে জ্যৈষ্ঠের চড়া রোদ্দুর। বিকেল হয়ে এল, এখনও দিন কী উজ্জ্বল। নীচে জনবহুল রাজপথে গাড়িঘোড়ার শ্লথ আনাগোনা। টিপ যাচ্ছে টিকিয়ে টিকিয়ে। ওপারে একটা পুরোনো বাড়ি ভাঙার কাজ চলছে। নতুন বহুতল উঠবে বোধহয়। মজুরদের হাতুড়ির ঘায়ে খুদে খসে পড়ছে চাকা চাকা কংক্রিট। জায়গাটা ঘেরা রয়েছে, পথচারীদের বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই বিকেলটা ঝলসে উঠল চোখের সামনে। একটা প্রকাণ্ড চাঙড় নেমে আসছে আচমকা, রাক্ষসের মতো.....। আশ্চর্য, চাঙড়টাকে তো দেবাংশু নেমে আসতে দেখেনি, তবু কেমন যেন আপনাআপনি তৈরি হয়ে গেছে ছবিটা! মন কি কোনও দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তটাকে তার কার্যকারণের নিরিখে বানিয়ে নেয়? বলে দেয় এমনটা হয়েছিল বলেই ওরকমটা ঘটেছে? শ্রীলেখা তো ঘটনাটার ধারে কাছেও ছিল

BanglaBook.org

না। সেও কি মনে মনে কিছু ছবি তৈরি করে নিয়েছে? পরশুও একবার শ্রীলেখাদের বাড়ি গিয়েছিল। এল-আই-সির পলিসিগুলো ব্যাংক থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই খবরটা জানাতে। তখনই কথায় কথায় শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করছিল, কার্নিশ ভেঙে পড়ার আগে কোনও শব্দ হয়েছিল কিনা। হয়তো শ্রীলেখার চোখে যে ছবি ভাসছে তাতে শব্দটারও একটা বড়ো ভূমিকা আছে। অথচ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে দেবাংশু কোনও আওয়াজই পায়নি। কথাটা শোনার পরও শ্রীলেখা বিশ্বাস করল না। বলল, আপনি তাহলে খেয়াল করেননি। অর্থাৎ কল্পনা নিজের মতো করে বাস্তবকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়। একেই কি পরাবাস্তব বলে?

—একটু দেশলাইটা দিন তো।

দেবাংশু চমকে তাকাল। ডেপুটি ম্যানেজার অমল গোস্বামী।

সিগারেট জ্বালিয়ে একটু তফাতে সরে গেল অমল। মোবাইলে টকটক বোতাম টিপে নিচু গলায় ফোন সারল একটা। খুদে দুরভাষ যন্ত্রটি পকেটে চালান করে ফের এসেছে সামনে। ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—এই স্টোনটা নিলাম, বুঝলেন।

অমলের আঙুলে ইটরঙা পাথর। দেবাংশু জিজ্ঞেস করল,—গুলো?

—হ্যাঁ। অরিজিনাল। সাড়ে তিন রতির।

—আপনার তো এসব পাথর-টাথরে মতি ছিল না?

—এখনও নেই। মিসেস জোর করে পরালো। এক সপ্তাহে গাড়িটা তিনবার ঘষা খেয়েছে, তাতেই.....। ওর হাত দেখে কে নাকি বলেছে স্বামীর আরও বড়ো ফাঁড়া আসছে।

—পাথর পরলেই বিপদ কেটে যাবে?

—সায়েন্টিফিকালি তো কিছু হওয়ার কথা নয়। তবে দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, আমরা যার খবর রাখি না।.....অবশ্য আপনি তো কিছু না পরেই অত বড়ো একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচলেন।

—আমার বন্ধুর হাতে কিন্তু পাথর ছিল। সম্ভবত ওই পলাই।

—তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং। কথাটা গিন্নিকে বলতে হবে। ও অবশ্য

BanglaBook.org

পাত্তা দেবে না। বলবে, পাথরটা ঝুটা ছিল। অমল কাঁধ ঝাঁকাল,—যাক গে, এটুকু ধারণ করে থাকলে গৃহশান্তিটুকু তো বজায় থাকবে, কী বলেন? বউই তো একটা জ্যান্ত ফাঁড়া, নয় কি? হা হা হা।

নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ অমল। এলোমেলো কথা বলতে বলতে দুজন ফিরল অফিসে। দেবাংশু ফের নিজের টেবিলে, কম্পিউটারের সামনে।

কাজে ডুবতে না ডুবতেই শিবুর আবির্ভাব,—দাদা, আপনার ফোন। ম্যানেজার সাহেবের ঘরে।

এই অবেলায় কে রে বাবা? বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মঞ্জরী বা মিমলি কেউই অফিসে ফোন করে না। প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে সুরজিতের এক শালা চাকরি করে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবাংশুকে জানাবে বলেছিল সুরজিৎ। ফোনটা সুরজিতেরই কী? সুরজিৎ তো এত তাড়াতাড়ি নড়ে বসার বান্দা নয়!

রিসিভার তুলেই দেবাংশু ধাক্কা খেল। ওপারে সুতপা। যথারীতি ভার গলা। দেবাংশু নিজেকে সহজ রাখল,—কী ব্যাপার, তুমি হঠাৎ?

—দরকার আছে। তুমি একবার আসতে পারবে?

—কী হয়েছে ?

—ফোনে সব বলা যায় না। আসতে পারবে কি তুমি?

—কবে?

—কবে মানে? আজই। ওপ্রান্তে সুতপার স্বর আরও ভারী,—জরুরি প্রয়োজন না থাকলে আমি কি তোমাকে ডাকাডাকি করি?

—কোথায় থাকবে তুমি?

—ইউজুয়ালি যেখানে মিট করি। কেসি দাসের সামনে।.....সওয়া পাঁচটা নাগাদ চলে এসো, দেরি কোরো না। একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে আমার আন্‌ইজি লাগে।

হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, কিছু শোনারই ধার ধারল না সুতপা, ফোন রেখে দিয়েছে। খানিকটা হতভম্ব মুখে ম্যানেজারের চেম্বার থেকে দেবাংশু বেরিয়ে এল। এখনও কি অবলীলায় হুকুমের সুরে তার সঙ্গে কথা বলে

BanglaBook.org

সুতপা! এমন ভঙ্গিতে 'ইউজুয়ালি' শব্দটা উচ্চারণ করল, যেন ফি হপ্তায় তাদের দেখা হচ্ছে! অথচ সত্যিটা তো এই, তাদের সাক্ষাৎ হয় কালভদ্রে। সুতপাই ফোনে ডাকে, প্রতিবারই কোনও না কোনও বিশেষ দরকার থাকে সুতপার, কিন্তু দেখা হওয়ার পর ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁদুনি গেয়ে যায় শুধু। বিয়ে করে কী ভাবে সুতপার জীবন নষ্ট হয়ে গেল, এবং সে কত অসুখী.....

অথচ এই সুতপাই বিয়ের পর পর সম্পূর্ণ অন্য চেহারায় হানা দিয়েছিল। দেবাংশুর অফিসে। তখন দেবাংশু ছিল খিদিরপুর শাখায়। সেদিন সুতপার চোখে-মুখে খুশি যেন চলকে চলকে উঠছিল। দেবাংশুকে প্রায় হাইজ্যাক করে বের করে নিয়ে গেল অফিস থেকে, রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে জোর করে খাওয়াল একরাশ। আহা, বিয়ের নেমন্তন্নটা মিস করে গেছ, খাও, ভালো করে খাও। পঞ্চমুখে প্রশংসা করছিল বরের। প্রদীপ্তর মতো উদার হাজব্যান্ড খুব কম হয়, বুঝলে! কী দারুণ জলি! কী অদ্ভুত রকমের ব্যালান্সড্! প্রখর রসিকতাবোধ আছে। সব চেয়ে বড়ো কথা, সুতপাকে সে ভালোবাসতে জানে।

মোদ্দা কথা, দেবাংশুকে সেদিন জ্বালাতে এসেছিল সুতপা। প্রতিশোধ নেওয়ার নেশায় বুঝি ছটফট করছিল। বোঝাতে চাইছিল, দেবাংশুর প্রত্যাখানে তার কিছুই যায় আসে না, সে এখন পরিপূর্ণ সুখী, বরং দেবাংশুই যেন তাকে বিয়ে না করে বাঁচিয়ে দিয়েছে। দেবাংশু কি সেদিন আহত হয়েছিল খুব? নাকি ভেতরে ভেতরে অন্য এক চাপে সে এতই জর্জরিত ছিল, যে কোনও প্রতিক্রিয়াই হয়নি তার? উহুঁ, কোনওটাই পুরোপুরি ঠিক নয়, আবার দুটোই সত্যি। খারাপ তো তার লেগেইছিল, তবে যন্ত্রণায় সে আকুল হয়নি মোটেও।

তার পরেও বার দু'তিন ফোন করেছিল সুতপা। অফিসেই। আহ্বান জানাত, এসো আমার ঘর-সংসার দেখে যাও! প্রদীপ্তকে তোমার গল্প বলেছি, আই মিন ও জানে তুমি আমার বন্ধু, ও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

সুতপার এই ছেলেমানুষিটাকেও দেবাংশু আমল দেয়নি। এড়িয়ে গেছে, ধানাইপানাই করে কাটিয়েছে। তারপর তো ছিঁড়েই গেল সুতোটা। মাসতুতো

BanglaBook.org

বোন বিশাখার বন্ধু ছিল সুতপা, বিশাখার মুখেই খবর পেয়েছিল সুতপার বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে, দিব্যি আমোদেই কাটছে তার দিন।

দেবাংশুর স্মৃতি থেকে সুতপা আবছা হয়ে আসছিল ক্রমশ। এক-আধটা নির্জন রাতে মনে পড়ে যেত ক্বচিৎ কখনও। ছোটোখাটো কোনও ঘটনা, তুচ্ছ মান-অভিমান, অতি হাস্যকর কোনও তর্কাতর্কি.....। আশ্চর্য, যেগুলো মানুষ সহজেই ভুলে যেতে পারে, সেগুলোই যে কেন মগজে জমা থাকে?

বছর দেড়েক আগে ফের সুতপার সঙ্গে যোগাযোগ। নাটুকে ভাষায় বলতে গেলে দেবাংশুর জীবনমঞ্চে সুতপার প্রত্যাবর্তন। এই সুতপা অনেকটা নুয়ে পড়া, ক্ষয়ে যাওয়া এক জীর্ণ মানবী। প্রদীপ্ত সম্পর্কে তার এখন শতেক অভিযোগ। প্রদীপ্ত নাকি দু'মুখো মানুষ। বড়ো বড়ো বুকনি মারে, অথচ নাকি প্রচণ্ড অসৎ। পঞ্চ'ম'-কারের প্রায় সব দোষই তার পুরো মাত্রায় আছে। মদ খেয়ে এসে মাঝে-মধ্যে সুতপাকে পেটায় পর্যন্ত। ভাগ্যিস চেষ্টা চরিত্র করে এক আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল, তাই সুতপার পায়ের নীচে সামান্য হলেও মাটি আছে। তবে ওই গুণধর বাপের সংস্পর্শে ছেলে দুটো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সুতপা এখন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

এখনও একই গল্প শুনতে হয় বার বার। কখনও ফোনে, কখনও সামনাসামনি। দেবাংশু মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করে, তবু কেন যে মুখ ফুটে না বলতে পারে না?

চেয়ারে ফিরে কপালের রগদুটো টিপে বসে রইল দেবাংশু। পরশু ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা নিয়ে শ্রীলেখার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। শ্রীলেখার পক্ষে তো থানাপুলিশ কোর্টকাছারি করা এখন সম্ভব নয়, ছোটাছুটি যদি করতেই হয় দেবাংশুকেই কোমর বেঁধে নামতে হবে। জীবনবীমার কাগজপত্র নড়াচড়া করেছে জেনে তার ওপর বুঝি খানিকটা ভরসাও করতে শুরু করেছে শ্রীলেখা। তার আস্থাকে মর্যাদা দিতে দেবাংশু কাল গিয়েছিল পার্ক স্ট্রিট থানায়। দুর্ঘটনার কেসটা দেখছে সেকেন্ড অফিসার, লোকটা ছুটিতে ছিল, আজ তার জয়েন করার কথা। দেবাংশুর ইচ্ছে ছিল আজও একবার ঢুঁ মারবে থানায়, কিন্তু আচমকা সুতপার এই তলব.....!

BanglaBook.org

দেবাংশুর হাসি পেয়ে গেল হঠাৎ। কী বিচিত্র জীবন তার! অন্যের দুর্ভাগ্য সেই কবে থেকে তাকে কুকুরতাড়া করে বেড়াচ্ছে। মঞ্জরীর দুর্ভাগ্যে তার দায় নয়, দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্বের তাড়নায় সুতপাকে মুছে ফেলেছিল একদিন। এখন সেই সুতপাই তার নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে দেবাংশুকে ধাওয়া করেছে। আর শ্রীলেখা? তার ভাঙা কপালের জন্যও দেবাংশুর একটা পরোক্ষ দায় তো রয়েই যায়। তবে কি নতুন করে আর এক দৌড় শুরু হল তার? শ্রীলেখার কাজটাই কি বেশি জরুরি মনে হচ্ছে না এখন?

থাক, থানা পুলিশ নয় আজ তোলাই থাক। আজ সন্ধেটা নয় সুতপার দুঃখের কাহিনি শুনেই কাটুক।

—তুমি কি ভুল করেও একদিন আমার খবর নিতে পারো না দেবাংশু? অফিসে একটা ফোন তো করতে পারো।

দেবাংশু রা কাড়ল না। এক মনে সেলোফেন ছিঁড়ছে সদ্য কেনা সিগারেট প্যাকেটের।

—আমি কিন্তু সব সময়ে তোমার খোঁজ রাখি। তুমি যে মরতে মরতে বেঁচে গেলে....

—সে তো কাগজেই বেরিয়েছিল। দেবাংশু নির্বিকার ভাবে বলল,—ছবিও ছিল ফ্রন্ট পেজে।

—তোমার ছবি ছিল না। ছিল বাড়িটার। তাছাড়া আমি অ্যাক্সিডেন্টের খবর খুঁটিয়ে পড়ি না।

—তাহলে জেনেছ কোথ্‌থেকে? বিশাখা?

—তা শুনে তোমার কী হবে?....উফ্‌, খবরটা পেয়ে আমার যা বুক ঢিপঢিপ করছিল! সঙ্গে সঙ্গে তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম। পাইনি।

BanglaBook.org

ছুটিতে ছিলে।

—বাড়িতে করতে পারতে।

—তুমি তো ভালো মতোই জানো আমি তোমার বাড়িতে কখনো ফোন করি না।

—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। রেস্টুরেন্টের অ্যাশট্রেতে সেলোফেন পেপার গুঁজল দেবাংশু। সিগারেট বার করে প্যাকেটে ঠুকল,—বউদি কিছুই মাইন্ড করবে না। শি ইজ নট দ্যাট সিলি।

—কৌতূহল থাকতে পারে। সুতপা মুখ বেঁকাল,—এতকাল পর তোমাকে আবার খোঁজাটা তার পছন্দ নাও হতে পারে। ভাবতে পারে শাঁকচুন্নিটা আবার বুঝি তার দেওরের ঘাড়ে এসে বসল।

কথাটা খুব একটা ভুল বলেনি সুতপা। এমনটা মঞ্জরী ভাবতেই পারে। তবু সুতপার মুখ থেকে এ ধরনের মন্তব্য মোটেই ভালো লাগে না দেবাংশুর। মঞ্জরীর ওপর সুতপার ঈর্ষা আছে, দেবাংশু জানে। মঞ্জরী-মিমলির কথা ভেবেই যে সুতপাকে বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি এ তো আর মিথ্যে নয়।

দেবাংশু প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইলে,—ছাড়ো ওসব। বলো কী নেবে? কফি, না চা?

—কফিই বলো।

—সঙ্গে?

—নাও যা হোক কিছু। লাইট। আমার তেমন খিদে নেই।

কফি-পকোড়ার অর্ডার দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল দেবাংশু। আলগোছে চোখ বোলাল আশপাশে। তেমন একটা ঝাঁচকচকে নয়, রেস্টুরেন্টটা, তবে এটাই সুতপার পছন্দ। বেশির ভাগ টেবিলেই অফিসফেরতা নারী পুরুষ, তাদের মিলিত স্বর গুঞ্জন তুলেছে মলিন দেড়তলাটায়। খাবারের ঘ্রাণ ম-ম করছে। বড্ড তাপ এখানে, পাখার হাওয়া গায়ে লাগে না। কেন যে সুতপা একান্তে কথা বলার জন্য এমন একটা ঝাঁঝাঁল কলরবমুখর ভ্যাদভেদে পরিবেশ বেছে নেয়?

গলা ঝেড়ে সুতপায় ফিরল দেবাংশু,—হ্যাঁ, তারপর বলো।

BanglaBook.org

—কী বলব?

—হঠাৎ জরুরি এত্তেলা?

সুতপা একটুক্ষণ নীরব। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল,—যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হল।

—কী?

—প্রদীপ্ত অফিসে ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। সাসপেন্ডও হয়েছে চাকরি থেকে।

—সে কী! কবে?

—এই তো লাস্ট ফ্রাইডে। একটা স্কুলবিল্ডিং বানানোর জন্য গভর্নমেন্টের গ্রান্ট এসেছিল, কাজটা পি-ডব্লু-ডির করার কথা। স্কুল কমিটিকে লেজে খেলাচ্ছিল প্রদীপ্ত। সাইট ইন্সপেকশানে পর্যন্ত যায়নি। আজ নয় কাল নয় করে কাটাচ্ছিল। প্রদীপ্তর ধান্দা টের পেয়ে স্কুল কমিটি ট্র্যাপ করেছিল প্রদীপ্তকে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা নজরানা হাতে নিয়ে ভিজিলেন্সের খপ্পরে পড়ে গেল। একেবারে অন্ দ্য স্পট। সুতপার শ্যামলা মুখখানা থমথম করছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—অ্যারেস্ট পর্যন্ত হয়েছিল, জানো? পরদিন বারাসত কোর্টে গিয়ে উকিল ধরে জামিন করাতে হয়েছে। কী লজ্জার কথা ভাবো তো!

দেবাংশু স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অস্ফুটে বলল,—ধরা পড়ে গেল?

—পড়ল না, ধরিয়ে দেওয়া হল।.....আমি জানতাম এরকমই হবে। পই পই করে বারণ করেছি, বাড়াবাড়ি কোরো না, বাড়াবাড়ি কোরো না.....ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, সর্বনাশ একটা ঘটবেই। হুঁহ, কথা কানে তুললে তো! উল্টে আমার ওপর চোটপাট। বেশি সতীপনা দেখিয়ো না, আমার ব্যাপার আমি বুঝব! উপরির টাকায় মদ খাওয়া, ফুর্তি মারা, সব এবার বেরিয়ে গেল।

—প্রদীপ্তবাবুর এখন রিঅ্যাকশন কী? রিপেন্টেড?

—এসব মানুষের কি অনুতাপ হয়? কে জানে! তবে ভেঙে পড়েছে। অফিস বেরোনোর সময়েও তো দেখলাম মুখ আমসি করে শুয়ে আছে

BanglaBook.org

বিছানায়। সুতপা হঠাৎই গলা নামাল,—তুমি যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে কথাটা বোলো না। বিশাখা-টিশাখা কাউকে নয়।.....কপাল ভাল, ঘটনাটা প্রপার কলকাতায় হয়নি। তাহলে আর দেখতে হত না। আমায় গলায় দড়ি দিতে হত।

সন্দেহ নেই পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো। তবে একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেল দেবাংশুর মাথায়। প্রদীপ্তকে তো ভয়ংকর ঘৃণা করে সুতপা, তার চুরিচামারি সমর্থন করে না, বরং উল্টে ওরকম দুশ্চরিত্র স্বামীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। অথচ সেই প্রদীপ্তরই জামিনের জন্য সুতপা বারাসত ছুটেছিল! মিলছে না, হিসেব মিলছে না। সম্পর্কের হিসেব বড্ড জটিল। ডেবিট ক্রেডিটে সারাক্ষণই ফাঁক থেকে যায়। মঞ্জরীকে দিয়েই দেবাংশু বেশ বুঝতে পারে সেটা। অথবা মঞ্জরীকে না বোঝার মধ্যে দিয়ে। দাদা মারা যাওয়ার পর পর মঞ্জরীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা যেরকম ছিল, সেরকম আর রইল কি?

কফি-পকোড়া এসে গেছে। প্লেটে হাত ছোঁওয়াল না সুতপা, টেনেছে কফির কাপ। মৃদু গলায়, প্রায় স্বগতোক্তির মতো করে বলল,—আমি যে এখন কী করি!

দেবাংশু সিগারেট নেবাল,—কী করতে চাও?

—ভাবছি। ভেবেই চলেছি।.....একবার মনে হচ্ছে যা হয় হবে, বিল্টু-ছলটুকে বগলদাবা করে চলে আসি বাপের বাড়িতে। দাদাভাই তো অনেকদিন ধরেই বলছে, কেন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিস, বেরিয়ে আয়, কেস কর, ডিভোর্স নে.....। আবার ভাবছি, ছেলে দুটোর ভবিষ্যতের কী হবে!

—মানে?

—কত কাঠখড় পুড়িয়ে অত নামী স্কুলে ভর্তি করিয়েছি, এখন দুম করে কেষ্টপুর চলে গেলে ওদের তো পড়াশুনোর দফারফা। ছলটুকে বাদই দাও, ছ'বছরের ছেলের পক্ষে তো অসম্ভব। সবে সিক্সে ওঠা বিল্টুও কি এতটা রাস্তা রোজ যাতায়াত করতে পারবে? ওদের স্কুলবাসও তো ওদিকে যায় না। .....গাড়িতে পাঠানোর মতো তো রোজগার নেই আমার।

—সে তো ওদিকেও কত ভাল স্কুল আছে।

BanglaBook.org

—সে সব জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া অত সোজা? মোটা ডোনেশান লাগবে। তাতেও ছোটটার মিলতে পারে, বড়টার তো নেক্সট টু ইমপসিবল্। জেদের বশে যেমন তেমন জায়গায় নয় ছেলেদের ভর্তি করে দিলাম, ওরা হয়তো সেভাবে শাইন করতে পারল না, তখন তো দুই ছেলেই আমাকে দুষবে। বলবে, তোমাদের ঝগড়ায় আমাদের তোমরা উলুখাগড়া করলে? কী জবাব দেব তখন?

দেবাংশুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—তুমি তো অনেক দূর ভেবে ফেলেছ?

—কাছেরটাও ভাবছি। মাতলামি করুক, চড়চাপড় মারুক, তবু প্রদীপ্ত সংসারে টাকা-পয়সা তো দেয়। বাচ্চাদের পড়াশুনো মানে এখন হাড়ির খোরাক, সেটা তো জোগায়। দাদার কাছে গিয়ে থাকতে হয়তো পারব, কিন্তু হাত তো পাততে পারব না। তারও ঘর-সংসার আছে, বউ-বাচ্চা আছে.....। আর আমার মাইনে কত সে তো তুমি জানোই। নামে আট হাজার, কেটেকুটে সাড়ে ছয়ের বেশি হাতে পাই না। তাও কবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই। গভর্নমেন্ট ভরতুকি দিয়ে দিয়ে আর বেশি দিন চালাবে বলে মনে হয় না। হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলবে, যাও চরে খাও। তখন? তখন কী করব?

এবার দেবাংশুর যেন একটু মজাই লাগল। এদিকে স্বামীকে ছাড়ার জন্য ছটফট করছে, ওদিকে স্বামীর দেওয়া সুখসুবিধেগুলো ষোলো আনা বজায় থাকা চাই! তার জন্য অজুহাতগুলোও ভালই খাড়া করতে পারে সুতপা।

পকোড়া চিবোতে চিবোতে আড়চোখে সুতপাকে দেখল দেবাংশু,—কিন্তু প্রদীপ্তবাবুর চাকরিও যে এখন আনসার্টেন হয়ে গেল?

—সেটাও তো চিন্তা করছি। অবশ্য এখনও মাইনে পাবে। পুরো হয়তা নয়, অর্ধেক তো বটে। কী সব যেন নিয়ম-কানুন আছে। একটা টাইমের মধ্যে চার্জশিট ফ্রেম না করতে পারলে টাকাটা আরও বেড়ে যাবে। আর পানিশমেন্ট মানে যে চাকরি চলে যাওয়া, তাও তো নয়। হয়তো ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হবে, হয়তো ডিমোশান হবে।

BanglaBook.org

—তার মানে প্রদীপ্তবাবু নিরন্ন দশায় পড়বেন, এতটা বিপন্ন তিনি হননি?

সুতপা ভুরু কুঁচকোল,—তুমি কী বলতে চাও বলো তো?

—জাস্ট সিচুয়েশান অ্যাসেস করছিলাম। দেবাংশু আর একটা পকোড়া মুখে পুরল,—তাহলে তো ডিভোর্সটা করেই ফেলতে পারো। ছেলেদের মেনটেনেন্সের জন্য টাকা ক্লেম করবে।

—ওকে ছেড়ে দিলে ওর টাকা ছোঁব আমি? মরে গেলেও না।

—এখন তো নিচ্ছ?

—সে একসঙ্গে আছি বলে। ওটা সংসার করার সার্ভিস চার্জ।

—তাহলে তুমি চাইছটা কী?

—কী যে চাইছি! দু'দিকে মাথা দোলালো সুতপা। ফোঁস করে আবার একটা শ্বাস ফেলল,—জানি না।

—হুম্। গভীর সমস্যা।

—বলো নরক যন্ত্রণা। দগ্ধে দগ্ধে মরছি।

—একটা কথা বলব? দেবাংশু সামান্য ইতস্তত করল,—বলি কি, চোখ-কান বুজে থেকেই যাও।

—তুমি তো সারমন্ ঝেড়েই খালাস। সুতপা ঝেঁঝে উঠল,—দায়িত্ব ঘাড়ে তুলতে না হলে অনেক বড় বড় বাক্যি মারা যায়। কাপুরুষ কোথাকার।

এই নিয়ে বোধহয় বার আষ্টেক বিশেষণটা প্রয়োগ করল সুতপা। প্রথম বার বলেছিল গঙ্গার পাড়ে, বেঞ্চিতে বসে। এখনও সন্ধেটাকে আবছা আবছা দেখতে পায় দেবাংশু। সামনে এক বড়সড় জাহাজ, কোনও অচিন দেশের। কালচে নদীতে প্রতিফলিত হচ্ছিল জাহাজের আলো, ঝিকমিক করছিল জল। চোদ্দ বছর আগের কথা? না চোদ্দ যুগ?

দেবাংশু অনুনয়ের সুরে বলেছিল,—তুমি আমায় একটু ফিল্ করার চেষ্টা করো প্লিজ।

সুতপার গলায় অভিমানের সুর,—আমি বুঝতে পারছি না তোমার অসুবিধেটা কোথায়! আমি নিশ্চয়ই বিয়ের পর তোমার বউদিকে বাড়ি থেকে

BanglaBook.org

বের করে দেব না। তোমার ভাইঝির গলা টিপে ধরব না! তোমার মার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করব না!

—আমি কি তাই বলেছি?

—তাহলে?

কারণটা দেবাংশু কিছুতেই খুলে বলতে পারেনি। মাত্র চার বছর আগে বিয়ে হওয়া মঞ্জরী তখন সদ্য বিধবা, তার চোখের সামনে সে একটা সুখী সুখী দাম্পত্যজীবন যাপন করছে, এই চিন্তাটাই তার কাছে উৎকট ঠেকছিল। মনে হচ্ছিল এ এক ধরনের নির্যাতন। তাছাড়া তখন মাত্র কয়েক দিনেই স্পষ্ট হয়ে গেছে মঞ্জরী তার কাছে নির্ভরতা চাইছে। মা'ও বার বার বলত, তোর বউদিকে আর মিমলিকে তুই কখনও ফেলে দিস না দেবু.....। সুতপা হয়তো সব কিছু মেনেই ঘরে আসবে, কিন্তু পরে যদি ছবিটা বদলে যায়? সুতপা যদি তাকে শিখতে বাধ্য করে সে একটা ভার বইছে? তাও যদি না হয়, মঞ্জরীর তো মনে হতে পারে সে দেবাংশুর সংসারে আশ্রিতা? অনিচ্ছাকৃত ছোটো ছোটো ভুলকেও তখন হয়তো অন্য চোখে দেখবে মঞ্জরী! আর শুধুমাত্র সেই কারণেই কি দেবাংশুকে কাঁটা হয়ে থাকতে হবে না আজীবন? মঞ্জরী নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আলাদা থাকলেও তখন কি মনে হবে না আমিই তাকে ঝেড়ে ফেললাম? অর্থাৎ পাল্লা সমসময়ে উল্টোদিকে হেলিয়ে রাখতে হবে, কৃত্রিমতার আবরণে মুড়তে হবে নিজেকে। সুতপাও কি তা সহ্য করবে? সুতপাকেও কি তখন ঠকানো হবে না?

আর একটা আশংকাও তখন খুব পীড়িত করত দেবাংশুকে। দাদাটা তার দিব্যি ছিল, হাসিখুশি প্রাণবন্ত, বউ-এর পিছনে লাগছে, মিমলিকে নিয়ে লোফালুফি করছে, ছুটির দিনে পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে নেমে পড়ছে ক্রিকেট খেলতে.....সেই মানুষ দ্যাখ না দ্যাখ দুনিয়া থেকে হাওয়া? দেবাংশুও তো তাহলে মরে যেতে পারে যে কোনও দিন? হয়তো তারও দেহে বাসা বেঁধে আছে কোনও মারণ অসুখ, হানা দেবে আচমকা, তাকে মুছে ফেলবে? মাথা ধরলেই তখন মনে হত ব্রেনটিউমার! একটু দুর্বল লাগলেই ভয় হত রক্তে শ্বেতকণিকা বেড়ে যাচ্ছে না তো! লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েওছে ডাক্তারের

BanglaBook.org

কাছে, পরীক্ষা করিয়েছে নানা রকম। কোনও বিপদসংকেত থাকলে সে নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

এই ধরনের ভয় হয়তো একেবারেই যুক্তিহীন। এমন মৃত্যুচিন্তারও কোনও অর্থ হয় না। দেবাংশু কি জীবনে ওই প্রথম মৃত্যু দেখল? কোনও নিকটজনের? নাকি সে কখনও কাউকে অকালে মারা যেতে দেখেনি? তবু সুধাংশুর মৃত্যুটা তার কাছে ছিল একদম অন্যরকম। বয়সে মাত্র বছর চারেকের তফাত, প্রায় পিঠোপিঠিই বলা যায়, একসঙ্গে তারা বড়ো হয়েছে, খেলছে, মারপিট করছে, বিয়ের আগেও সুধাংশু তার সঙ্গে একই খাটে শুত, দুজনে একসঙ্গে আড্ডা মারত, তর্ক করত.....এত নৈকট্যই বুঝি তখন বুনে দিয়েছিল আতংকের জাল। মঞ্জরীকে তো সে তখন দেখছে, সুতপাকেও অমন এক দশার দিকে সে ঠেলে দেয় কী করে!

এত সব ভাবনা যে খুব সুসংবদ্ধ ভাবে দেবাংশুর মাথায় এসেছিল তা হয়তো নয়। শুধু কে একজন তার ভেতরে বিনবিন করছিল, এগিয়ো না, এগিয়ো না.....

সেদিন নদীর ধারে সুতপা তাকে নরম ভাবেই বলেছিল,—বুঝতে পারছি তুমি ভীষণ আপসেট্ হয়ে আছ। আমি তোমাকে তাড়া দিচ্ছি না। আর একটু থিতু হও, তারপর না হয়.....

দেবাংশু বলেছিল,—আমি তোমাকে কোনও কথা দিতে পারছি না সুতপা।

—তাহলে আমাদের অ্যাদ্দিনের সম্পর্কটা.....?

—সুতপা প্লিজ.....

সুতপা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছিল দেবাংশুর হাত। চোখ দুটোকে সার্চলাইট করে আধো অন্ধকারে দেখছিল দেবাংশুকে। তারপর হঠাৎই হিসহিস করে উঠেছিল,—তুমি একটা কাপুরুষ। মেরুদণ্ডহীন। থাকো তুমি তোমার বউদিকে নিয়ে, কক্ষনো আর আমার সঙ্গে কানেকশান রাখার চেষ্টা করবে না। নেভার।

সেই সুতপা আজও বসে আছে মুখোমুখি। বিমর্ষ। মলিন। চল্লিশ ছুঁইছুঁই

BanglaBook.org

সুতপার কমনীয়তা অনেকটাই ঝরে গেছে, লালিত্যহীন মুখে ছায়া নামছে বয়সের। চোখ দুটোও কি একই ভাবে জ্বলছে?

দেবাংশু বুঝতে পারছিল না। কৌতুকের স্বরে বলল,—তুমি এখন কী করতে বলো আমাকে? হাউ ক্যান আই হেল্‌প ইউ?

সুতপা চুপ।

—তোমাকে দুটো বাচ্চাসুদ্ধ ইলোপ করব?

—হুঁহ্‌, সে মুরোদ যদি থাকত! বলেই একটু হাসল সুতপা,—আমি মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি করছ ঠাট্টা।

—থার্ড অলটারনেটিভটাও তোমার মনোমত হল না।

উত্তর না দিয়ে ঘড়ি দেখছে সুতপা।

দেবাংশু ফের জিজ্ঞেস করল,—তোমার আজ কী জরুরি দরকার ছিল সেটা তো বললে না?

উঠে দাঁড়াল সুতপা। স্তিমিত স্বরে বলল,—ও তুমি বুঝবে না।..... চলো।

বাড়ি ফিরেও সুতপার কথাই ভাবছিল দেবাংশু। শুয়ে শুয়ে। ঘর অন্ধকার করে। সুতপা কী চায় এখন? কেন ডাকে হঠাৎ হঠাৎ? কথা শুনে মনে হয় দেবাংশুর কাছে আর কোনও প্রত্যাশা নেই। তবে কেন এসে নিজের নিরানন্দ জীবনটাকে মেলে ধরে এভাবে? এও কি এক ধরনের প্রতিশোধ? স্মরণ করিয়ে দেওয়া, আমার অসুখী হওয়ার মূলে তুমিই? নাকি আশা করে দেবাংশুই যেচে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে? আশ্চর্য, দেবাংশুর মুখ থেকেও তো তেমন কোনও আশ্বাসবাণী বেরোয় না? কেন যে বেরোয় না? তবে কি দেবাংশু.....?

ঘরে আলো জ্বেলে উঠেছে। সুইচবোর্ডের সামনে মিমলি।

—কী গো, শুয়ে পড়লে কেন?

—মাথাটা সেই দুপুর থেকে খুব ধরেছে রে। ছাড়ছে না।

—ওষুধ খেয়েছ কিছু?

—নাহ্‌।

BanglaBook.org

—খাবে? দেব?

—দুৎ, কাঁহাতক পেনকিলার খাওয়া যায়!

—আমার কাছে বাম আছে, লাগিয়ে দিতে পারি!

—তুই আজকাল আলাদা করে বাম রাখিস নাকি?

—থাকে একটা। মাইগ্রেন হয় যে মাঝে মাঝে।

—বাহ্, তাহলে বংশের অসুখটা পেয়ে গেছিস!

কাঁধ ঝাঁকাল মিমলি। ঘরে গিয়ে নিয়ে এসেছে চ্যাপ্টা মতন কৌটোটা। বিছানার ধারটিতে বসল। বলল,—চোখ বোজো।

জেলির মতো বস্তু দেবাংশুর কপালে আলতো লেপে দিল মিমলি। মেন্থল আছে ওষুধটায়, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কপালটা, জ্বালাও করছে অল্প অল্প। নিপুণ সেবিকার মতো কপালের দু'পাশে আঙুলের চাপ দিল মিমলি, আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিপছে কপাল, চুল মুঠো করে ধরছে, ছাড়ছে।

চোখ বুজে দেবাংশু বলল,—বাহ্, দারুণ ম্যাসাজ শিখেছিস তো!

—কেন, আগে বুঝি তোমায় খারাপ ভাবে ম্যাসাজ করতাম?

—তা নয়, হাত পাকছে।

—ঠিক আছে, চুপটি করে শুয়ে থাকো।

—তোর মা এত কী রাঁধছে রে? দেবাংশু নাক টানল,—সারা বাড়ি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে?

—পোলাও।

—হঠাৎ পোলাও? এই গরমে?

—মাংসও হচ্ছে। সঙ্গে পায়েস।

—আরে কৌন খুশিমে ভাই?

—বাহ্, আজকের দিনটা ভুলে গেছ? আজ তেসরা জুন না? বাবার জন্মদিন।

তাই তো। বটেই তো। দেবাংশু ঝট করে চোখ খুলল। দাদা থাকতে দিনটা যত না আমল পেত, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে দাদা মারা যাওয়ার পর। মৃত্যুদিনে শুধু মালা আর ধূপ, কিন্তু তেসরা জুন

BanglaBook.org

পালিত হয় রীতিমতো ঘটা করে। মা ফোঁচ ফোঁচ কাঁদত, আবার দাদা যা যা খেতে ভালবাসত বসে বসে রাঁধত সারাদিন। মা গেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর, তার পর থেকে আড়ম্বর যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মঞ্জরী। দাদার স্মৃতি এ বাড়িতে যে অনেক ম্লান এখন মঞ্জরী বোধহয় তা মানতে চায় না। কিংবা মেনে নেওয়াটা যাতে নিজেও টের না পায় তাই এই আয়োজন!

সে যাই হোক, দেবাংশু ভুলে মেরে দিল কী করে? হিমাদ্রি কি গুলিয়ে দিল? অথবা হিমাদ্রিকে উপলক্ষ করে শ্রীলেখা? আজ সকালেও তো প্রথম ঘুম ভেঙে মনে পড়েছে থানায় যাওয়ার কথা। মঞ্জরীই বা কী, তাকে একবার স্মরণ করিয়ে দিতে পারত? পরখ করছিল দেবাংশুকে?

আফশোসের সুরে দেবাংশু বলল,—ইশ, একদম খেয়াল ছিল না, আমি তাহলে বাজারটা করে দিয়ে যেতে পারতাম।

—তাতে কী আছে, মা তো এনেছে।

—ফুল দেওয়া হয়েছে দাদার ছবিতে?

—হ্যাঁ। আমি তো মালা পরিয়ে দিলাম। মা তো হাত পায় না, মোড়ায় উঠে লগবগ করে।

উঠে বসল দেবাংশু। চোখ পিটপিট করে বলল,—হ্যাঁ রে মিমলি, তোর বাবাকে মনে পড়ে?

—উঁহু। মিমলি দু'দিকে মাথা নাড়ল,—সেই কোন ছোটোবেলার কথা....

—পাকা বুড়ির মতন ডায়ালগ ছাড়ছিস, অ্যাঁ? এখন বুঝি খুব বড়ো হয়ে গেছিস?

—অফকোর্স। নেক্সট ইয়ার ইলেকশানে আমি ভোট দেব।

—সত্যি.....ভাবা যায় না! সেদিনের গেঁড়ি তুই, নাক দিয়ে শিকনি গড়াত.....দেখতে দেখতে তুই অ্যাডাল্ট হয়ে গেলি!

—আয়নায় নিজেকে দ্যাখো, তাহলেই বুঝবে কতগুলো বছর গেছে।

—বুড়ো হয়ে গেলাম বলছিস?

চোখ ছোট করে মিমলি জরিপ করল দেবাংশুকে,—বুড়ো ঠিক নয়, তবে আধবুড়ো। জুলপি পেকেছে, গোঁফ সাদা সাদা, একটা-দুটো চুলও.....

BanglaBook.org

আই মিন, ইউ আর হেডিং ফরোয়ার্ড।

—মানে?

—মানে ইউ আর রানিং উইথ ইওর লাইফ। অ্যান্ড ইট প্রুভস ইউ আর অ্যালাইভ। বাড়ছ, বাড়ছ, বেড়েই চলেছ।.....যেমন ধরো আমার বাবা.....তার কি বয়স বাড়বে আর? নো চান্স। চিরটাকাল ওই ছবির বয়সটাতেই বাবা আটকে থাকবে। কেন? কারণ বাবা বেঁচে নেই।.....অর্থাৎ, মরে যাওয়া আর বেঁচে থাকার মধ্যে একটা মেন ডিফারেন্স হল.....মানুষের বয়সটা ফ্রিজ করে যাওয়া।

—বাহ্, তুই তো আজকাল হেভি ফিলজফিকাল কথাবার্তা বলছিস!

—আমি তো দর্শন নিয়েই পড়াশুনো করব।

—সে কি রে? সায়েন্স ছেড়ে দিবি?

—পোষাচ্ছে না গো কাকামণি। ম্যাথস্‌টা যা বোর করছে।

—জানিস তো দাদার তোকে কী বানানোর ইচ্ছে ছিল?

—কী?

—অ্যাস্ট্রোনট। সাঁ করে স্পেসে চলে যাবি। চাঁদে গিয়ে হাঁটবি, মঙ্গলে গিয়ে নাচবি.....

—ওরেব্বাস, আমি ওতে নেই। শেষে কল্পনা চাওলার মতো ফুস হয়ে যাই আর কি। বিচিত্র মুখভঙ্গি করল মিমলি। ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলল, —আমার অত ব্রেন নেই, আমার ফিলজফিই ভাল।

—কী করবি ফিলজফি পড়ে? মন্ত্রীরাই তো বলছে দর্শন এখন ডেড সাবজেক্ট। আমেরিকার কত ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি থেকে ফিলজফির পোস্ট উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তুই জানিস? পড়বি পড়, সঙ্গে সঙ্গে ফিউচারটাও তো ভাববি।

—আমার এত ভাবাভাবি পোষায় না কাকামণি। ফিউচার-পাস্ট কোনও কিছু নিয়েই আমার মাথাব্যথা নেই। যো হোগা, সো হোগা। আই বিলিভ ইন প্রেজেন্ট। কী যেন বলে.....ঘটমান বর্তমান। জাস্ট সেইল উইথ দা টাইম। আমার মটোটা ভাল নয়, বলো?

BanglaBook.org

সময়ের নদীতে নৌকো ভাসিয়ে রাখা কি অত সোজা? কত চোরা টান থাকে, কত ঘূর্ণি আসে, জোয়ারে এগোলে ভাটায় পিছিয়ে যেতে হয়, পালের হাওয়াও ঘুরে যায় বার বার।

আহারে, মিমলি যেন এ সবে না পড়ে কখনও।

মিমলির গালে টোকা দিল দেবাংশু,—অনেক বকেছিস, চট করে এবার একটু পায়েস নিয়ে আয় তো। টেস্ট করি।

সকাল থেকে বড়ো গুমোট ছিল আজ। ওজনদার মেঘেরা একে একে জড়ো হচ্ছিল আকাশে। হুংকার ছাড়ছিল মাঝে মাঝে, ঝলসে উঠেছিল তাদের তলোয়ার। দুপুরের মধ্যে রণক্ষেত্র সেনাবাহিনীতে ছেয়ে গেল। ঝুলবর্ণ আকাশ এবার যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে ধরণীতে।

বৃষ্টি নামল তিনটের পর। প্রথমে এক দমক ঝোড়ো হিমেল হাওয়া, তার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন পর্জন্যদেব। বড় বড় দানা টগবগ টগবগ আছড়ে পড়ছ পিচরাস্তায়, ছেতরে ছেতরে যাচ্ছে। ঝড় কমতে ক্রমশ কমে এল বৃষ্টি। ঝরছে এক লয়ে, এক টানা। ঝমঝম ঝমঝম।

শনিবার ব্যাংকে হাফ-ডে। ছুটির পর আজও একবার পার্ক স্ট্রিট থানায় ঢুঁ মেরেছিল দেবাংশু। বেরিয়ে ভেবেছিল বৃষ্টি নামার আগেই ভালোভাবে পৌঁছে যাবে যাদবপুর। বিধি বাম, ট্যাক্সি যখন শ্রীলেখাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামল, ধারাপাত তখন চরমে। মাত্র বিশ-পঁচিশ পা ছুটতে গিয়ে দেবাংশু ভিজে জবজবে।

এই দশায় ঢুকবে? বিনবিনে অস্বস্তি নিয়ে চারতলায় উঠল দেবাংশু। একটু দ্বিধা নিয়ে ভেজা হাতে কলিংবেল টিপেছে।

BanglaBook.org

শ্রীলেখা নয়, পাপু দরজা খুলেছে আজ। দেবাংশুর হাল দেখে তার চোখ বড়ো বড়ো।

দেবাংশু তাকাল এদিক-ওদিক,—তোমার মা কোথায়?

—ওই তো.....ব্যালকনিতে।

বলতে বলতে শ্রীলেখা হাজির। ছাপা শাড়ি গাছকোমর করে বাঁধা, হাতে ঝাঁটা। দেবাংশুকে দেখে অপ্রস্তুত মুখে বলল,—ও, আপনি! আমি ভাবলাম ভাই এসেছে।.....ইশ্, খুব ভিজে গেছেন তো!

—এই ট্যাক্সি থেকে নেমে.....আজ আর ঢুকব না.....

—সে হয় নাকি? আসুন আসুন.....পাপু, শিগ্‌গিরি বাথরুম থেকে তোয়ালে নিয়ে আয় তো।

দেবাংশু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল,—আপনি ঝাঁটা হাতে করছিলেন কী? বৃষ্টি তাড়াচ্ছিলেন?

—আর বলবেন না, ছোটো ছোটো ঝোলানো টবদুটো ঝড়ের ধাক্কায় চুরমার। ব্যালকনি কাদায় ভরে গেছে। জায়গাটা সাফ করছিলাম।

পাপু তোয়ালে এনেছে। ভেতরে ঢুকে চেপে চেপে মাথা মুছল দেবাংশু। হাত দুটোও।

ঝাঁটা রেখে এসেছে শ্রীলেখা। তোয়ালে ফেরত নিতে নিতে আর একবার নিরীক্ষণ করল দেবাংশুকে। বলল,—আপনার জামাটাও তো বেশ ভিজেছে।

—ও কিছু না। পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে খন।

—না না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আপনি বরং শার্টটা ছেড়ে ফেলুন।

—আরে দূর, আমার ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগে না।

—বুঝেছি। আপনি আয়রনম্যান। যান তো বাথরুমে, আপনার বন্ধুর একটা জামা বার করে দিচ্ছি, পরে আসুন।

বার কয়েক আসার সুবাদে শ্রীলেখা এখন দেবাংশুর সামনে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ। কথা বলে দিব্যি সহজ সুরে, অনেক দিনের পরিচিতের মতো। মাঝে একটা মানুষের অনস্তিত্ব আর যেন পাঁচিলের মতো খাড়া থাকে না সর্বক্ষণ।

BanglaBook.org

হিমাদ্রির শার্ট এনে দিয়েছে শ্রীলেখা। গোলাপি রঙের। হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দেবাংশু খুলল গায়ের জামাটা। সত্যি, শপশপ করছে। শ্রীলেখাকে কেতা মেরে যাই বলুক, এ শার্ট পরে থাকলে হ্যাঁচ্চো খকখক বাঁধা।

শ্রীলেখাদের বাথরুমখানা খুবই ছোটো। অবশ্য এইটুকু ফ্ল্যাটে এর চেয়ে বড়ো বাথরুম হবেই বা কী করে! নামেই টু-রুম, একটা ঘর তো নেহাতই খুপরি, মেরে কেটে দশ বাই আট। বসার জায়গা তো একটা ডিভানেই অর্ধেক ভরে গেছে। তবে এর মধ্যেই ফ্ল্যাটটাকে যথেষ্ট পরিপাটি রাখে শ্রীলেখা। বাথরুমেও তার ছাপ স্পষ্ট। প্লাস্টিকের র‍্যাকে সুচারু ভাবে সাজানো আছে ব্রাশ পেস্ট তেল সাবান শ্যাম্পু, ঝকঝক করছে বেসিন কমোড। মঞ্জরীর শখ-শৌখিনতা আছে, মঞ্জরী এত পরিচ্ছন্ন নয়।

দেবাংশুর চোখ গেল দরজার হ্যাংগারে। পাপুর স্কুলড্রেস ঝুলছে, সঙ্গে একটা নাইটি। হাল্‌কা মেয়েলি সুবাস আসছে পোশাকটা থেকে। হিমাদ্রি অনেক দিন আগে একবার ফাজলামি করতে করতে বলেছিল, বউটা আমার বেজায় গাঁইয়া ছিল, বুঝলি। ফার্স্ট নাইটি পরেছে বিয়ের পর, হানিমুনে গিয়ে। নৈনিতাল। আমিই ফোর্স করেছিলাম। ভাবতে পারবি না, শাড়ি থেকে নাইটিতে গিয়ে কী ট্রান্সফরমেশান! চোখের চাউনিটা পর্যন্ত কেমন সেক্‌সি হয়ে গেল! বিছানায় যখন আসত, মনে হত একটা বুনো বেড়াল। যা মস্তি হত না, উফ!

চিন্তাটায় পলকের জন্য সামান্য শারীরিক উত্তেজনা বোধ করল দেবাংশু। পরমুহূর্তে লজ্জা পেয়েছে। মনে মনে ধমকও দিল নিজেকে। চটপট গলিয়ে নিল হিমাদ্রির শার্টখানা। হিমাদ্রির চেহারা বেশ বড়োসড়ো ছিল, ঢলঢল করছে জামা। রঙটাও যেন কেমন কেমন! সে পরে ডাল কালার, তুলনায় এ যেন অনেক বেশি উজ্জ্বল। চোখে লাগছে। শার্টটা কি তার জন্য বেমানান নয়? কী আর করা, শ্রীলেখাকে তো বলা যায় না, খুঁজে খুঁজে আমার পছন্দসই একটা জামা দাও!

প্যান্টের হিপ্‌-পকেট থেকে চিরুনি বার করে দেবাংশু চুল আঁচড়ে নিল।

BanglaBook.org

আশ্বস্ত হল, প্যান্টটা তত ভেজেনি। বেরিয়ে এসে দেখল পাপু ছোটঘরের খাটে বসে কী যেন লিখছে, শ্রীলেখা রান্নাঘরে। ওই ছোটোঘরেই কি ছেলের জন্য চেয়ার-টেবিল ঢোকানোর পরিকল্পনা ছিল হিমাদ্রির? জবরজং লাগত না?

অন্যমনস্ক পায়ে দেবাংশু ডিভানে এল। বাইরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে একনাগাড়ে। শব্দ বাজছে। সেন্টার টেবিলে একটা মোটা অ্যালবাম পড়ে, ঝুঁকে অ্যালবামটা হাতে নিল দেবাংশু। উল্টোচ্ছে আলগা ভাবে। হিমাদ্রি-শ্রীলেখার বিয়ের ছবি, হানিমুনের ঘনিষ্ঠ ছবি, বেড়ানোর ছবি, পাপুর নানান বয়সের ছবি। একই অ্যালবামে সব ঢুকিয়েছে? নাকি বেছেবুছে রেখেছে? তাই হবে। শেষের কয়েকটা পাতা খালি।

শ্রীলেখা রান্নাঘর থেকে গলা উঠিয়েছে,—আপনার জন্য একটু চিঁড়ে ভাজছি। চলবে তো?

—দিন।

—আদা খাবেন চায়ে? বর্ষায় ভাল লাগবে।

—মন্দ কি?

আলগোছে উত্তর দিতে দিতে অ্যালবামের একটা পাতায় দেবাংশুর চোখ আটকাল। রোপওয়েতে শ্রীলেখা ভয়ার্ত মুখে বসে। মাঝখানের বেড আঁকড়ে বিস্ফারিত চোখে কী যেন দেখছে পিছন পানে। কোথাকার রোপওয়ে? এমন খোলা? খিলানমার্গ? কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ তো কাশ্মীরের মনে হচ্ছে না! বড্ড রুক্ষ জায়গা, সবুজ নেই।

শ্রীলেখা চা চিঁড়েভাজা নিয়ে এসেছে। সেন্টার টেবিলে ট্রে রেখে গলা বাড়িয়ে দেখল ফটোটা। লাজুক মুখে বলল,—কী বিকট উঠেছে, না?

—কোথাকার ছবি?

—রাজগীর।.....আপনার বন্ধু যা দুষ্টুমি করে ছবিটা তুলেছিল! আমার পাশে বসল রোপওয়েতে, ছাড়ার ঠিক আগে আগে পাপুকে নিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল, উঠল গিয়ে পেছনেরটায়। একা আমি নার্ভাস হয়ে ঘুরে তাকিয়েছি, ওমনি ক্লিক। ছবিটাকে আবার যত্ন করে এই অ্যালবামে

BanglaBook.org

রেখেছিল। কোনও মানে হয়?

দেবাংশু মুখে হাসি টেনে বলল,—আপনাদের তো দেখছি খালি পাহাড়ের ছবি!

—কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। সে তো পাহাড় বলতে পাগল ছিল। আমার ভালো লাগত সমুদ্র, আমায় পাত্তাই দিত না। একবার শুধু পুরী নিয়ে গেছিল, তাও তিন দিন থেকে পালাই পালাই।

দেবাংশুর মনে পড়ল হিমাদ্রি বলত বটে সমুদ্রের একটানা গর্জন তার পছন্দ নয়। পাহাড়ই তাকে টানে বেশি। তবে বউ-এর ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে সে যে তেমন মূল্য দিত না, এ এক নতুন তথ্য।

অ্যালবামখানা আস্তে করে নামিয়ে রাখল দেবাংশু। চিঁড়েভাজার বাটি তুলে নিয়ে বলল,—দুপুরে বসে বসে পুরোনো ছবিগুলো দেখছিলেন বুঝি?

—ঠিক তা নয়.....। মা জামাই-এর একটা ভালো ছবি চাইছিল। সিংগল্। কাজের দিনের ছবিটা আমার তত ভালো লাগেনি। ওর একা ছবি তো বেশি নেই, তাই ঘেঁটে দেখছিলাম এক-আধটা পাওয়া যায় কিনা। শ্রীলেখা নিজের চায়ে চুমুক দিল। উদাস ভাবে বলল,—বেড়ানোর ছবি দেখতে বেশ লাগে কিন্তু।

—হুম্।

—আপনার বেড়ানোর নেশা নেই?

—আমি একটু ঘরকুনো আছি। বেরোই না বড়ো একটা। অফিস কলিগরা হয়তো জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গেল তো যাওয়া হল। অবশ্য মা থাকতে বার কয়েক কাশী, পুরী, হরিদ্বার গেছি। একবার ফুল ফ্যামিলি কাশ্মীরেও গিয়েছিলাম। সে অনেক আগে। তখনও কাশ্মীরে গণ্ডগোল শুরু হয়নি।

—আপনার বন্ধুর খুব কাশ্মীর যাওয়ার শখ ছিল।

—হ্যাঁ এও জানি। ডাল লেকে থাকবে, শিকারায় চড়ে ঘুরবে.....

আচমকা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল দেবাংশু। আর যে শখটা ছিল হিমাদ্রির সেটা তো আর শ্রীলেখার সামনে উচ্চারণ করা যায় না। কেমন হ্যা

BanglaBook.org

হ্যা করে বলেছিল। চিনারগাছের তলায় বউটাকে একবার অন্তত পেড়ে ফেলবই!

আবার সেই শারীরিক অস্বস্তি। দেবাংশু কুঁকড়ে গেল। চোরা চোখে শ্রীলেখাকে দেখছে। কেমন ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে শ্রীলেখা। কী ভাবছে? হিমাদ্রির কথা? না কাশ্মীর, যেখানে আর হয়তো তার যাওয়া হবে না কোনও দিন?

হঠাৎই শ্রীলেখা চোখ ফিরিয়ে বলল,—ও হ্যাঁ, আপনাকে এখনও একটা কথা বলা হয়নি। আমার বড়ো নন্দাই কাল রাত্রে ফোন করেছিলেন। আপনার বন্ধুর গ্র্যাচুয়িটি চেকটা রেডি হয়ে গেছে। উনি মঙ্গলবার আসবেন, আমাকে নিয়ে যাবেন অফিসে। আমাকেই নাকি নিজে গিয়ে চেক নিতে হবে।

—বাহ্, এ তো ভালো খবর।

—অ্যামাউন্ট খুব বেশি হবে না। ওদের অফিসে বেসিক-টেসিকগুলো কম ছিল, তার বদলে এটা-ওটা অ্যালাওয়েন্স দিত। গ্র্যাচুয়িটিতে নাকি ও সব ধরেনি। সব মিলিয়ে একচল্লিশ হাজার মতো হচ্ছে। ভাবুন, ষোলো বছর চাকরি করে কতটুকুনি প্রাপ্তি!

এই মালিকেরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল হিমাদ্রি! হিসেব করত রিটায়ারমেন্টের সময়ে লাখ লাখ টাকা পাবে!

সান্ত্বনার সুরে দেবাংশু বলল,—তাও যা হোক পেলেন কিছু। কত প্রাইভেট কোম্পানি তো বুড়ো আঙুল ঠেকায়।.....যাক, মনে হয় আপনার আরও কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে।

—এল-আই-সি?

—উঁহু, আর একটা। দেবাংশু গুছিয়ে বসল,—আজও গেছিলাম পার্ক স্ট্রিট থানায়। কম্পেনসেশানের টাকার ব্যাপারটা এবার মনে হয় ফাইনালাইজড হয়ে যাবে।

—বাড়ির মালিক টাকা দেবে?

—দিতে তো বাধ্য। না দিয়ে সে যাবে কোথায়! অ্যাক্সিডেন্ট হোক আর যাই হোক, সে তো ফেঁসেছে অনিচ্ছাকৃত হত্যার চার্জে। যে দিন আমি বলেছি

BanglaBook.org

ফৌজদারি কেসে আমরাও অ্যাডেড পার্টি হব, আলাদা উকিল লাগাব, সেই দিন থেকেই লোকটা ভড়কে গেছে। পুলিশ যে পয়সা খেয়ে, কেস লাইট করে দিয়ে ওকে বেকসুর খালাস হওয়ার রাস্তা করে দেবে, সেটা তো আর তখন হবে না। ও ব্যাটাকে ঘানি তখন টানতেই হবে।

শ্রীলেখা চুপ। শুনছে মন দিয়ে।

—তবে হ্যাঁ, যতটা ক্লেম করেছি ততটা হয়তো পাব না।

—কেন?

—মাঝে পুলিশ আছে যে। সেকেন্ড অফিসারকে তো বার বার বললাম, একবার লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে দিতে, একটা ফয়সালা আমি করে নেব.....সেকেন্ড অফিসারটি ঘাঘু মাল, সে চাইছেই না আমরা লোকটাকে মিট করি। এই বাহানায়, ওই বাহানায় কাটিয়ে দিচ্ছিল। আজ সে এক অন্য গল্প শুনিয়ে দিল। এর মধ্যে নাকি লোকটাকে ডেকে পাঠিয়েছিল থানায়, জোর দাবড়ানি দিয়েছে, আর লোকটা নাকি কাঁপতে কাঁপতে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়ে গেছে। তবে লোকটার নাকি এখন অবস্থা ভালো নয়, বেওসায় ঘাটা চলছে, এখন সে পঞ্চাশ হাজারের বেশি দিতে পারবে না। আমি স্ট্রেট টার্ন ডাউন করে দিয়েছি। বলেছি কোর্টে দেখা যাবে, কোর্টেই আমরা বুঝে নেব। সঙ্গে সঙ্গে মেজবাবুর অন্য সুর। বলে কিনা পরশু আসুন, ব্যাটাকে রগড়ে দেখি আরও কিছু বার করা যায় কিনা। খেলাটা বুঝলেন?

—নাহ্।

—লোকটার সঙ্গে আগেই একটা রফা হয়ে গেছে পুলিশের। এক লাখ হোক, দেড় লাখ হোক, যা হোক একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে আমাদের সাইডটা এখন সেটল্ করে দেবে পুলিশ। তার থেকে হাজার পঞ্চাশ আমাদের ছুঁইয়ে বাকিটা চলে যাবে থানেদারদের পকেটে। হয়তো টাকা অলরেডি গিলেও ফেলেছে। এখন আবার কিছু এক্সট্র্যাক্ট করতে হবে। বুঝে গেছে লাখের নীচে আমরা নামব না। এটুকু তো আমাদের নেওয়াই উচিত, তাই না? বলুন?

—কী হবে আর ওই টাকায়! শ্রীলেখা লম্বা একটা শ্বাস ফেলল,—মানুষটাই আর রইল না।

BanglaBook.org

—রইল না বলেই তো চাই। দেবাংশু ঈষৎ উত্তেজিত হল। সম্ভবত শ্রীলেখার নিরাসক্তিতে উতলাও হল সামান্য। আগের দিনেও ক্ষতিপূরণের কথায় বেশ উৎসাহ দেখিয়েছিল শ্রীলেখা, আজ কেন তার গা-ছাড়া ভাব? বিচলিত স্বরে বলল,—আপনার ক্ষতিটা কোনও ক্ষতি নয়? পাপু যে বাবাকে হারাল, সেটা ক্ষতি নয়?

—সেই লোকসান কি টাকায় মেটে দেবাংশুবাবু?

—মেটে না, কিন্তু টাকারও তো প্রয়োজন আছে। আপনার বাকি জীবনটা পড়ে নেই? পাপুর ভবিষ্যৎ নেই?

—শুধু এক লাখ টাকা পেলেই মসৃণ ভাবে চলবে সব? লাখ টাকায় কদ্দিন চলে? ক'পয়সা সুদ হয়? বলুন? আপনিই বলুন? তার চেয়ে ও টাকা না নিলেই বা কী?

—নেবেন না?

শ্রীলেখা কথাটার কোনও উত্তর দিল না। চুপচাপ বসে আছে, পাথরের মতো। পাপু উঠে এসেছিল পাশে, তাকে টানল গায়ের কাছে। তারপর ভেজা ভেজা স্বরে বলল,—দেখুন দেবাংশুবাবু, এ কথা তো আপনি না বললেও বুঝতে পারেন আপনার বন্ধু আমাদের জীবনে কতখানি ছিল। অ্যাক্সিডেন্টটার পর আমার মনে হয়েছিল এর পর আমি বাঁচব কী করে? কী নিয়ে বাঁচব? তারপর একটু একটু করে টের পাচ্ছি বাঁচতে হবে। নিজেদের নিয়েই বাঁচতে হবে। যত ভাবছি, তত আতংকে হিম হয়ে যাচ্ছি। নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্মেছি আমি, বাপ-ভাই কোটিপতি কেন লাখোপতিও নয়, আমিও এক্কেবারে সাধারণ, বিয়ের পর ঘরকন্না নিয়ে থেকেছি, বরের ছায়ায় দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছিল, নিজে রোজগার করার কথা ভাবতেই শিখিনি কোনও দিন। আর এখন ছত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল, সাধারণ পাসকোর্সে বি-এ, চাকরি-বাকরি আমার জুটবেও না.....ছেলে নিয়ে এবার আমার দিন চলবে কী করে? ভাই বলে, ভাবিস না দিদি, আমি আছি। ভাই করছে। করবেও। কিন্তু আবার সেই ভায়ের ওপর নির্ভর করে থাকব?.....আপনারাও আমার জন্য অনেক করছেন। আপনারা না থাকলে এই সব গ্র্যাচুয়িটি, এল-আই-সি,

BanglaBook.org

কম্‌পেনসেশান, কিছুই আমার পক্ষে একা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওই টাকা কটাতেই বা কী হবে আমাদের? কী ভাবে চলবে? বলতে পারেন? একটা এক লাখ এক্সট্রাই বা কী সুরাহা করবে আমার?

দেবাংশু ঝুম হয়ে গেল। ওই সব চিন্তা তার মাথাতেও যে আসেনি তা তো নয়। সত্যি তো, ক'টাকাই বা পাবে সাকুল্যে? ক্ষতিপূরণের টাকা ধরলে লাখ আড়াই? তাও যদি দর কষাকষি করে লাখ খানেকে দাঁড় করাতে পারে, তবেই। ব্যাংকে রাখলে মাসে হাজার দেড়েকও মিলবে না সুদ। তবু দেবাংশুর কেন যেন ধারণা ছিল টাকাপয়সার কথায় হয়তো বা খানিক প্রাণিত হবে শ্রীলেখা। ভাবনাটা যে কত মূর্খামি হয়ে গেছে, এখন মালুম হচ্ছে। নিরাশা যদি শ্রীলেখাকে গ্রাস করে ফেলে, সে তো আরও মারাত্মক হবে। শোক শুকিয়ে যায়, তলায় যে মাটিটা পড়ে থাকে সেটাও যদি চোরাবালি হয়, ডুবে যাওয়া ছাড়া তো উপায়ও নেই।

এক দমে অনেক কথা উগরে দিয়ে শ্রীলেখা অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল। পাপুও কেমন ঘাবড়ে গেছে, মুখ শুকনো করে বসে আছে নিশ্চুপ। শ্রীলেখা ট্রেতে কাপ-বাটিগুলো তুলে রান্নাঘরে চলে গেল। ফিরে এসে ছেলের মাথায় হাত রেখেছে,—কী রে, তুই এমন প্যাঁচামুখো হয়ে গেলি কেন?

ঘাড় ঝুলিয়ে রেখেছিল পাপু। মুখ তুলে একবার দেবাংশুকে পুট করে দেখে নিয়ে আবার নামিয়েছে চোখ।

শ্রীলেখা চিলতে হেসে বলল,—যা, টিভি দ্যাখ গিয়ে। তোর এখন কী একটা কুইজ প্রোগ্রাম আছে না? সকালে বলছিলি?

আর একবার টেরচা চোখে দেবাংশুর দিকে তাকিয়ে নিয়ে পাপু চলে গেল। বাইরে বৃষ্টি ধরেছে এতক্ষণে। পড়ছে হয়তো, তবে শব্দ আসছে না। পাখার হাওয়ায় শীত করছে অল্প অল্প। ফ্যান এক পয়েন্ট কমিয়ে শ্রীলেখা আবার এসে বসল মোড়ায়।

বিষণ্ণ হেসে বলল,—আপনাকে খুব বোর করলাম, তাই না?

—নাহ্। প্র্যাকটিকাল কথাই তো বলেছেন।

—আমার তো এখন প্র্যাকটিকাল হওয়ারই সময়। শুধু অ্যালবাম কোলে

BanglaBook.org

বসে থাকলে চলবে?.....দেখুন আপনি.....যে কটা টাকা আসে। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

—হুঁ। দেবাংশু সিধে হয়ে বসল,—আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কী?

—আপনি কোনও ব্যাবসা স্টার্ট করতে পারেন না?

—আমি? ব্যাবসা?

—করে তো অনেকে।

—পয়সা কোথায়?

—ধরুন যদি ব্যাংক থেকে লোন পাওয়া যায়.....?

—অনেকেই আমায় বলছে বটে। কিন্তু ব্যাংক আমায় লোন দেবে কেন?

—সেটা খুব সমস্যা নয়। আপনি তো আর বিশ পঞ্চাশ লাখ নেবেন না। মেয়েদের জন্য অনেক স্কিম-টিম আছে, হয়ে যাবে।

—কী করব?

—ভাবুন। পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করুন। আমিও ভাবছি।.....তবে আবার বলছি, লোনটা কোনও ফ্যাক্টর হবে না।

একটু কি আলো জ্বলল শ্রীলেখার মুখে? ফ্যাকাশে মেরে যাওয়া ফর্সা মুখমণ্ডলে লালচে আভা ফুটল কি? একটুখানি?

দেবাংশু বুঝতে পারল না। উঠে দাঁড়াল,—তাহলে চলি আজ। নেক্সট উইকে আসছি, জামাটা ফেরত দিয়ে যাব।

শ্রীলেখা হেসে ফেলল,—ওই জামা দিয়ে আমি আর কী করব? রেখে দিতে পারেন। আপনাকে কিন্তু বেশ মানিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর শ্রীলেখার এই হাসি ভারী সুন্দর লাগছে। দেবাংশু লঘু সুরে বলল,—যাহ্, হিমাদ্রির শার্ট কি আমায় ফিট করে? ও কত লম্বা ছিল।

—একটু ঢিলেঢালা ঠিকই, তবে আপনাকে সত্যিই ভালো দেখাচ্ছে।

শ্রীলেখার চোখে চোখ পড়ে গেল দেবাংশুর। গা'টা আবার কেমন শিরশির করে উঠল। দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়েছে দৃষ্টি। জোর করে সহজ হতে চাইল,—এ পাড়ায় জল জমে নাকি?

BanglaBook.org

—একটু-আধটু। তাড়াতাড়ি নেমেও যায়।.....আপনাকে একটা ছাতা দিয়ে দেব?

—থাক। আমি বড্ড ছাতা হারিয়ে ফেলি।

—বোঝাই যায় আপনি একটু বাউণ্ডুলে।

—কী করে বুঝলেন?

—নইলে এভাবে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ান!

দেবাংশু প্রতিবাদ করল না, বরং যেন উপভোগই করল প্রশংসাটা। পায়ে পায়ে নীচে নেমে মনে পড়ল, এই যাহ্, ভেজা শার্টটা তো নেওয়া হল না! আবার সিঁড়ি ভাঙবে? আবার চারতলা? থাক গে।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে। টিপটিপ। সামনে দিয়ে রিক্সা যাচ্ছিল একটা, থামিয়ে উঠে পড়ল দেবাংশু। অনর্থক দু-দুবার ভেজার কোনও মানেই হয় না। এক বারেই না সর্দি লেগে যায়, এখনই তো বেশ শুলোচ্ছে নাক। ভিজে বাতাসের ছোঁওয়া যতটা এড়ানো যায়, ততই মঙ্গল।

সহসা বাজ পড়ল একটা। দূরে কোথাও। অনেকক্ষণ ধরে রেশ রইল আওয়াজটার। বুকের মধ্যেও শব্দটা যেন চারিয়ে গেল। গুমগুম গুমগুম। শুনতে পাচ্ছিল দেবাংশু।

ছুটির দিনগুলো সাধারণত দেবাংশু নিজেকে নিয়েই কাটায়। তেমন দায় না ঠেকলে বেরোয় না বড়ো একটা। সকালবেলা সারা সপ্তাহের কাচাকুচিটা করে, নিজের জামাকাপড়গুলোয় ইস্ত্রি চালায়, মিমলির সঙ্গে খুনসুটি চলে টুকটাক, তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে বই নিয়ে সোজা বিছানায়।

আজও একটা বই নিয়ে শুয়ে ছিল দেবাংশু। দুপুর থেকে আলো কমে

BanglaBook.org

গেছে বেশ। বৃষ্টি না হলেও আকাশ ঢেকে আছে মেঘে। টিউব জ্বলছে ঘরে, সাদাটে আলোতেও বই পড়তে অসুবিধে হচ্ছিল দেবাংশুর। হরফগুলো বড্ড ছোটো, চাপ পড়ে চোখে।

পড়ার চশমা চোখ থেকে নামিয়ে দেবাংশু বইটা রাখল পাশে। চোখ রগড়াল। সম্প্রতি দু'একটা চোখের ব্যায়াম শিখেছে। চোখ পিটপিট, মণিদুটো আঙুল দিয়ে আলতো ম্যাসাজ, চোখের পাতা আলগোছে টেনেই ছেড়ে দেওয়া...। অফসেট প্রিন্টিং এসে গিয়ে বড্ড বেশি ঠাসা ম্যাটার থাকে বই-এর পাতায়, একটানা বেশিক্ষণ পড়া যথেষ্ট কষ্টকর। চশমার পাওয়ারটাও বোধহয় ঠিক নেই, আর একবার দেখাতে হবে। মনে হয় প্লাস পাওয়ার। বাড়বে আবার।

ওদিকের ঘর থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ। মিমলি টেপ চালিয়েছে। এক কাঁড়ি বাংলা ব্যান্ডের ক্যাসেট কিনেছে মিমলি, ফাঁক পেলেই বাজায়। প্রথম প্রথম বিরক্ত লাগত দেবাংশুর, সয়ে গেছে এখন। গানের কথাগুলো শুনতে মজাও লাগে, আপন মনে গেয়েও ফেলে দু' চার লাইন। মেলোডি না থাক্, বিট্ তো আছে, একটা চটজলদি আবেশ তো তৈরি হয়ে যায়ই। হয়তো বা অবচেতনেই।

দেবাংশু বিছানা থেকে নামল। এ পাড়ায় তেমন সাংঘাতিক মশা নেই, তবে বর্ষাকালটায় জ্বালায় বেশ, বিকেলের দিকে বন্ধ রাখতে হয় দরজা-জানালা। পাল্লা ভেজাতে গিয়ে দেবাংশু দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। পিছনে ছোট্ট কাঁচা উঠোন, তার পরে পাঁচিল, তার ওপারে বছর তিনেক হল ওঠা বহুতল। ওই বাড়িটার জন্য তার ঘর যেন বেশি অন্ধকার। উপায় কী, সে চাইলেই তো বাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাবে না। উঠোনে আগাছা লতলতিয়ে বাড়ছে, মশাও বুঝি বেশি লাগে তাই। সাফ করারও জো নেই, বাড়িওয়ালার জায়গা, হাত ছোঁয়ালেই মাত মাত করে চেঁচাবে ওপর থেকে।

জানলায় ছিটকিনি তুলে দেবাংশু এসে বসল আবার। অন্যমনস্ক হাতে খুলল বইটা! সুবোধ সেন এত খিটমিট করে, বাড়ি এবার ছেড়ে দিলেই হয়! বাইপাসে আজকাল অনেক সুন্দর সুন্দর কমপ্লেক্স হচ্ছে, চেষ্টাচরিত্র করে

BanglaBook.org

একটা ফ্ল্যাট বুক করাই যায়। সামনে আর খরচা কীসের, এক মিমলির বিয়ে ছাড়া? মা থাকার সময়ে এক-দুবার ফ্ল্যাট কেনার প্রসঙ্গ তুলেছিল দেবাংশু, নিরুপমা আমলই দেননি। ফ্ল্যাট ব্যাপারটাই তাঁর পছন্দ ছিল না। বলতেন, ওগুলো তো ভদ্রলোকেদের বস্তি। তাছাড়া এ বাড়িতে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেছেন, স্বামী গেছেন, এক ছেলেও। হতে পারে ভাড়াবাড়ি, তবু এই তো তাঁর ভিটে।

নিরুপমার মৃত্যুর পর প্রসঙ্গটা আর সেভাবে ওঠেনি। কেন যে ওঠেনি? দেবাংশুরই গড়িমসি? চেনাজনা পরিবেশ ছেড়ে যেতে একটা আলস্য থাকে, হয়তো সেটাই কারণ।

মঞ্জরী এসেছে ঘরে। খানিক আগে চা দিয়ে গিয়েছিল, ফাঁকা কাপ তুলে নিয়ে বলল,—কী হল, মস্‌কিউটো রিপেলেন্ট জ্বালাওনি?

দেবাংশু চোখের কোণ দিয়ে মঞ্জরীকে দেখল,—তেল ফুরিয়ে গেছে।

—মুখের কথা খসাতে কী হয়? তাহলে তো এনে দেওয়া যায়।

মঞ্জরী চলে গিয়েও মিনিট কয়েকের মধ্যে ঘুরে এসেছে। হাতে মশা নিবারণী তরল। প্লাস্টিকের খুদে বোতলখানা যন্ত্রে লাগাতে লাগাতে বলল,—কাল বাজার থেকে ইঁদুর মারার বিষ এনে দিয়ো তো।

—হুঁ, বড্ড ইঁদুর হয়েছে। সারা রাত খুটখাট করে।

—ইঁদুরদের আর দোষ কী? চারপাশে এত খাবার.... তুমি বুককেস তো আর কিনলে না!

—তাহলেই কি ইঁদুর আসা কমবে? তার চেয়ে ঘরটাই বদলে ফেললে হয় না?

মঞ্জরীর কপালে প্রশ্নচিহ্ন।

দেবাংশু হেসে বলল,—পুরোন বাড়ি মানেই ইঁদুর আরশোলা ছুঁচো...। একটা ফ্ল্যাট-ট্যাটের ধান্দা করলে কেমন হয়?

—এ বাড়ি ছেড়ে দেবে? এত ভালো এরিয়া, হাতের কাছে বাজার দোকান গড়িয়াহাট লেকমার্কেট.....ফ্ল্যাটে তুমি এত ফ্লোর এরিয়াও পাবে না।

—তাতে কী আছে, আমাদের মোটামুটি কুলিয়ে গেলেই তো হল। এই

BanglaBook.org

ধরো, আট-নশো স্কোয়্যার ফিটের মতো.....। বাড়িওয়ালার সঙ্গে অশান্তিও করতে হয় না, দিব্যি নিজেদের মতো হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায়।

—হঠাৎ আবার ফ্ল্যাটের চিন্তা মাথায় ঢুকল যে?

—এমনিই। ভাবছিলাম.....একটা প্রপার্টি তো হবে। আর সেটা আল্‌টিমেট্‌লি মিমলিরই থাকবে।

—কোন দিকে কিনতে চাও? যাদবপুর সাইডে?

—বাইপাসের দিকে যেতে পারি। ওদিকে তো এখন কমিউনিকেশান ভালোই।

—ও। আমার মনে হল তুমি যাদবপুরটা প্রেফার করবে।

—কেন?

—ওদিকেই তো তোমার এখন বেশি যাতায়াত। ভাবলাম কাছাকাছি হলেই হয়তো তোমার সবিধে।

—কিসের কাছাকাছি?

—ঢং কোরো না।

দেবাংশুর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। ইঙ্গিতটা শ্রীলেখার দিকে। ইদানীং শ্রীলেখার কাছে যাওয়া নিয়ে মঞ্জরী খুব প্রীত নয়। সরাসরি কিছু বলে না বটে, তবে হাবেভাবে টের পাওয়া যায়। সেই বৃষ্টির দিনে হিমাদ্রির শার্টে তাকে দেখে মিমলি যখন হেসে কুটিপাটি, মঞ্জরী কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে ছিল গুম হয়ে।

বিরস গলায় দেবাংশু বলল,—হিমাদ্রির বাড়ি কেন যেতে হচ্ছে তা তো তুমি ভালোই জানো বউদি।

—হিমাদ্রির বাড়ি নয়। বলো শ্রীলেখার বাড়ি।

—আমার চোখে ওটা হিমাদ্রিরই বাড়ি।

—তোমার চোখের খবর তুমিই জানো। তবে আর পাঁচটা লোকের চোখ অন্য কথা বলবে।

—এভাবে বলছ কেন? একটা ফ্যামিলি অকুল পাথারে পড়ে গেছে, আমি জাস্ট তাদের একটু হেল্‌প করছি। তুমিও তো বলেছিলে.....

BanglaBook.org

—যাও না যত খুশি। নিমজ্জমান বন্ধুর বউকে উদ্ধার করো। আমি কি মানা করেছি? মঞ্জরীর স্বরে উষ্মা,—তোমাকে বারণ করার আমি কে?

—তুমি কিন্তু একটু বেশিই রিঅ্যাক্ট করছ বউদি।

পলকের জন্য চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল মঞ্জরীর। পলকে নিবেও গেছে। চাপা স্বরে বলল,—জানি। আমাকে তো এখন এসব কথাই শুনতে হবে।

—বউদি!

মঞ্জরী স্থির চোখে তাকাল। দু'এক পল দেবাংশুকে দেখে নিয়ে হিম হিম গলায় বলল,—আজ ঘরে বসে আছ যে বড়ো?

—রোববার তো আমি বাড়িতেই থাকি।

—তাই কী? আমার তো মনে পড়ছে গত রোববারও তুমি বেরিয়েছিলে।

—সে তো হিমাদ্রির শার্ট ফেরত দিতে।

—ও হ্যাঁ। ওটা তো পরদিনই ফেরত দেওয়ার দরকার ছিল। সোমবার দিলে চলত না। মঞ্জরীর ঠোঁট বেঁকে গেল,—শুধু শার্ট ফেরত দিতে পাঁচটায় বেরিয়ে রাত দশটা!

—কারণটা তোমায় বলিনি? হিমাদ্রির শ্বশুর-শাশুড়ি এসেছিল.....। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই না.....

—আর বুধবার কি গেছিলে হিমাদ্রির শ্যালকের সঙ্গে গল্প করতে? নাকি শ্রীলেখার ননদ-নন্‌দাই এসেছিল?

দেবাংশু থতমত খেল। ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে বলল,—না মানে..... হিমাদ্রির বউ একটা কিছু শুরু করতে চায়.....

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে শুরুটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

এই ইশারাও বুঝবে না এমন মোটা বুদ্ধি দেবাংশুর নয়। ব্যঙ্গটুকু হজম করে কেটে কেটে বলল,—হিমাদ্রির বউ একটা ব্যাবসা স্টার্ট করতে চায় বউদি। কী রকম কী লোন পেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

BanglaBook.org

—আমাকে কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন? করো না তোমার যা খুশি।

—তুমি কিন্তু আমায় অহেতুক সন্দেহ করছ বউদি।

—আমার ভারী দায় পড়েছে। মঞ্জরীর ঠোঁটে ফের বাঁকা হাসি,—তবে একটা কথা তোমায় না বলে পারছি না। শার্ট অব্দি ঠিক আছে, মাত্র তিন মাস আগে মারা যাওয়া বন্ধুর হয়ে তার বেশি প্রক্সি দেওয়াটা বোধহয় শোভন নয়।

দেবাংশু তীব্র স্বরে পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঝট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে মঞ্জরী।

দেবাংশু বিমূঢ়। মঞ্জরীর মনে এত ক্ষোভ জমেছে? বিকৃত অর্থ করছে তার সহানুভূতির? এ ক্ষোভ? না হিংসে? ঈর্ষাই তো মানুষকে অন্ধ করে, যুক্তি-বুদ্ধি গুলিয়ে দেয়। মঞ্জরী হঠাৎ এত অসূয়াপ্রবণ হয়ে পড়ল কেন? দেবাংশু যে এ বাড়ির কক্ষপথ থেকে কোনও দিনই বিচ্যুত হবে না, এই সরল সত্যটা মঞ্জরী এখনও বুঝল না?

সত্যিই কি সে বিসদৃশ আচরণ করছে? নিজেকে প্রশ্ন করল দেবাংশু। সে কি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে শ্রীলেখার ওপর? হ্যাঁ, শ্রীলেখার সান্নিধ্য তার ভাল লাগে, শ্রীলেখার চোখে চোখ পড়লে তার গা ছমছম করে, কোনও কোনও অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো বা চোরা কাঁপনও জাগে শরীরে। তাতে মারাত্মক দোষই বা কী আছে? এখনও যৌবন ফুরিয়ে যায়নি এমন এক মোটামুটি সুন্দরী মেয়ের কাছাকাছি বসে থাকতে থাকতে, কিংবা তার সঙ্গে গল্প করতে করতে, কোনও অনুভূতিই জাগবে না—এতটা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তো সে নয়! হিমাদ্রি যেরকম খোলামেলা ভাবে বউ-এর শারীরিক বর্ণনা দিত, তাতে তার বউ-এর মুখোমুখি হলে একটু তো চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবেই। হিমাদ্রি বলত, শ্রীলেখার ডান উরুতে নাকি একটা বাদামি জড়ুল আছে, সেই জড়ুলটা নাকি হিমাদ্রির ভীষণ প্রিয়! মিলনের আগে ঠোঁটে নয়, ঘাড়ে চুমু খাওয়া বেশি পছন্দ করত শ্রীলেখা! বিছানায় শ্রীলেখার শীৎকার নাকি যে কোনও মুনিঋষির ধ্যান ভাঙিয়ে দিতে পারে! সেই শ্রীলেখার সামনে একা একা বসে থাকতে থাকতে কথাগুলো মনে উঁকি দিয়ে যাওয়া কি পাপ? যদি

BanglaBook.org

বা পাপও হয়, তবু সেটাই কি সব? শ্রীলেখার কাছে যাওয়ার সেটাই কি শুধু কারণ? কতর্ব্যবোধের কোনও তাড়না নেই? হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে না, সেদিন হিমাদ্রি পাশ বদল না করলে শ্রীলেখা-পাপুর এত বড়ো সর্বনাশটা হত না? একটা অতি সূক্ষ্ম অপরাধবোধ কি আচম্বিতে হুল ফোটায় না হৃৎপিণ্ডে?

এসব কথা কী ভাবে বোঝায় দেবাংশু? কে বুঝবে?

ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা। উঠে আলনা থেকে পাঞ্জাবি টানল দেবাংশু। গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। মেঘলা আকাশ, মরা মরা বিকেল। মোড়ে ওষুধের দোকানের সামনেটায় একটা ছোট্ট জটলা। হাঁটতে হাঁটতে কানে এল ক্রিকেট নিয়ে তর্ক জুড়েছে পাড়ার ছেলেরা। একটা ছেলে হাসল দেবাংশুকে দেখে, যান্ত্রিক ভাবে চোয়াল ফাঁক করল দেবাংশু। ছেলেগুলোকে পেরিয়ে মোড় ঘুরে গেল। হাঁটতে হাঁটতে হাতড়াল পকেট। আঃ সিগারেট ফেলে এসেছে। পার্সটাও। এতটা বেভুল হয়ে পড়ার কোনও মানে নয়?

পাশেই স্টেশনারি দোকান। কাউন্টারে চেনা মুখ। দেবাংশু দাঁড়িয়ে পড়ল,—এক প্যাকেট ফিল্টার উইল্স দিন তো। আর একটা দেশলাই।

প্যাকেট দেশলাই হাতে নিল দেবাংশু। আলগা ভাবে বলল,—টাকাটা পরে দিয়ে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে।

সিগারেট ধরিয়ে দেবাংশু রাস্তা পেরোল। সামনে বিবেকানন্দ পার্ক, গেট ঠেলে ঢুকল এলোমেলো পায়ে। পায়ের নীচে নরম হয়ে আছে মাটি। বেশি দূর এগোল না দেবাংশু, বসেছে ফাঁকা বেঞ্চিতে। আধভেজা মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েক জোড়া কপোত-কপোতী। দূরে কাদায় ফুটবল পেটাচ্ছে গুটিকয়েক খালি-গা কিশোর। অন্যমনস্ক চোখে দেখছিল দেবাংশু। কিম্বা দেখছিল না।

মঞ্জরীর মুখটাই মনে পড়ছিল ঘুরেফিরে। ভেতরে ভেতরে যেন জ্বলছিল মঞ্জরী। দহনের তাপ ঝিলিক দিয়ে উঠছিল মঞ্জরীর চোখে। এখনও ওই চোখে বিদ্যুৎ আছে তাহলে?

BanglaBook.org

দেবাংশু আপন মনে মাথা নাড়ল। তার আর মঞ্জরীর মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কী এখন? দেওর-বউদির? দুই বন্ধুর? নাকি তারা দুই সহযাত্রী, একই ছাদের নীচে থেকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর অভিমুখে?

তাদের সম্পর্ক কি আজকের? নয় নয় করে উনিশ-কুড়ি বছর তো হল তারা বাস করছে এক বাড়িতে। আর বন্ধুত্ব তো হয়েছিল সেই প্রথম দিন থেকে, বউ হয়ে মঞ্জরী বাড়িতে পা রাখার পর পরই। হওয়াটাও স্বাভাবিক, প্রায় সমবয়সী দেওর-বউদি বলে কথা। দেবাংশু তো তখন মাঝে মাঝে নাম ধরে ডাকত, চটে যাওয়ার ভান করে চোখ পাকাত মঞ্জরী। বিজয়া দশমীর দিন ঘেঁটি ধরে বলত, অ্যাই প্রণাম করো গুরুজনকে। দেবাংশু একবার জোর চিমটি কেটে দিয়েছিল পায়ে, সঙ্গে সঙ্গে পিঠে সে কী গুমাগুম কিল। মঞ্জরীর মধ্যে তখন প্রাণও ছিল বটে। হাসি গান উচ্ছলতায় মাতিয়ে রাখত গোটা বাড়ি। সারাক্ষণ পেছনে লাগত দেবাংশুর। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেবাংশুর বান্ধবীদের কথা জানতে চাইত। জেরার চোটেই তো সুতপা-উপাখ্যান পেট থেকে উগরে দিতে বাধ্য হয়েছিল দেবাংশু। আর জানার পরই সুতপাকে দেখার জন্য মঞ্জরী অস্থির। অ্যাই, নিয়ে এসো না একদিন, তোমার টেস্টটা একটু যাচাই করে দেখি! আজ আনব কাল আনব করে হয়ে ওঠেনি দেবাংশুর।

তার পরই তো এসে পড়ল সেই কালবেলা। সুধাংশুর অসুখটা ধরা পড়ার পর প্রথমটা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল মঞ্জরী। মাত্র সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সে কটা মেয়েই বা বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত থাকে? আর সুধাংশুর মৃত্যুর পর সে তো ভেঙে গেলখান। দেবাংশু তাকে সান্ত্বনা দেবে কি, কথা বলতে গেলে তারও চোখে জল এসে যায়। নেহাত মিমলিটা ছিল বলেই না তার মুখ চেয়ে সামলে উঠতে পেরেছিল মঞ্জরী।

আশ্চর্য, তখন কিন্তু মঞ্জরী আর ভুলেও সুতপার নাম উচ্চারণ করত না। কেন যে করত না?

দেবাংশু তো বলেছিল সে পাশে আছে, মঞ্জরী-মিমলি মোটেই জলে পড়েনি, তবু বোধহয় একটা চোরা নিরাপত্তাহীনতা ছিল মঞ্জরীর। হয়তো

BanglaBook.org

আশংকা ছিল সুতপা এসে গেলে সংসারে তার আর মিমলির জায়গাটা আরও নড়বড়ে হয়ে যাবে। নাকি সে কচি বয়সে মেয়ে নিয়ে বিধবা হল, আর দেবাংশু তার সামনে বউ নিয়ে আহ্লাদ করবে, এ দৃশ্য তার কাছে দুঃসহ ঠেকত? কিংবা হয়তো এসব কিছুই নয়। হয়তো ওই সময়ে দেবাংশুর বিয়ের কথা মঞ্জরীর মাথাতেই আসেনি। নিজের ঘায়েই তো তখন কুকুর পাগল। মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। চলছে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি, টাইপ শর্টহ্যান্ডের ক্লাস, টিউশ্যনির চেষ্টা....। শাশুড়ি ছিলেন বলে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা মঞ্জরী একবারও তোলেনি। মেয়ে নিয়ে বড়ো জোর দিন পনেরো গিয়ে থেকেছে বাপের বাড়িতে, কি এক মাস, তারপরই প্রত্যাবর্তন। মিমলি বিহনে বড়ো একা হয়ে যেতেন যে মিমলির ঠাকুমা।

দেবাংশুও স্বাভাবিক হচ্ছিল একটু একটু করে। সময় এক আশ্চর্য যাদুকাঠি, অতি বড়ো শোককেও সে দিব্যি ধীরে ধীরে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তবে তখনও সে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল, সংসারে আর কোনও অনাবশ্যক জটিলতা আনতে সে রাজি নয়। অবশ্য ভবিষ্যৎ তো মানুষ দেখতে পায় না, হয়তো আরও কিছুদিন কাটলে দেবাংশুর মনোভাব বদলালেও বদলাতে পারত। আরও দু'তিন বছর সুতপা বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলে দেবাংশুর ওপর কি একটা উল্টো চাপ তৈরি হত না? হয়তো তখন জীবনটাকে অন্য ভাবে ছকত দেবাংশু। তা সুতপাই বা তাকে সে সুযোগ দিল কই! বিয়ের জন্য মরিয়া হয়ে সে বরং দেবাংশুর বুকের পাথরটাকে সরিয়ে দিল। অনেক সহজে দেবাংশু সম্পর্কটায় ইতি টানতে পেরেছিল সেদিন।

তবে কষ্ট কি সে কম পেয়েছিল? বুক যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল আচমকা। গভীর শূন্যতা, সে যে কী গভীর শূন্যতা! অফিস থেকে ফিরে মন খারাপ করে শুয়ে থাকত সারাক্ষণ। বার বার মনে হত, সুতপাকে ফিরিয়ে দেওয়া কি ঠিক হল? আর কি কোনও উপায়ই ছিল না?

সেই সময়েই সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটে গেল।

অফিস থেকে ফিরে সেদিন সন্ধেবেলা যথারীতি আলো নিবিয়ে শুয়ে ছিল দেবাংশু। হঠাৎ ঘরে মঞ্জরী। আলো জ্বেলে বলল,—কী ব্যাপার?

BanglaBook.org

সন্ধেবেলা শুয়ে কেন?

—এমনিই। দেবাংশু শুকনো গলায় বলল,—মাথা টিপটিপ করছে।

—রোজই মাথা ধরছে নাকি? রোজই তো দেখি সন্ধেবেলা আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকো!

দেবাংশু উত্তর দেয়নি।

—ডাক্তার দেখিয়েছ?

দেবাংশু এবারও চুপ।

মঞ্জরীর বুঝি সন্দেহটা ছিলই। কাছে এসে একটুক্ষণ দেখল দেবাংশুকে। তারপর নিচু গলায় বলল,—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কী?

—তোমার কি সুতপার সঙ্গে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে?

—কেন?

—না মা'ও বলেছিলেন.....কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা বলছ না, ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া করছ না.....!

দেবাংশু এবারও চুপ।

—কী হয়েছে বলো না? হাল্কা হয়ে যাবে। কী হয়েছে সুতপার সঙ্গে?

ম্লান মুখে দেবাংশু বলল,—হওয়া-হওয়ির আর কিছু নেই বউদি। আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।

—সে কী? কেন?

—আমিই দাঁড়ি টেনে দিলাম।

—তুমি?

—হ্যাঁ, আমিই। বিয়ে বিয়ে করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল।

—অন্যায় কী বলেছে? এত দিন ধরে মিশছ, এবার তো বিয়েটা করে ফেলাই উচিত।

—এই সিচুয়েশানে কি তা সম্ভব?

—অসম্ভবই বা কেন? তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসো.....। দ্যাখো, অমঙ্গল যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে, তা বলে শুভকাজ বন্ধ থাকবে কেন?

BanglaBook.org

—কোনটা শুভকাজ, কোনটা অশুভ তা কি আমরা জানি? আমি পারব না বউদি। আমার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

—কেন সেটা বলবে তো?

—সবই কি খুলে বলতে হবে বউদি? বুঝতে পারছ না? অন্তত তোমার তো বোঝা উচিত।

মঞ্জরী যেন ছিটকে গেল সামান্য। স্থির চোখে একটুক্ষণ দেবাংশুকে দেখে নিয়ে আহত গলায় বলল,—স্যাক্রিফাইস?

—তোমার কি তাই মনে হল? দেবাংশু উঠে বসল,—আমি মোটেই মহামানব নই বউদি। মন চাইছে না তাই করব না।

—মন এমন উদ্ভট জিনিস চাইবে কেন? বুঝতে পারছ না, এতে আমি সারাটা জীবন অপরাধী হয়ে থাকব! মনে হবে আমাদের দয়া করার জন্যই তুমি.....!

—মঞ্জরী প্লিজ্। খপ করে মঞ্জরীর হাত চেপে ধরেছিল দেবাংশু,—দয়া নয়। বিশ্বাস করো, এ দয়া নয়।

আশ্চর্য, মঞ্জরী হাত ছাড়িয়ে নিল না। বউদি না বলার জন্য চোখও পাকাল না। একদৃষ্টে দেখছে দেবাংশুকে। আস্তে আস্তে দু চোখ জলে ভরে গেল। গাল বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে অশ্রু। নিঃশব্দে।

কী ভাবছিল মঞ্জরী সেই মুহূর্তে? সবে দেড় বছর আগে মরে গেছে দাদা, এর মধ্যেই তাকে প্রেম নিবেদন করছে দেবাংশু? নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে কাঁদছিল?

দেবাংশুই ছেড়ে দিয়েছিল হাতটা। মঞ্জরী চলে গিয়েছিল ধীর পায়ে। অপসৃয়মান মঞ্জরীকে দেখতে দেখতে তখন কী মনে হচ্ছিল দেবাংশুর? এই মুহূর্তে মনে পড়ে না ঠিকঠাক। তবে এটুকু স্মরণে আছে, তীব্র এক আলোড়ন চলছিল হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। কারণটা ভালোবাসা হতে পারে, করুণা হতে পারে, সহানুভূতি হতে পারে, আবার পাপবোধও হতে পারে। কিংবা সব কিছু মিলেমিশে গড়ে ওঠা সম্পূর্ণ এক অচেনা অনুভূতি হওয়াও বিচিত্র নয়। সমস্ত অনুভূতিরই কি সংজ্ঞা থাকে? বর্ণনা কি করা যায় প্রজাপতির

BanglaBook.org

কোন্‌টা সঠিক রঙ?

সেই রাত্রেই আবার চমক। অনেক রাত অবধি এপাশ-ওপাশ করে সবে তখন তন্দ্রা নেমেছে দেবাংশুর চোখে। হঠাৎই গায়ে উষ্ণ নরম হাতের ছোঁওয়া। ধড়মড় করে জেগে উঠল দেবাংশু। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টের পেল মঞ্জরী এসেছে বিছানায়। বিস্ময় ভাঙার আগেই মঞ্জরী জড়িয়ে ধরল তাকে, পাগলের মতো মুখে মুখ ঘষছে। অস্ফুটে বলে চলেছে,

—দেবু! দেবু! দেবু!

দেবাংশুর শরীরে আগুন জ্বেলে উঠল। উন্মত্তের মতো ডুবল মঞ্জরীতে। যেন শুধু মঞ্জরী নয়, মঞ্জরীর মধ্যে দিয়ে মিলিত হচ্ছে সুতপার সঙ্গে। যেন সমস্ত অতৃপ্ত বাসনার খেদ মিটিয়ে নিচ্ছে এক রাতে।

নিঃসাড়ে এসেছিল মঞ্জরী, চলেও গেল নিঃসাড়ে।

পরদিন থেকে মঞ্জরী আবার আগের মতন। গত রাতের ঘটনার কণামাত্র ছাপ নেই তার মুখচোখে। কথা বলছে স্বচ্ছন্দ স্বরে, ঘরের কাজকর্ম করছে নিয়ম মতোই, মিমলিকে স্নান করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, দেখভাল করছে শাশুড়ির। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরল দেবাংশু, তবে অন্ধকারে শুয়ে না থেকে বই-টই পড়ল। ঘরে এসে চা-জলখাবার দিয়ে গেল মঞ্জরী, হাবেভাবে সামান্যতম ছায়াও এল না নৈশঅভিসারের।

দেবাংশু সে রাতে দম বন্ধ করে প্রতীক্ষায় রইল মঞ্জরীর। পরের রাতেও। তার পরের রাতেও।

মঞ্জরী এল না। আর আসেওনি কোনও দিন।

এখনও মাঝে মাঝে দেবাংশুর মনে হয় ওই রাতটা বুঝি সত্যি ছিল না। হয়তো স্বপ্ন। কিংবা হ্যালুসিনেশান। মঞ্জরী তো আসেইনি, তার অভিব্যক্তিতেও এতটুকু আমন্ত্রণ ফোটেনি কখনও।

তবে হ্যাঁ, স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছে বটে। মাঝে-মধ্যে। আজকের মতোই। এক-আধটা ঘটনা তো দেবাংশুর মর্মে গাঁথা আছে। নার্সারি স্কুলে চাকরি পেয়ে মঞ্জরী যেদিন জয়েন করতে যাচ্ছিল, দেবাংশু তরল ভাবেই বলেছিল, —ফালতু একটা কাজ নিলে! এটা কি না করলে চলছিল না?

BanglaBook.org

পলকে ঝলসে উঠেছিল মঞ্জরীর চোখ,—পায়ের তলায় যা হোক একটা কিছু থাকা তো ভাল।

—কেন? পায়ের নীচে মাটি নেই?

—কী করে বুঝব, এটা মাটি, না চোরাবালি?

অর্থাৎ দেবাংশুকে মাটি বলে গণ্য করেনি মঞ্জরী। এত মসৃণ ভাবে সংসার চালাচ্ছে, হাসিমুখে সবার বায়না মেটাচ্ছে, তার পরও।

আজও কি মঞ্জরীর মধ্যে রয়ে গেছে ওই অনুভূতি? নাহ্, মঞ্জরীকে বোঝা দায়।

পার্কের ও প্রান্ত থেকে এক কিশোর লম্বা কিক মেরেছে ফুটবলে, পায়ের কাছে উড়ে এল বলটা। ঝুঁকে কুড়োল দেবাংশু, ছুঁড়ে দিল সজোরে। কেন সে রাতে মঞ্জরী অভিসারে এসেছিল? দেবাংশুর বিয়ে না করাটাকে করুণা বলে ধরে নিয়ে মূল্য চোকাতে চেয়েছিল? স্যাক্রিফাইসের বিনিময়ে শরীর উপঢৌকন? নাকি ক্ষণিকের তরে উদয় হয়েছিল ভালোবাসা? তাহলে তা উবেই বা গেল কেন? সঙ্গে সঙ্গে? নিজের দেড় বছরের উপোসী দেহের খিদে মেটাতেই সে রাতে দেবাংশুকে ব্যবহার করেনি তো? তাই যদি হয়, তবে তো মঞ্জরী আবার আসত। অবশ্য আর একটা কারণও থাকতে পারে। হয়তো সেদিন শরীর দিয়ে দেবাংশুর ওপর অধিকারটাকে পাকাপাকি ভাবে কায়েম করতে চেয়েছিল মঞ্জরী!

তাহলে ওই চোরাবালির অনুভূতি কেন? চোদ্দ বছর পরেও?

বিকেল ফুরিয়ে এল। অন্ধকার নামছে পার্কে। পথবাতি জ্বলে উঠছে একে একে। হ্যালোজেনের দ্যুতি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে মাঠে। হাল্কা আবছায়ায় কিছুই যেন এখন স্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান নয়। থেমে আছে বাতাস। গাছের পাতারাও নিথর।

দেবাংশুর বুক নিংড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। প্রহেলিকা, প্রহেলিকা, মঞ্জরী সত্যিই প্রহেলিকা।

BanglaBook.org

বিশ্রী একটা ইলেকট্রিক বিল এসেছে এ মাসে। টাকার অঙ্কটা দেখার পর থেকে মঞ্জরীর মেজাজ টঙে চড়ে আছে। তিন ঘরে পাখা চলে, বসার ঘরে দু'চার ঘণ্টা, আর চলছে টিভি-ফ্রিজ, এতে মাস গেলে চোদ্দশো টাকা বিল ওঠে? এসি নেই, ওয়াশিং মেসিন নেই, এখন গিজার চলার প্রশ্নই ওঠে না, তার পরেও এত? কস্মিনকালে জুলাই মাসে ছশো সাড়ে ছশোর বেশি এসেছে?

মঞ্জরীর কোপটা গিয়ে পড়ছে মিমলির ওপর। পাখা চালিয়ে দু' মিনিটের জন্য ঘর থেকে বেরোলে তো কথাই নেই, টেপ বাজালেও রে রে করে উঠছে। কড়া ফরমান জারি হয়েছে, যত অন্ধকারই থাকুক, দিনের বেলা বাথরুমে আলো জ্বালানো চলবে না। দেবাংশুর ওপর আক্রমণ অবশ্য হচ্ছে অন্য ভাবে। ঠারে-ঠোরে। এই একজন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর সময় পায়, একবার ইলেকট্রিসিটি অফিসে যাওয়ার সময় হয় না.....টাকা ফেলেই সব দায়িত্ব খালাস, আর তো কোনও দিকে তাকানোর দরকার নেই.....!

শুনতে শুনতে দেবাংশু তিতিবিরক্ত। সর্বক্ষণ এই মেজাজ কাঁহাতক ভাল লাগে! সব ব্যাপারেই মঞ্জরী আজকাল বড্ড চিল্লামিল্লি করছে। মিমলির কোচিং থেকে ফিরতে একটু দেরি হল তো ষাঁড়ের চোটে বৃন্দাবন। বাড়ি ফেরার দরকার কী, রাস্তায় থাকলেই পারো! মালতীর মা মুরগির মাংসে সেদিন নুন বেশি দিয়ে ফেলেছিল, তাকেও ছ্যারছ্যার করে চাট্টি শুনিয়ে দিল। বেচারী বয়স্ক মানুষটার চোখ ছলছল। দেবাংশু বাজার থেকে ইলিশমাছ নিয়ে এল, পেটে বেশি ডিম ছিল বলে খেতে বসে কী নাক সিটকানো! সঙ্গে ফাটা রেকর্ডের মতো ওই ইলেকট্রিক বিলের গান তো চলছেই।

অগত্যা দেবাংশুকে নড়েচড়ে বসতেই হয়। অন্তত ওই বিলের জন্য।

BanglaBook.org

চিন্তাভাবনা করে অফিসে এসে আজ বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল দেবাংশু। সোজা সি-ই-এস-সির সদর দপ্তর। বিল নিয়ে দেখা করল অফিসারের সঙ্গে। তা তিনি একটি চিজ বটে। অভিযোগকারীর অন্ত নেই, সকলের আর্জিই শোনেন তিনি। মুখে একটা মোলায়েম হাসি ঝুলিয়ে। তবে কোনও আশ্বাসও দেন না, সমস্যা শুনে বিহ্বলও হন না। তাঁর মধুর নীলচে মুখে সাফ কথা— বিল আগে জমা করে দিন, চাইলে কিস্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কর্তৃপক্ষ টাকা পেলে তবে অভিযোগ নেড়েঘেঁটে দেখবে!

বিরসবদনে দেবাংশু ব্যাংকে ফিরল। ফলাফল জেনে মঞ্জরীর কী প্রতিক্রিয়া হবে ভাবতে ভাবতে। সিটে বসতে না বসতেই শুনল, তার একটা ফোন এসেছিল। কোন এক মহিলার। আবার নাকি খানিক বাদে করবে বলেছে।

দেবাংশুর বুক শিরশির করে উঠল। শ্রীলেখা! গোটা গত সপ্তাহটা যাদবপুরের পথ মাড়ায়নি, তাই বোধহয়.....! ইচ্ছে করেই যায়নি দেবাংশু। রোজই শ্রীলেখার মুখখানা তাকে টানে, তবুও। গেলেই তো বাড়িতে খ্যাচাখেচি, অশান্তি.....। তাছাড়া মঞ্জরী তো খুব একটা ভুল বলেওনি। বন্ধুর সদ্যবিধবা বউ-এর ব্যাপারে গায়ে পড়ে বেশি উৎসাহ দেখানো বোধহয় সত্যিই শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। শ্রীলেখার যদি সত্যিই প্রয়োজন হয়, তো ডাকবে তাকে। সে যেচে উপচিকীর্ষু সাজবে কেন!

আজ ফোন করছে মানে নিশ্চয়ই দরকার পড়েছে শ্রীলেখার। মনে মনে শ্রীলেখার সঙ্গে একটা কথোপকথন গুছিয়ে নিল দেবাংশু।

....কী হল আপনার? আসছেন না যে বড়ো?

....আর বলবেন না, নানা রকম কাজে-কর্মে.....। আপনার খবর ভালো?

....আছি একরকম। সেই কম্‌পেনসেশানের কথা আর এগোল?

....সময় করে উঠতে পারিনি। এই যাব আজকালের মধ্যে।.....পাপু কেমন আছে? স্কুল চলছে ঠিক মতো?

....এখনও তো চলছে। কতদিন চালাতে পারব জানি না।

....হিমাদ্রির অফিস থেকে গ্র্যাচুয়িটির টাকাটা নিয়ে এসেছেন?

BanglaBook.org

....হ্যাঁ। ওইটুকুনি তো এখন সম্বল। আমার নন্‌দাই তো দু'দিন আসব বলে এলেন না। তারপর যা হোক....

....ব্যবসার কথা নিয়ে কিছু ভাবলেন?

....আপনি আসুন না, একটু আলোচনা করি।

....দেখুন একটা কথা বলি। হিমাদ্রি আমার বন্ধু ছিল, সেই সুবাদে যাই বটে। কিন্তু যতই হোক, আমি তো বাইরের লোক। আমার মতামতের ওপর ডিপেন্ড করে থাকাটা কি ঠিক? আপনার আপনজনরা আছে....আই মিন ভাই বাবা মা ননদ ভাসুর....তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। তাঁরাও অবশ্যই ভালো চাইবেন।

....আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

....আরে না না, তা কেন! সংসারের যা নিয়ম তাই বলছি।

....আপনিও এখন আমাদের পর নন। সত্যি বলতে কি, আপনাকে দেখলে আমি খুব বলভরসা পাই।

....সো কাইন্ড অফ ইউ।

....আপনি আসছেন তো তাহলে?

....যাব তো বটেই। ওই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করে নিই!

....এমনিও তো আসতে পারেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের দুটো কথা বলতেও তো ভাল লাগে।

....বলছেন?

....বলছি। আমি আপনাকে সত্যিই একটু অন্য চোখে দেখি।

এতটা কি বলবে শ্রীলেখা? মনে হয় না। তবু মনে মনে প্রস্তুত থাকা ভালো। খানিকটা রিজার্ভড থাকতে হবে এবার থেকে। শ্রীলেখাকে বুঝিয়ে দিতে হবে সে মোটেই যাওয়ার জন্য ল্যা ল্যা করছে না। কাল্পনিক সংলাপ রচনা করতে করতেই কম্পিউটারের কিবোর্ড টিপছিল দেবাংশু। মিনিট চল্লিশ বাইরে ছিল, যথেষ্ট কাজ জমে গেছে টেবিলে। সারছিল ধীরেসুস্থে।

মিনিট কুড়ি পর চোখ সরল মনিটার থেকে। একটানা বেশি [illegible] তাকিয়ে

BanglaBook.org

থাকা যায় না, মাথা জ্যাম হয়ে যায়। দেবাংশু ছোট একটা আড়মোড়া ভেঙে নিল। চশমা নামিয়ে মুছল চোখ।

আবার পরছে চশমা, পিছনে স্বদেশ দত্ত। পিঠে একটা টোকা দিয়ে বলল,—কী, টায়ার্ড মনে হচ্ছে?

—না না। জাস্ট শরীরটা একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছি।

—আমিও মাথা ছাড়াচ্ছি। গৌতম কানের কাছে যা বকবক করে গেল!

—কী নিয়ে?

—দ্যাখোনি, ব্যাংক ইউনিয়ানের সঙ্গে গভর্নমেন্ট বসছে!

—হুম্। দেখছিলাম কাগজে। লাভ হবে কিছু?

—গৌতম তো প্রচুর আশ্বাসবাণী শোনাল। এবার নাকি ভালো পে-হাইক হবে। তবে স্টাফ ডিপ্লয়মেন্টের বেলায় ইউনিয়ানকে বোধহয় খানিকটা জমি ছাড়তে হবে।

—অর্থাৎ গৌতম তাহলে স্বীকার করে নিল, কর্মী সংকোচনের ইশ্যুতে ওরা পিছু হটছে?

—সম্ভবত। দেখা যাক কী হয়। বলে এগোতে গিয়েও ফিরেছে স্বদেশ, —আচ্ছা, একটা কথা.....। তুমি একটা ফিল্ম ক্লাবে আছ না?

—হ্যাঁ। কেন।

—রেগুলার শো-টো হয়?

—মাসে-দু'মাসে প্যাকেজ-ট্যাকেজ আসে। মেম্বারশিপ নেবেন নাকি?

—আমার বুঝি আর ওই সব হিট ছবি দেখার বয়স আছে? স্বদেশ চোখ টিপল,—আমার শ্যালকের খুব ইন্টারেস্ট। কাঁচা বয়স.....তোমার মতো ব্যাচেলার....কন্স্ট্রাকশান লাইনে গেছে....ফুর্তিফার্তাতেও বেজায় আগ্রহ।

—কী করে শ্যালক?

—বাড়ি বানায়। নিজে হাতে করে না। প্রোমোটারের সঙ্গে আছে। এই তো কসবার বোসপুকুরে দুটো সাইটে ওদের কাজ চলছে।

কাল রাত্তিরে মিমলির সঙ্গে ফ্ল্যাট কেনা নিয়ে কথা হচ্ছিল দেবাংশুর। মিমলি তেমন উৎসাহ দেখাল না বটে, তবে আপত্তিও জানায়নি সেরকম।

BanglaBook.org

বলছিল, দ্যাখো যা ভালো বোঝো করো। তবে একদম ধ্যাধ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে কিনো না!....কসবা বোসপুকুরের দিকটা তো খারাপ নয়, মোটামুটি কমিউনিকেশানের ব্যবস্থা আছে।

দেবাংশু আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করল,—ওদিকে আর ফ্ল্যাট খালি আছে?

—ঠিক বলতে পারব না। খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।....তুমি নেবে নাকি?

—ভাবছি।...বয়স তো হচ্ছে, কতকাল আর বাড়িভাড়া গুনব!

—বটেই তো। গোটা খরচটাই ওয়েস্টেজ। ....অবশ্য মহাকালের হিসেবে কিসুই না। তিনিই দিচ্ছেন, তিনিই নিচ্ছেন, আমরা তো নিমিত্তমাত্র। কী বুঝলে?

শিবু এসে ডাকছে,—দাদা, আপনার ফোনটা এসেছে। সেই ভদ্রমহিলা।

দেবাংশুর হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। কারণ ছাড়াই। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল,—তাহলে আপনার শালার সঙ্গে একদিন কথা বলিয়ে দিন না। ফিল্‌ম ক্লাব নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না, হয়ে যাবে।

দ্রুত ম্যানেজারের ঘরের দিক যেতে গিয়েও দেবাংশু গতি কমাল আচমকা। ছুটে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না, ওতে স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কোথায় যেন সেদিন পড়ছিল না, যত তুমি অন্যকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, ততই সুবিধেজনক অবস্থায় থাকবে!

দুলকি চালে হাঁটতে হাঁটতে কাউন্টারের ওপাশের হালকা ভিড়ে চোখ বুলিয়ে নিল দেবাংশু। আর একবার সংলাপগুলো সাজাল ভেতরে ভেতরে। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে রিসিভার চাপল কানে। নিরাবেগে স্বরে বলল,—ইয়েস, স্পিকিং।

—দেবাংশু? কোথায় বেরিয়েছিলে তুমি?

শ্রীলেখা নয়, সুতপা।

তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা উত্তেজনাটা নিবে গেল। নিরুত্তাপ গলায় দেবাংশু বলল,—কাজ ছিল একটু। পারসোনাল।

BanglaBook.org

—তাই বলো। আমি ভাবলাম অফিস থেকে কাট মারলে।

—আমার আর সে বয়স নেই। দেবাংশু টেরচা চোখে ফাইলে মুখ ডোবানো ম্যানেজারকে দেখে নিল। মুখ নয়, টাকটাই দেখা যাচ্ছে শুধু। গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল,—বলো কী বলছ?

—আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি দেবাংশু।

সুতপার গলায় মিনতির সুর। তবু যেন উদ্বিগ্ন হল না দেবাংশু। বিপদ তো সুতপার লেগেই আছে। আজ আবার কী কাহানি শুনতে হবে কে জানে! বলল,—হলটা কী?

—আর বোলো না....যা একখানা সিচুয়েশানে ফেঁসেছে প্রদীপ্ত!....জানো, কী কাণ্ড করেছে ভিজিলেন্সের লোকেরা? প্রদীপ্তর সব কটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিল্ করে দিয়েছে। আরও নাকি কী সব কমপ্লেন ছিল ওর এগেন্স্টে। সব একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে....। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলো তো? কী হেল্পলেস্ কন্ডিশান!

—হুম্। খুবই অড্।

—আমি যে এখন কী করি! আজ তো অফিসেও যেতে পারলাম না। বাড়ি থেকেই ফোন করছি।....কী যে গেরোয় পড়লাম! ভিজিলেন্স অফিসারটা নাকি খুব প্রম্পট্। এক-দু'সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট ফ্রেম করে দেবে। আমার অবশ্য বিশ্বাস হয় না। গভর্নমেন্ট অফিসে অত তাড়াতাড়ি কাজ হয়? তুমিই বলো?

দেবাংশু আমতা আমতা করল,—আমি তো ঠিক এসব ব্যাপার জানি না.....

—আমিও কি ছাই জানি? এখন গাড্ডায় পড়ে জানতে হচ্ছে। সুতপার গলা যেন একটু ধরে এল,—প্রদীপ্ত বেচারা তো শোকে মুহ্যমান। কী বলছে, কী করতে চাইছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। একবার বলছে মরে যাব, একবার বলছে বাঁচাও.....

দেবাংশু ভেবে পেল না কী বলবে। চুপ করে রইল।

সুতপা আবার বেজে উঠেছে কানে,—অ্যাই দেবাংশু, বলো না কী

BanglaBook.org

করি? এ সময়ে ওর পাশে তো আমার দাঁড়ানো উচিত, নয় কি? যদি কেসটা সারভাইভ করে, ও তো হয়তো শুধরোলেও শুধরোতে পারে, কী বলো?

—অবশ্যই। দেবাংশু তাড়াতাড়ি বলল,—ধাক্কা খেলে মানুষের চেঞ্জ আসে। অ্যান্ড নেভার ইট ইজ টুউ লেট।

—শুধরোলেই মঙ্গল।.....এখন বুঝছ তো, তুমি আমায় কী বিপদে ফেলেছ?

—আমি?

—তুমি ছাড়া আর কে? তোমার জন্যই তোর ওর সঙ্গে আমার জীবনটা জড়িয়ে গেল। ওপারে সুতপার গলা ফের ভিজে ভিজে,—এ বোধহয় আমার কপাল ছিল। বিধির লিখন, কে খণ্ডাবে! যাক গে, কাজের কথা শোনো। তোমাকে কিন্তু আমার পাশে থাকতে হবে।

—মানে?

—বললাম না, ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিল করে দিয়েছে। লইয়ার যে লাগাব, তার পয়সা কোথায়? আমার একটা অ্যাকাউন্ট ওর সঙ্গে জয়েন্ট ছিল, সেটাও তো আটকে গেল। সিংগল অ্যাকাউন্টে আমার তেমন কিছুই তো পড়ে নেই। বুঝতে পারছ অবস্থাটা?.....হাজার তিরিশেক টাকা তুমি আমায় দিতে পারবে না? আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তো চাইতে পারছি না, ওর মানসম্মানটাও তো দেখতে হবে। এক তুমিই আছ.....

দেবাংশু হুঁ-হ্যাঁ কিছুই বলল না।

—কী ভাবছ? টাকা আমি মারব না, মাসে মাসে মাইনে থেকে শোধ করে দেব।.....প্রদীপ্তকে তুমি যদি দেখতে দেবাংশু, তোমারও মায়া হত।

দেবাংশুর হাসি পেয়ে গেল। প্রদীপ্তর ওপর করুণা জাগানোর কী আন্তরিক প্রয়াস! মুখে যাই বলুক, প্রদীপ্তকে সত্যিই ভালোবাসে সুতপা। যখন সুতপা প্রতিহিংসায় ছটফট করত, তখনও বুঝি কিছু দুর্বলতা ছিল দেবাংশুর ওপর, এখন আর নেই। এ এক ধরনের স্বস্তিও বটে। এক ধরনের মুক্তির স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে চিন্তাটায়। দেবাংশুর কাছে নিজেকে অসুখী প্রতিপন্ন করাটা বুঝি সুতপার নিছকই খেলা। দেবাংশু তার কষ্টে পীড়িত হচ্ছে ভেবে নিয়ে

BanglaBook.org

সুতপা কি কোনও ধর্ষকামী সুখ অনুভব করে? এখন কেন যেন মনে হচ্ছে সুতপা কোনও দিনই তাকে ভালোবাসেনি। তারও সুতপার ওপর একটা মোহ ছিল মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। নাহলে সুতপার কাতর অনুনয়ও তার বুকে সেভাবে ঢেউ তুলতে পারে না কেন?

তা বলে নীচ হতে সে পারবে না। পুরনো বন্ধুত্বের মর্যাদাটুকু সে দেবে। হ্যাঁ, বন্ধু। সুতপা তার শত্রু তো নয়।

স্পষ্ট গলায় দেবাংশু বলল,—ঠিক আছে, টাকা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। কবে লাগবে?

—যাক বাঁচালে। টাকাটা জোগাড় হয়ে রইল। সুতপার স্বরও অনেকটাই স্বচ্ছ,—ফোন করব তোমায়। জানিয়ে দেব। প্রার্থনা করো, যেন ভালয় ভালয় এ দুর্যোগ থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।

—ও শিওর।

আশ্চর্য মানুষের মন! এক্ষুনি নিজেকে নির্ভার লাগছিল দেবাংশুর, অথচ সিটে ফিরে বসতে না বসতেই কুটুস কুটুস পিঁপড়ের দংশন। প্রদীপ্ত নামের লোকটাকে সে চেনে না, তার ছবি পর্যন্ত দেখেনি কখনও। সে রোগা না মোটা, লম্বা না বেঁটে, সে সম্পর্কেও তার তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। সুতপা তার সম্পর্কে যা গল্প করে তা থেকে মনেও হয় না প্রদীপ্ত দারুণ কিছু। বরং ধারণাটা খারাপের দিকেই যায়। এ হেন মানুষ সুতপার ভালবাসা পেয়েছে, এ ভাবনাতেও কেমন যেন একটা মৃদু ঈর্ষা পিনপিন করে বুকে। জ্বালা নেই, ঝাঁঝ নেই, তবু অনুভূতিটা ঈর্ষাই। সুতপা তাকে এখনও ভালবাসে, এই সুপ্ত অহংকারটাও ভেঙে গেল, খারাপ কি একটুও লাগবে না?

দুটো বাজল। টিফিন আওয়ার। ক্যাশের নন্দিতা বাগ্‌চী টিফিনবাক্স নিয়ে এসে বসেছে চিত্রা দাশগুপ্তর পাশের চেয়ারে। দুজনেই চল্লিশ ছুঁইছুঁই। নিচু স্বরে নন্দিতা কী যেন বলল চিত্রাকে, দুজনেই আড়চোখে দেখে নিল দেবাংশুকে, আরও নামিয়ে ফেলল গলা।

দেবাংশু কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করল। মেয়েরা যখন নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপে মগ্ন হয়, তার কাছাকাছি থাকলেও নিজেকে কেমন বোকা বোকা

BanglaBook.org

লাগে। উঠে বাইরে গিয়ে টিফিন সারল দেবাংশু। ফুটপাথের রুটি-সব্জি, আর পাশের দোকান থেকে সন্দেশ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গেল একবার চাঁদনির দিকটায়। বাইরের ঘরের পরদা বদলাচ্ছে মঞ্জরী, কাল কাপড় কিনে দর্জিকে সেলাই করতে দিয়েছে, দেবাংশুকে রডে লাগানোর রিং এনে দেওয়ার কথা বলেছিল। কিনতে কিনতে মঞ্জরীর কঠিন মুখটা মনে পড়ল আবার। ফ্ল্যাট হোক ছাই না হোক, বুককেস একটা সত্যিই দরকার। যাবে নাকি আজ বিকেলে? পার্ক স্ট্রিট থানাতেও একবার গেলে হয়। নিজেই যেচে শ্রীলেখার মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার একটা আশা জাগিয়েছে, এখন দুম করে নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়া কি ভাল দেখায়? চাপ না থাকলে থানার মেজবাবুটি যে কোনও উচ্চবাচ্য করবে না, এ ব্যাপারে দেবাংশু নিঃসন্দেহ। নাহ্, আজ একবার ওদিকে যেতেই হবে।

অফিস ছুটির মুখে মুখে বেশ কিছু কাজ এসে গেল আচমকা। ম্যানেজারের ঘরে আটকে থাকতে হল অনেকক্ষণ। দেবাংশু বেরোল ভারী আকাশ মাথায় নিয়ে। দু'চার পা যেতে না যেতে বৃষ্টি। তেমন একটা জোরে নয়, টিপটিপ টিপটিপ। মাথা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল দেবাংশু। পথে হিমাদ্রিদের অফিস, প্রাচীন বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেই বোঁটকা গন্ধটা ঝাপটা মারল নাকে। পেরোল বই-এর দোকানগুলো, সেই চায়ের ঠেকটাও। দুর্ঘটনার পর বেশ কয়েকবার দেবাংশু এ পথে এসেছে, তবে আজকের ভেজা ভেজা মলিন বিকেলে বুকটা কেন যেন হঠাৎ ভারী ভারী ঠেকছিল। আবছা ভাবে মনে পড়ল, একটা স্বপ্ন দেখেছিল কাল রাতে। প্রায়ই দেখে। হিমাদ্রিও ছিল স্বপ্নে। প্রায়ই তো থাকে। .....কী যেন দেখছিল.....কী যেন? সকালে ঘুম ভাঙার পরও খানিকক্ষণ রেশ ছিল স্বপ্নটার, এখন আর ঠিক স্মরণে আসছে না। কলেজের কোনও সিন? উঁহু। কলেজ ক্যান্টিনটা ছিল। সেখানে থেকে হঠাৎ একটা সমুদ্র এসে গেল না? নীলাভ জল....ঢেউ....হা হা হাসছিল হিমাদ্রি.....তারপর যেন কী?.....কী যেন?

সহসা ফুটপাথে পা গেঁথে গেছে দেবাংশুর। সামনেই সেই অভিশপ্ত

BanglaBook.org

বাড়ি! টিন দিয়ে ঘেরা এখন। গায়ে ঝুলছে করপোরেশানের নোটিস—সাবধান! বিপজ্জনক গৃহ! শুনেছিল বাড়িটা শিগগিরই ভেঙে ফেলা হবে, কই কাজ শুরু হল না তো? দেবাংশুর বিস্ফারিত চোখ দেখছিল টিনঘেরা জায়গাটার গায়ে ঘর বেঁধেছে এক ভিখারি পরিবার। প্লাস্টিকের ছাউনি তুলে। ভাঙা কার্নিশের ঠিক নীচটায় পা ছড়িয়ে বসে খেলা করছে এক আধা উলঙ্গ শিশু।

কল্পদৃশ্য নয় তো? কোনটা সত্যি? ওইখানে একটা মানুষের মুখ থুবড়ে পড়ে মৃত্যু? না ওই ভেজা ফুটপাথে শিশুর নির্বিকার খেলা? নাকি দুটোই?

—আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু খুব ঝগড়া আছে দেবাংশুবাবু।

—কেন? কী করলাম?

—ছি ছি, কী লজ্জায় যে ফেললেন! বলা নেই কওয়া নেই, অমন এক সেট দামী চেয়ার-টেবিল কিনে পাঠানোর কোনও মানে হয়?

—ওটা তাহলে এসে গেছে! যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম। নিলামঘর অবশ্য বলেছিল আজই সকালে ডেলিভারি দিয়ে যাবে।

—ওফ্, আমাদের যে কী অপ্রস্তুত অবস্থা! লোকটা এসে সকালে কড়া নাড়ছে.....প্রথমে তো ভেবেছিলাম ঠিকানা ভুল করেছে। চালানে আপনার নাম দেখে....। শ্রীলেখা মাথা ঝাঁকাল,—হঠাৎ দুম করে চেয়ার-টেবিল পাঠাতে গেলেন কেন বলুন তো।

—ওটা পাপুর জন্যে। আমার উপহার।

—হঠাৎ?

—কারণ আছে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ বুজল। বুঝি বা মগজের মনিটারে ভেসে ওঠা হিমাদ্রির মুখটাকে দেখে নিল একবার। তারপর বলল,

BanglaBook.org

—আপনাকে একটা কথা আমার বলা হয়নি। অন দ্যাট ফ্যাটাল ডে হিমাদ্রি এল-আই-সির প্রিমিয়াম দিতে তো যাচ্ছিলই, আমার সঙ্গে অকশন শপে গিয়ে একটা চেয়ার-টেবিল কেনার বাসনাও প্রকাশ করেছিল। পাপু খাটে বসে পড়াশুনো করে এটা ওর খারাপ লাগত। ইনফ্যাক্ট, ওই ইচ্ছেটার কথা যখন বলছিল, ঠিক তখনই....। বন্ধুর শেষ ইচ্ছে পূরণ করা কি দোষের?

শ্রীলেখা চুপ হয়ে গেল। যেন থতমত খেয়ে গেছে।

দেবাংশু গলা ঝাড়ল,—পাপুর পছন্দ হয়েছে?

অস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়ল শ্রীলেখা। হ্যাঁ'ই বলল বোধহয়।

শ্রীলেখার অস্বাচ্ছন্দ্যটা দেবাংশু টের পাচ্ছিল। তাকে সহজ করার জন্য হাল্কা ভাবে বলল,—আসলে হয়েছে কী জানেন তো, সেদিন নিজের জন্য একটা বুককেস দেখতে গেছিলাম। তখন হঠাৎ জিনিসটা চোখে লেগে গেল। ফোল্ডিং চেয়ার-টেবিল.....ঘরে জায়গাও কম নেবে.....হিমাদ্রির কথাটাও মনে পড়ছিল....। এবার বলুন, কাজটা অন্যায় হয়েছে কিনা?

—কত পড়েছে?

—দাম জেনে কী হবে, ওটা তো আমার পাপুকে উপহার।

—না না, তা হয় না। শ্রীলেখা জোরে জোরে মাথা নাড়ল,—ওর ইচ্ছে হলে আপনি অন্য কিছু দেবেন। অত দামী জিনিস কেন?

—অসুবিধে কী আছে?

—আছে দেবাংশুবাবু। শ্রীলেখা সরাসরি তাকাল দেবাংশুর চোখে,—এমনিতে তো আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, তার ওপর আবার কেন ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছেন?

দেবাংশু মনে মনে বলল, ঋণ তো আমারই বেশি শ্রীলেখা। পাশ বদলের ঋণ। বেঁচে থাকার ঋণ।

মুখে বলল,—কৃতজ্ঞতা কেন বলছেন?

—বা রে, আপনি উঠে পড়ে না লাগলে কম্‌পেনসেশানটা পাওয়া যেত?

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ভাড়া বাড়ির মালিকের কাছ থেকে পাওয়া গেছে টাকা। পরিমাণ একেবারে হেলাফেলার নয়। পুরো লাখ না হলেও নব্বই হাজার।

BanglaBook.org

অবশ্য তার জন্য টানাহেঁচড়া দরাদরিও হয়েছে বিস্তর। গোটা আলাপ-আলোচনাটাই অবশ্য হয়েছে থানার মেজবাবুর মাধ্যমে, বাড়ির মালিককে একবারও স্বচক্ষে দেখতে পায়নি দেবাংশু। ফৌজদারি কেসে শ্রীলেখারা অ্যাডেড পার্টি হবে, এই ভয় দেখিয়ে মেজবাবুটি যে কত কামালেন ঈশ্বরই জানেন। দুনিয়ায় তো এখন মিড্‌লম্যানদেরই যুগ। সর্বত্রই কাটমানি। সরাসরি লেনদেন কটাই বা হয়! তবু যা হোক কিছু তো মিলল। টাকাটা অবশ্য দেবাংশু হাতে নেয়নি। শ্রীলেখাকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল শনিবার। শ্রীলেখার ভাইকেও। নোংরা নোংরা নোটগুলো নেওয়ার সময়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল শ্রীলেখা।

দেবাংশু উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,—আরে, ছাড়ুন তো। ও টাকা তো আপনার প্রাপ্য ছিল।

—সে তো পেলাম বলে....। না দিলে আমি কী করতে পারতাম, বলুন? কিছুই না।

—আহা, থাক না ওসব কথা।.....ভাবনা-চিন্তা কিছু করলেন?

—কী ব্যাপারে বলুন তো?

—টাকাটা দিয়ে কী করবেন?

—ও হ্যাঁ, আপনাকে তো বলাই হয়নি। ভাই একটা ভালো প্রস্তাব দিয়েছে। বলছে জেরক্স মেশিন বসানোর কথা।

—কিন্তু তার জন্য তো ঘর লাগবে!

—একটা গ্যারেজঘর দেখেছে ভাই। যাদবপুর মোড়ের কাছে ইব্রাহিমপুর রোড আছে, ওখানেই। মেন রাস্তার ওপর। ভাড়া বেশি নয়, তবে সেলামি নেবে। ওখানে নাকি দেড়-দু'লাখ পড়ার কথা। ভাই-এর খুব চেনাজানা বলে এক লাখে রাজি হয়েছে।

—ও। তাহলে তো ওই টাকার পুরোটাই চলে যাবে! দেবাংশু ভাবিত হল,—মেশিন কিনবেন কী করে?

—বাবা সঞ্চয় থেকে কিছু তুলে দিচ্ছে। ভাবছি, সঙ্গে আমার গয়নাগুলোও বেচে দেব। গয়নাগাঁটিতে আমার আর কী কাজ, বলুন?

BanglaBook.org

—হুম্। সিডমানি জমা রেখে ব্যাংক থেকেও লোন তুলতে পারেন! যদি বলেন আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—আপনি তো রইলেনই। এতক্ষণে শ্রীলেখার মুখে চিলতে হাসি, আগে দেখি আমরা কতটা কী করে উঠতে পারি।

'আমরা' শব্দটা ঠক করে কানে বাজল দেবাংশুর। সে তাহলে শ্রীলেখার 'আমরা'র মধ্যে নেই! ওই শব্দটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না শ্রীলেখার পাশে দাঁড়ানোর মানুষ আছে! তারাও করছে যথাসাধ্য! সঙ্গে সঙ্গে যেন এও পরিষ্কার, শ্রীলেখা শুধু দেবাংশুর ওপর নির্ভর করতে আগ্রহী নয়।

ভাবনাটায় তো নিশ্চিন্ত হওয়াই উচিত। তাও যেন একটু মিইয়ে গেল দেবাংশু। বলল,—তবু যদি আপনার কাজে আসতে পারি, আমার ভালো লাগবে।

—জানি। শ্রীলেখা উঠে দাঁড়াল,—বসুন, আর এক কাপ চা করে আনি।

দেবাংশু হাঁ হাঁ করে উঠল,—না না, আর নয়। আর খাব না।

—সে কী? আপনার তো চায়ে কখনও অরুচি দেখিনি।

—আজ একটু তাড়া আছে। উঠব। দেবাংশু ঘড়ি দেখল,—বউদি আর ভাইঝি আজ বিয়েবাড়ি যাবে। আমি ফিরলে তবে বেরোবে ওরা।

—ওমা, তাহলে এতক্ষণ বসে আছেন কেন?

—না না, অসুবিধে নেই। পাড়াতেই বিয়ে, আটটার আগে বেরোবে বলে মনে হয় না।

—ও।....তা চেয়ার-টেবিলের দাম কী পড়ল বললেন না তো?

—দাম আপনি দেবেনই?

—আপত্তি করবেন না প্লিজ। সত্যি সত্যি যদি ওটা আপনার বন্ধুর শেষ ইচ্ছে হয়, দামটা তো আমারই দেওয়া উচিত। নয় কি?

—ঠিক আছে, বিল দিয়ে যাব।

দেবাংশু ডিভান ছেড়ে দরজায় গেল। জুতো গলাচ্ছে। শ্রীলেখাও এসেছে এগিয়ে। দরজা খুলে দিতে দিতে বলল,—কিছু মনে করলেন না তো?

BanglaBook.org

—নাহ্, ইটস্ অল রাইট।.....আসি।

—আবার কবে আসছেন?

এ কি আমন্ত্রণ? নাকি নিছকই ভদ্রতা? শ্রীলেখার চোখে চোখ পড়ে গেল দেবাংশুর। আবার সেই ছমছমে অনুভূতি! শ্রীলেখার দৃষ্টিতে এখন আর সেই বিষাদ নেই, তবু কী যেন একটা আছে! বিষণ্ণতার চেয়েও গাঢ় কিছু। কুচকুচে কালো চোখের মণিতে চিকচিক করছে একটা আলো। উজ্জ্বল। আবার উজ্জ্বল নয়ও।

চোখ সরিয়ে নিয়ে দেবাংশু বলল,—দেখি। আসব এর মধ্যে।

রাস্তায় নেমে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করছিল দেবাংশুর। কেন যে সেদিন ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেলল চেয়ার-টেবিল? তখনই ভাবা উচিত ছিল, শ্রীলেখার যথেষ্ট আত্মমর্যাদাবোধ আছে, সে মোটেই মাগনায় নেবে না। মাঝখান থেকে মিছিমিছি একটা খরচের গাড্ডায় পড়ে গেল বেচারা। এই টানাটানির সময়ে। দামটা কি কমিয়ে বলবে? একুশশোর জায়গায় সাতশো-আটশো? যদি বিশ্বাস না করে? যদি আরও আহত হয়?

ভাবতে ভাবতে সিগারেট। পায়ে পায়ে যাদবপুর মোড়। মিনিবাসে উঠে বিচ্ছিরি জ্যামে ফেঁসে গেল দেবাংশু। ঢাকুরিয়া ব্রিজের ঠিক মুখটায় খারাপ হয়েছে পেল্লাই সাইজের এক লাক্সারি বাস, গোটা ব্রিজ জ্যাম, একটা গাড়িও নড়ছে না। মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের পথ পেরোতে লেগে গেল পাক্কা এক ঘণ্টা।

মঞ্জরী সেজেগুজে তৈরিই ছিল। সোনালি জরি পাড় অফ্-হোয়াইট সিল্ক পরেছে। গয়নাও পরেছে অল্পস্বল্প। খোঁপা বেঁধেছে বাহার করে। এমনিতে মঞ্জরী বড়ো একটা সাজে না, তবে একটু-আধটু সাজলে তাকে এখনও বেশ দেখায়। গায়ে পারফিউমও ছড়িয়েছে আজ। মৃদু সুরভি জড়িয়ে আছে তাকে।

দেবাংশুকে দেখেই ব্যস্ত স্বরে বলল,—সেই দেরি করলে তো! মিমলি ওয়েট করে করে বেরিয়ে গেল।

—আর বোলো না, যা আটকান আটকে ছিলাম। ঢাকুরিয়া ব্রিজের মুখটায়.....

BanglaBook.org

—ঢাকুরিয়া? সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরীর ভুরুতে ভাঁজ,—তোমার অফিস আজকাল ওই রুটে পড়ে নাকি?

মুখ ফসকে বলে ফেলে দেবাংশু কাঠ। তাড়াতাড়ি বলল,—না মানে.....

—শ্রীলেখার বাড়ি হয়ে এলে?

—হ্যাঁ...ওদিকে গিয়েছিলাম....একটা কাজে.....

—তোমাকে কিন্তু আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিলাম।

—তাই তো আসছিলাম। জ্যামে না পড়লে.....। দেবাংশু সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল,—তুমিও মিমলির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারতে। আমার কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবি থাকেই।

—ঠিকই তো! খেয়াল ছিল না তো! মঞ্জরীর স্বরে শ্লেষ,—মিছিমিছি অপেক্ষা করলাম!

—ওভাবে বলছ কেন? দেরি কি ইচ্ছে করে করেছি?

—হক কথা। সে তোমায় কখন ছাড়বে না ছাড়বে তা কি তোমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে?

—কী উল্টোপাল্টা বকছ?

—এখন তো আমার সব কথাই উল্টোপাল্টা লাগে। প্রেমে মজলে কোনও কথা কি সোজা ভাবে দেখা যায়?

ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। দেবাংশু চড়াং করে রেগে গেল,—মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। একজন ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে এরকম নোংরা নোংরা রিমার্ক পাস কোরো না।

—গায়ে ছ্যাঁকা লাগল বুঝি? নোংরামি করে বেড়াচ্ছ তাতে দোষ নেই, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই ফোঁস!

—প্লিজ....স্টপ ইট।

—কেন চুপ করব? কেন? রোজ রোজ কী এত তোমাদের প্রাণের কথা থাকে? এত কথা, যে ফুরোতেই চায় না? মঞ্জরী হঠাৎ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগীর মতো চেঁচিয়ে উঠল,—ভদ্রমহিলা? হাহ্। কী পদের মহিলা আমার জানা আছে। বর মরতে না মরতে বরের বন্ধুর গায়ে ঢলে পড়ল! হায়া শরম নেই।

BanglaBook.org

ছ্যা ছ্যা ছ্যা। বর মরে প্রাণে খুব পুলক জেগেছে, তাই না?

—আঅআহ্। এত নীচে নেমে গেছ তুমি? দেবাংশুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—এত কিসের হিংসে, অ্যাঁ?

—হিংসে!

—না তো কী? আমি তোমায় চিনি না? তোমার নেচার আমার জানতে বাকি আছে? সর্বক্ষণ সন্দেহ! দেবাংশু তর্জনী নাচাল,—এমন করলে আমি কিন্তু থাকব না। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

—ভয় দেখাচ্ছ? যাও না। কে তোমায় আটকাচ্ছে!

—তাই যাব। তোমার সঙ্গে থাকা অসম্ভব। তুমি অত্যন্ত ইতর। তুমি তুমি.....

—থামলে কেন, আরও বলো।

ওফ্, অসহ্য। দাঁতে দাঁতে ঘসতে ঘসতে দেবাংশু ঢুকে গেল নিজের ঘরে। গনগনে ক্রোধে মাথা ফুটছে টগবগ। একখানা কলম গড়াগড়ি খাচ্ছিল মেঝেয়, লাথি মেরে সেটাকে পাঠিয়ে দিল খাটের তলায়। বসল বিছানায়। উঠে পড়ল। অশান্ত মস্তিষ্কে পায়চারি করছে ঘরে। অনেক হয়েছে, অনেক করেছে, আর নয়। নেমকহারাম মেয়েছেলে.....এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই! এর সঙ্গে থাকার চেয়ে জাহান্নামে গিয়ে বাস করা ঢের ঢের ভাল।

অস্থির পদচারণার একটা গুণ আছে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও শ্রান্ত হয়। দেবাংশুর উত্তেজনাও ঝিমিয়ে এল ধীরে ধীরে। শিরা-উপশিরায় রক্তকণিকার দাপাদাপি স্তিমিত ক্রমশ। খারাপ লাগছিল দেবাংশুর। অবসাদ জাগছিল। মঞ্জরীকে এসব সে কী বলে ফেলল? মঞ্জরীকে বলল? মঞ্জরীকে? কেন শোনাল অত কড়া কড়া কথা? আর একটু ঠাণ্ডা মাথায় কি মোকাবিলা করা যেত না?

বিছানায় এলিয়ে পড়ল দেবাংশু। চোখ বুজে পড়ে রইল খানিকক্ষণ। ইশ্, মঞ্জরীর সম্পর্কে ওই রকম অভব্য বিশেষণ মনে এলই বা কেন? মঞ্জরী কি তার পর? কিংবা মিমলি? এককালে স্বেচ্ছায় বরণ করা দায়িত্ব সত্যিই কি এখন ভারী ঠেকে? মঞ্জরীর ঈর্ষা যে এক ধরনের বিপন্নতারই নামান্তর, এটা

BanglaBook.org

কেন বুঝেও বুঝল না দেবাংশু?

কান-মাথা জ্বালা জ্বালা করছে। উঠে বাথরুমে গিয়ে দেবাংশু চোখে-মুখে জল ছেটাল ভালো করে। ফেরার পথে দাঁড়াল মঞ্জরীর ঘরের সামনে। দরজা হাট। অন্দরে অন্ধকার।

ঈষৎ দ্বিধাজড়ানো হাতে দেবাংশু পরদা সরাল। গলা স্বাভাবিক করে বলল,—কী করছ? বেরোলে না?

ঘর নিঝুম।

ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালাল দেবাংশু। মঞ্জরী শুয়ে আছে খাটে। দেওয়ালের দিকে মুখ।

—কী হল ? যাবে না বিয়েবাড়ি?

সাড়া নেই।

নরম গলায় দেবাংশু বলল,—কী পাগলামি করছ? ওঠো। ঘুরে এসো।

মঞ্জরী নড়ছে না এতটুকু।

দেবাংশু পায়ে পায়ে কাছে গেল। গলা আরও কোমল করে বলল,—রাগ করে থেকো না। প্লিজ্।.....এমন ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া করলাম! ছি ছি! তাও একটা নন-ইশ্যু নিয়ে!

মঞ্জরী যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

দেবাংশু বসল বিছানায়! হাত রেখেছে মঞ্জরীর কাঁধে,—দ্যাখো, এদিকে তাকাও।

পলকে মঞ্জরীর শরীর শক্ত। দেবাংশু টের পেল মঞ্জরী কাঁদছে।

নার্ভাস গলায় দেবাংশু বলল,—কী হল....অ্যাই? বলছি তো আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করবে না আমায়? ক্ষমা করবে না?

শক্ত শরীর কাঁপছে এবার। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে।

বুকটা মুচড়ে উঠল দেবাংশুর। হঠাৎই ঝুঁকে পড়ে জড়িয়ে ধরেছে মঞ্জরীকে। জোর করে ফেরাল মঞ্জরীর মুখখানা। ঠোঁট নেমে এল মঞ্জরীর ঠোঁটে, চোখে, কপালে। ওষ্ঠ শুষে নিচ্ছে অশ্রুধারা।

কেঁপে কেঁপে উঠছিল মঞ্জরী। দেবাংশুর আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে নিশ্চুপ

BanglaBook.org

পড়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর সহসাই ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। উঠে বসে শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। দু'হাতে খামছে ধরল মাথা। ঝাঁকাচ্ছে।

স্খলিত স্বরে দেবাংশু ডাকল,—মঞ্জরী?

—উঁ?

—কেন এত ভুল বোঝো? কেন রাগ করো?

—জানি না। নিজেকে বশে রাখতে পারি না।

—কিন্তু কেন?

—ওই যে বললাম! জানি না।

—এখনও কি বলে দিতে হবে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই? কিচ্ছু নেই?

—না বললে বুঝবই বা কী করে? মঞ্জরীর গলা খাদে নেমে গেল,—তুমি বুঝিয়েছ কোনও দিন?

—সব কিছু কি বুঝিয়ে দিতে হয়?

—হয়তো হয় না। আবার হয়ও। মঞ্জরী ঘাড় ঘোরাল,—যতই হোক, আমি তো একটা মানুষ। রক্তমাংস দিয়ে তৈরি। আমারও তো কিছু চাওয়ার থাকতে পারে।

—চাও না কেন?....কেন চাওনি? কেন এলে না আর?

—আমিই একা নির্লজ্জ হব? মঞ্জরী বড়ো শ্বাস ফেলল একটা। বিড়বিড় করে বলল,—অথচ এমন আশ্রিতের মতো না থেকে আমি তো একটু অন্য ভাবেও বাঁচতে পারতাম! মাথা উঁচু করে! পারতাম না, বলো?

—তুমি তো এখনও মাথা উঁচু করেই আছ মঞ্জরী।

—আছি কী? বুকে হাত দিয়ে বলো তো, তুমি একদিন ভাবোনি, মঞ্জরী ক্ষণিক সুখের তাড়নায় তোমার কাছে এসেছিল? কিংবা তোমায় কবজা করতে? মাকড়সার মতো? মঞ্জরীর স্বর ফের উত্তেজিত সহসা,—অথচ আসল সত্যিটা যে কী.....।

মঞ্জরী থেমে গেল। থেমে আছে। তার না-বলা কথাটুকু তিরতির কাঁপছে ঘরের বাতাসে। দেবাংশু নিষ্পলক দেখছিল মঞ্জরীকে। লাল হয়ে

pathagar.net

আছে মঞ্জরীর চোখ, আবার জমেছে অশ্রুবিন্দু। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাচ্ছে প্রাণপণে।

এই মঞ্জরী দেবাংশুর একান্তই অচেনা। বুকের ভেতর দ্রিমদ্রিম ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল দেবাংশু। অস্ফুটে বলল,—এখনও সময় আছে মঞ্জরী।

—না, সময় এসেছিল, সময় চলেও গেছে। চোদ্দ বছর আগে। সময়টাকে তুমি ছুঁতে পারোনি সেদিন। এখন যা পড়ে আছে তা নেহাতই মরা খাত। নদী শুকিয়ে গেছে। মঞ্জরী আঁচলে চোখ মুছে নিল। শুকনো গলায় বলল,—এখন আমরা এভাবেই বেঁচে থাকব দেবু। কখনও তুমি আমার দিকে আঙুল তুলবে, কখনও আমি তোমায় আঙুল তুলে শাসাব। কখনও অসহ্য মনে হবে, কখনও সহ্য করে নেব। আর এভাবেই আমরা একদিন ফুরিয়েও যাব।

বাইরে সানাই বাজছে। আনন্দের মূর্ছনা নয়, সুরটা যেন কান্নার মতো আছড়ে পড়ছে ভেজানো জানলায়। মাথা কুটছে। কান্না? নাকি হাহাকার?

দেবাংশু দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। টের পাচ্ছিল ওই হাহাকারটুকু রয়ে গেল। থাকবেও আজীবন। তার মাঝেই হঠাৎ কোথাও আলসে ভেঙে পড়ে চলকে দিয়ে যাবে বেঁচে থাকাটাকে। আমূল নাড়া খেয়ে যাবে অস্তিত্ব। তারপর আবার.....

নাহ্, হিমাদ্রিটাই সুখী। কেন যে দেবাংশু কার্নিশ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কাটাল জীবনটা!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একা জীবন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অফিস বেরোনর আগে একবার মায়ের ঘরে এল শ্যামলী। অভ্যাস মতোই। কাঁধে পেল্লাই ভারী ব্যাগ। দেখল বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন সুপ্রভা। সামনে খোলা খবরের কাগজ, তার ওপরে কাঁড়ি খানেক সুপুরি। কটর কটর সুপুরি কাটা চলছে, জাঁতি দিয়ে।

শ্যামলীর ভুরু কুঁচকে গেল। আজকাল আর কোনও কিছুতেই সে ভুরু স্বাভাবিক রাখতে পারে না, অজান্তেই কেন যেন ভাঁজ পড়ে যায়। আজকের দিনটা একটু অন্যরকম, তাতেও নিয়মের কোনও ব্যত্যয় ঘটল না।

রসকষহীন গলায় শ্যামলী জিজ্ঞেস করল,—সক্কাল সক্কাল অকাজ নিয়ে বসে গেলে যে?

সুপ্রভার তোবড়ানো গালে অনাবিল হাসি,—মেয়েটা সুপুরি খেতে বড়ো ভালোবাসে। আগের বার এসে চেয়ে চেয়ে খেয়েছিল।....ভাবছি রেবাকে দিয়ে মৌরিও ভাজিয়ে রাখব।

—আহা, কী সুখাদ্য! নিজের তো পেট গেছেই, এবার নাতনিরও বারোটা বাজাও।

—একটু মৌরি সুপুরিতে কী হয়?

—বলতে লজ্জা করে না? গলব্লাডারে তোমার অত বড়ো একটা অপারেশন হলো।

—তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। স্টোন বুঝি সুপুরি থেকে হয়েছিল? তাছাড়া অপারেশান তো হয়েছে ছ'বছর আগে.....

—যা খুশি করো। এবার পেটের যন্ত্রণায় কোঁকালে হাসপাতালে ফেলে দিয়ে আসব। বলতে বলতে শ্যামলীর চোখ বিছানার কোণে,—কোনও শিক্ষাই তো হয়নি। সাত-সকালে বসে জর্দাও গিলছ। খাও খাও, খেয়ে মরো।

চটপট জর্দার কৌটোখানা বালিশের তলায় চালান করলেন সুপ্রভা। অপ্রস্তুত মুখে বললেন,—অত দাঁত খিঁচোচ্ছিস কেন? মেয়েটা কতদিন পর আসছে, কোথায় সারা দিন হাসিখুশি থাকবি তা নয়....

শ্যামলী থমকে গেল। সত্যি, এবার প্রায় তেরো মাস পর মা-দিদিমার কাছে আসছে ঝুমুর। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে মাত্র এক রাত্তিরের জন্য মুখ দেখিয়ে চলে গিয়েছিল। এবার তেমনটা নয়, ঝুমুর থাকবে হপ্তা খানেক। সুপ্রভা ভুল বলেননি, শ্যামলীর তো আজ আহ্লাদে ডগমগই থাকা উচিত।

কিন্তু তেমন একটা অনুভূতি কেন যে শ্যামলীর প্রাণে জাগছে না! কাল থেকে কত বার স্মৃতিপটে উঁকি দিয়ে গেছে ঝুমুর, কিন্তু সেভাবে প্রফুল্ল হওয়ার মতো কোনও উপকরণ কিছুতেই খুঁজে পায়নি শ্যামলী। বরং পুরোন ক্ষতগুলোই যেন প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবে সময়ের একটা পলি পড়েছে তো, যন্ত্রণা আর ততটা নেই। অন্ধকার দিনগুলোকে যেন এখন অনেকটাই নিষ্প্রাণ, ম্যাড়মেড়ে লাগে।

সুপ্রভা পিটপিট তাকাচ্ছেন। বুঝি মেয়ের ক্ষণিক অন্যমনস্কতা লক্ষ করছেন। নরম গলায় বললেন,—আজ তো অফিসে না গেলেই পারতিস খুকু।

ফের শ্যামলীর ভুরুতে ভাঙচুর,—কেন?

—এসেই তোকে দেখতে পেলে মেয়ে খুশি হতো।

BanglaBook.org

সত্যিই কি তাই? শ্যামলীর বিশ্বাস হয় না। সামান্য আলগা ভাবে বলল, —মেয়ে আমাকে দেখতে আসছে না মা। সে আসছে নিজের কাজে। কটা দিন অতিথি হয়ে থাকবে, যত্নআত্তি করব। সারাক্ষণ মুখের কাছে বসে না থাকলেও চলবে।

—ও কী ভাষা খুকু? কাছে থাকুক, দূরে থাকুক, নিজের পেটেরই তো মেয়ে। মা হয়ে কি তার ওপর অভিমান করা সাজে?

শুধু মা হয়ে কেন, বউ দিদি মেয়ে বোন কেউ হয়েই কি কারুর ওপর তার অভিমান করা শোভা পায়? তেতো মেজাজে কথাগুলো ভাবল শ্যামলী। হালকা বিষণ্ণতাও যেন চারিয়ে গেল বুকে। এই যে মাকে নিয়ে গত চার বছরে সাত সাতজন হাড়ের ডাক্তারের কাছে চরকি খেল শ্যামলী, কোনও ডাক্তারেরই বারণ শোনে না মা, সময় মতো ওষুধ খায় না, হটওয়াটার ব্যাগ নেয় না, যেটুকুনি সামান্য ব্যায়াম করার কথা বলে ডাক্তার, ভুলেও তা করে না, অর্থাৎ শুধু শুধুই জলের মতো শ্যামলীর পয়সা খরচা হয়ে চলেছে— এসব নিয়ে একটা কথা বলো ওমনি মার চোখ ছলছল হয়ে যাবে। নয়তো উল্টো মেজাজ। অন্যের মর্জি সামলে চলাই যার নিয়তি, অভিমান শব্দটা তার অভিধানে থাকবে কেন? মার গলব্লাডার অপারেশানের সময়ে দুষ্প্রাপ্য বি নেগেটিভ রক্ত দরকার, একা ব্লাডব্যাংকে ছোটাছুটি করেছে শ্যামলী, আসল সময়ে ভাই দাদা কেউ পাশে নেই, তার জন্যই বা কতটুকু অভিমান দেখতে পেরেছে? আর ঝুমুরের ওপর তো শ্যামলীর কিছুই সাজে না। সে তো সব চেয়ে বড়ো শত্রু! পেটের মেয়ে!

শ্যামলী বড় করে একটা শ্বাস টানল। বাঁকা সুরে বলল,—সে তো বটেই। যাক গে, কাজের কথাগুলো শুনে রাখো। রেবাকে ময়দা মেখে রাখতে বলে দিয়েছি, ঝুমুর এলেই যেন লুচি ভেজে দেয়।

—ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

—দেখো দয়া করে। মেয়ের কাছে আমায় ছোট কোরো না। মেয়ে যেন না ভাবে.....

—আহ্, খুকু!

BanglaBook.org

—দুপুরে টিভির লোকটা আসতে পারে। কী গণ্ডগোল করছে বুঝিয়ে বোলো।

—বলব।

—শুধু তুমি নিজে যে চ্যানেলগুলো দেখো সেগুলোর কথাই বোলো না, সব কটা চ্যানেলই চেক করতে বলবে। বড্ড বেশি ঝিরিঝিরি আসছে। পরে যেন না শুনি, এ মা ভুলে গেছি!

—আমার মনে থাকবে। অত আর তোকে বলতে হবে না।

সুপ্রভার মুখ কিঞ্চিৎ ভার। শ্যামলী অপাঙ্গে দেখে নিল মাকে। বলল,—সাধে কি বলি! কাজের কথা একটাও কি ঠিক ঠিক মনে থাকে তোমার?

—তা তো বটেই। সুপ্রভা আর একটু গোমড়া হয়েছেন,—তোমার সংসার তো সারাদিন ভূতে সামলায়।

—ভূত নয়, পেত্নি। শ্যামলী এতক্ষণ পর হেসে ফেলল। কাছে এগিয়ে আলগা করে গাল টিপে দিল মা'র,—চটো কেন?

সুপ্রভা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন,—তুই আজকাল যেন কেমন ধারার হয়ে গেছিস খুকু। কাউকে বিশ্বাস করতে পারিস না।

—বিশ্বাস করার মতো কপাল কোথায় করতে পারলাম মা? শ্যামলী জোরে হেসে উঠল,—যাক গে, শোন। তোমার নতুন ওষুধটা কিন্তু আজ থেকে শুরু হবে। দুপুরে খেয়ে উঠে মনে করে খেয়ে নেব। সঙ্গে একটা অ্যান্টাসিড।

—ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। সুপ্রভা এখনও ঠাণ্ডা হননি,—আমার এই হাঁটুর ব্যথা চিতায় উঠলে তবে যাবে।

—এক্ষুণি এক্ষুণি তো চিতায় উঠছ না। খাও ক'দিন। এবার রেজাল্ট না পেলে.....

বাকি কথাটুকু গিলে নিল শ্যামলী। সুপ্রভা অর্থো আরথারাইটিসের রুগী। ডাক্তার বলছে হাঁটুর ফ্লুয়িড শুকিয়ে গেছে, কাটাছেঁড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, ওষুধ ফিজিওথেরাপি সবই সাময়িক ঠেকনা মাত্র। কিন্তু অপারেশানের নামেই এখন সুপ্রভার হৃৎকম্প হয়।

BanglaBook.org

শ্যামলী প্রসঙ্গটা বদলে ফেলল। গলা নামিয়ে বলল,—আমি তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব। ঝুমুরকে বোলো।

রেবা রান্নাঘরে মশলা বাটছে। অফিসের দিন সকালে শ্যামলীর আহারের উপকরণ অতি সামান্য। ভাত, ডাল, মাছভাজা, ব্যস্। এবারই শুরু হবে বিস্তৃত রান্নাবান্না। সুক্তো, মাছের ঝোল, কাঁটাচচ্চড়ি, আমের টক....। ঝুমুরের জন্য মুরগি এনে রেখেছে শ্যামলী, সেটাও হবে এখন ধীরেসুস্থে। ঝুমুর কি মাছ তেমন পছন্দ করবে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো মুরগি-টুরগিই বেশি ভালোবাসে।

চটি পরতে পরতে শ্যামলী গলা ওঠাল,—রেবা....অ্যাই রেবা....মুরগিতে বেশি ঝাল দিস না কিন্তু।

মধ্যবয়সী রেবার তুরন্ত জবাব,—চারটে মাত্র শুকনো লংকা নিয়েছি। বলো তো আরও কমিয়ে দিই?

—না। ওইটুকু থাক।....আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি পালাস না। বিকেল অব্দি থাকিস।

—কেন বার বার এক কথা বলো গো দিদি? আমি তো বলেইছি আজ পাঁচটা অব্দি আছি। আমি কি জানি না আজ তোমার মেয়ে আসছে, তোমার মা বুড়ি, বেশি নড়াচড়া করতে পারে না.....!

খুবই বিশ্বাস্য ঢঙে রেবা কথাগুলো বলছে বটে, তবু শ্যামলীর কেমন প্রতীতি জন্মাল না। রেবা ইদানীং বড্ড নিজের মর্জি মতো কাজ করছে। হয়তো কাল এসে বলবে, কী করব বরের পায়খানা হচ্ছিল...ছেলে ডাকতে এসেছিল.....!

অবিশ্বাস বুকে নিয়েই শ্যামলী বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। কসবার এদিকটায় ইদানীং নতুন একটা জনবসতি গড়ে উঠেছে। চারদিকে অজস্র ফ্ল্যাট, কোনওটারই বয়স দশ-পনেরো বছরের বেশি নয়। সামনেই চওড়া বাইপাস কানেক্টার, গাড়িঘোড়াও চলছে প্রচুর, এককালের ফাঁকা ফাঁকা আধা গ্রাম্য অঞ্চল এখন দারুণ জমজমাট।

স্ট্যান্ড থেকে মিনিবাসে উঠল শ্যামলী। বসার জায়গাও পেয়েছে,

BanglaBook.org

ড্রাইভারের পাশের সিটে। সবে পৌনে দশটা, এর মধ্যেই জ্যৈষ্ঠের সূর্য যেন গনগনে আগুন। ঝাঁঝাঁল রোদে পুড়তে শুরু করেছে পৃথিবী। বাতাস রীতিমতো তপ্ত, গা ঝলসানো।

সদ্য স্নান করা শ্যামলীর শরীরে উত্তাপটা বিশ্রী ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। ব্যাগে কাগজের সুগন্ধি ন্যাপকিন রাখাই থাকে, বার করে বুলিয়ে নিল ঘাড়ে মুখে গলায়। পয়সার ছোট্ট ব্যাগটাও বের করে রাখল হাতে। সোজা অফিসে যাবে? নাকি ইলেক্‌ট্রিক অফিসে নামবে একবার? আজ অবশ্য বিল জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট নয়, কাল-পরশুও দেওয়া যায়। লাইন খুব বেশি থাকলে নয় বক্সে চেক ফেলে দেবে। উহুঁ, চেক নয়। ক্যাশ। চেক হয়তো হারিয়ে যেতেও পারে। কিংবা পে করা বিল হয়তো আর পোস্টে ফিরে আসবে না! কাউকে বিশ্বাস নেই। কাউকে বিশ্বাস নেই।

—মাস্‌সিমা, টিকিট!

শ্যামলী ঘুরে তাকাল। ক্ষয়াটে উদ্ধত চেহারার ছোকরা কন্ডাকটার। এই লাইনের অনেক কন্ডাকটারই তার চেনা, একে আজ নতুন দেখছে। ছোকরা তাকে মাসিমা বলে ডাকল কেন? মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই কি সে যথেষ্ট বুড়ি বুড়ি হয়ে গেছে?

অপ্রসন্ন মুখে একটা কুড়ি টাকার নোট বাড়িয়ে দিল শ্যামলী। গোমড়া গলায় বলল,—মৌলালি।

—খুচরো দিন মাস্‌সিমা।

—নেই।

ছোকরার যেন বিশ্বাস হল না। টিকিট বাড়িয়ে দিয়ে আপন মনে গজগজ করছে।

শ্যামলী বলল,—কী হলো, আমার চেঞ্জটা?

—স্‌সবাই দস্ টাকা বিস্ টাকা দিলে খুচরো দেব কো্থথেকে?.....দিচ্ছি। হলে পরে দিচ্ছি।

শ্যামলীর চোখ ছোটো হল। মেরে দেবে না তো টাকাটা? নামার সময়ে যদি বলে, আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলাম তো? সতর্ক থাকতে হবে, মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

তাড়া দিতে হবে ছেলেটাকে। কার মনে কী আছে ঠিক কী!

ইন্দ্রিয় প্রখর রেখে জানলার বাইরে চোখ রাখল শ্যামলী। পথ সরে যাচ্ছে পিছনে। টুকরো চিন্তা জড়ো হচ্ছে মাথায়। অজান্তেই। ঝুমুর কলকাতায় পরীক্ষা দিতে আসছে, ভালো কথা.....কিন্তু মার বাড়িতে উঠতে চাওয়ার ইচ্ছেটা কেন হল ঝুমুরের? নিজেরই ইচ্ছে? নাকি অন্য কারুর.....? কলকাতায় তো হিমাংশুর আত্মীয়স্বজন কম নেই! ঝুমুরের কাকাই তো রয়েছে বেহালায়, ইয়া গাবদা ফ্ল্যাট হাঁকিয়ে। ভায়ের সঙ্গে হিমাংশুর কি সম্পর্ক খারাপ এখন? হতেও পারে। হিমাংশুই বা মেয়েকে তার কাছে থাকতে অ্যালাও করছে কেন? হঠাৎ উদার হয়ে গেল? উঁহু, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। নিশ্চয়ই পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। ঝুমুরের দিদা নাতনির জন্য হেদিয়ে মরে। গত বছর ঝুমুর যখন এল, কতবার করে মা হিমাংশুকে অনুরোধ করেছিল, কটা দিন অন্তত এ বাড়িতে ঝুমুর থেকে যাক। হিমাংশু প্রাক্তন শাশুড়িকে আমলই দেয়নি। কাটখোট্টা জবাব—ও পিসি-পিসেমশায়ের সঙ্গে কেদার-বদরি বেড়াতে যাবে, অনেক দিন ধরে প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে! তা সেই পিসির বাড়িতেই বা এবার ঝুমুর থাকছে না কেন?

ঝুমুর কি মা'র কাছে থাকবে বলে আহ্লাদিত? কাল ফোনে গলা শুনে তো তেমন কিছু মনে হল না! বেশ কেজো সুরেই তো কথা বলছিল ঝুমুর, যেমনটা সে বলে শ্যামলীর সঙ্গে।....কেমন আছ? দিদা....?....আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি। দুপুরবেলা। বাবার সঙ্গে.....তোমার ওখানে থাকব ছ সাত দিন....। নিছকই তথ্য পরিবেশন করার ভঙ্গি। আবেগের ছিটেফোঁটাও ছিল না। কী করে থাকবে, হিমাংশু যা বিষ ঢালে মেয়ের কানে! তোর মা স্বার্থপর! তোর মা জেদি! তোর মা অহংকারী! তোর মা মুখরা! দেখেছিস তো, তোকে ছাড়াও তোর মা কেমন দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে! তোর ওপর কোনও দিনই কোনও টান ছিল না তোর মার!

বলে বলে, এসবই বলে। ছোটো থেকেই মেয়ের কানের কাছে এসব বাক্যই আউড়ে গেছে হিমাংশু, মেয়েকে এভাবেই ভাবতে শিখিয়েছে। নইলে

BanglaBook.org

পেটের মেয়ে এমন পর হয়ে যায়!

শ্যামলী ক্ষিপ্ত স্বরে কন্ডাকটারকে ডাকল,—অ্যাই, আমার চেঞ্জ?

নিজের চেয়ারে বসে সবে ব্যাগ টেবিলে রেখেছে, পরদা দুলে উঠল,—আসতে পারি ম্যাডাম?

শ্যামলী টেরচা চোখে তাকাল,—আসুন।

ভেতরে ঢুকল লোকটা। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। হাতে ব্রিফকেস, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পরনে ঘিয়ে রঙ্ সাফারি স্যুট। ব্রিফকেস-সুদ্ধুই হাত কপালে তুলল,—নমস্কার ম্যাডাম। আমি সরকার এন্টারপ্রাইজ থেকে আসছি। জিতেন সরকার।

শ্যামলী চেয়ারে হেলান দিল। হাত কাঠের হাতলে। রীতিমতো কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি। চোখ টেরচা রেখেই লোকটাকে জরিপ করতে করতে বলল,—রোজ রোজ নিজের নাম-ঠিকানা ঘোষণা করেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনি।

—না মানে.....আপনি কাজের মানুষ.....

—তো?

—রোজ কত লোক আসে আপনার কাছে,....হয়তো আপনার মনে থাকবে না.....

ব্যঙ্গ করছে নাকি? তোতলা হয়ে যাওয়াটা কি অভিনয়? জিতেন সরকার সত্যিই তাকে ভয় পায় কি? নাকি ভাবছে মেয়ে-অফিসারদের সামনে মুখে একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটিয়ে রাখতে পারলে মহিলাটির অহং চরিতার্থ হবে! এবং সে বিগলিত হয়ে পড়বে! আর সেই সুযোগে কাজ হাসিল করে নেবে সরকার এন্টারপ্রাইজ!

BanglaBook.org

শ্যামলীর স্বর রুক্ষ্ম হলো,—ভ্যানভ্যান ছাড়ুন। কাজের কথা বলুন!

—হ্যাঁ, বলি।.....বসব?

—দাঁড়িয়ে থাকতে তো বলিনি!

লোকটা সামান্য ইতস্তত করে বসেই পড়ল। ব্রিফকেস খুলে একখানা কাগজ বের করে হাসি হাসি মুখে বলল,—আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য ওয়েট করছি। সেই দশটা থেকে।

পিত্তি জ্বালানো কথাবার্তা! শ্যামলী প্রায় খেঁকিয়ে উঠল,—কেন এসেছেন অত তাড়াতাড়ি? সরকারি অফিস কখন খোলে জানেন না?

—না, ভাবলাম যদি আপনি তাড়াতাড়ি এসে পড়েন! আপনাদের তো বাইরেও ডিউটি থাকে, অনেক সময় তো এসেই বেরিয়ে যান...! এদিকে আমার ব্যাপারটা খুব আরজেন্ট....

—কী আরজেন্ট? কিসের আরজেন্ট?

জিতেন কথা না বলে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল।

শ্যামলী নিল না হাতে। জিজ্ঞেস করল,—ওটা কী?

—গভর্নমেন্ট অর্ডার ম্যাডাম। আমরা যে লাইসেন্সের দরখাস্তটা করেছিলাম, সেই সম্পর্কে।

—অ। কী আছে ওতে?

—ওই আমাদের ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশান করে আসার ব্যাপারটা। জিতেন বিনয়ের অবতার হয়ে গেল,—এখন আপনি যদি দয়া করে আজকালের মধ্যে একটা সময় দেন...

শ্যামলী সামান্য থতমত খেয়ে গেল। মাস দুয়েক ধরে অফিসে হাঁটাহাঁটি করছে জিতেন সরকার। নতুন লাইসেন্সের জন্য একটা আবেদন করেছিল, শ্যামলীরই কাছে। নিয়ম অনুযায়ী শ্যামলীর একবার জিতেন সরকারের কারখানা পরিদর্শন করে আসার কথা। তার রিপোর্টের ভিত্তিতেই মঞ্জুর হবে সরকার এন্টারপ্রাইজের আবেদন। যাচ্ছি যাব করে যাওয়া হয়নি শ্যামলীর। জিতেন সরকারকে তার তেমন পছন্দও নয়। জিতেনের দাদা হরেন সরকার এই ডিপার্টমেন্টের অনেক পুরোনো কন্ট্রাকটার, শ্যামলীকে সে মোটামুটি

BanglaBook.org

মান্যি-গন্যিও করে। এই জিতেন দাদার ছায়াতেই ছিল এতকাল, সম্প্রতি পৃথক ব্যবসা গড়েছে। ভায়ের সম্পর্কে হরেনের ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ। টাকা চুরি, ব্যবসার সর্বনাশ করে দেওয়া, মার্কেটে হরেনের বদনাম ছড়ানো....। এই সব নিয়ে মাথা ঘামানো অবশ্য শ্যামলীর এক্তিয়ারে পড়ে না, তবু জেনেশুনে এমন একটা অসৎ লোককে এক কথায় ব্যবসার লাইসেন্সই বা সে পাইয়ে দেবে কেন!

এই অফিসে ঘুরে ঘুরে খুব নাকাল হয়েছিল জিতেন। গত দিনই আভাস দিয়েছিল সে এবার হেড কোয়ার্টারে ছুটবে। অর্থাৎ সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠছে না, বাঁকা আঙুল প্রয়োগ করবে। এবং তাই করল? শ্যামলীকে আর পাত্তাই দিল না?

অস্বস্তিটা কাটানোর জন্য মুখে শ্লেষের হাসি ফোটাল শ্যামলী,—কবে বেরোল অর্ডার?

—আজ্ঞে, পরশু।

—এর মধ্যেই আপনি কপি পেয়ে গেলেন?

—কাল আমার হাতে গুঁজে দিল ম্যাডাম।

হুঁহ্, গুজে দিল! নির্ঘাৎ মোটা টাকা ঢেলেছে হেড অফিসে!

কপাল কুঁচকে শ্যামলী বলল,—এমনি এমনি অর্ডার হয়ে গেল? কী বলেছেন ওখানে আমার নামে?

—বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনও কমপ্লেন নেই। জিতেন সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করেছে,—আমার সত্যি সত্যি তাড়া আছে, তাই ওখানেও একটু প্লিড করেছিলাম। অনেক ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলেছি ম্যাডাম।

চুকলি খেয়ে সাফাই গাওয়া! শ্যামলীর গা চিড়বিড় করে উঠল। নয় নয় করে এই ডিপার্টমেন্টে তার দশ বছর চাকরি হয়ে গেল, এমন ভিজে বেড়াল সেজে থাকা মানুষ সে কম দেখেনি। মুখে সব সময়ে একটা গদগদ ভাব, কিন্তু মনে মনে মহিলা অফিসারদের এরা খুবই দুব্‌লা জীব ভাবে। নানান কায়দায় চাপ সৃষ্টি করে অপ্রীতিকর অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে চায়। আর

BanglaBook.org

শ্যামলীকে তো সবাই দুব্‌লা ভাবেই। কী ঘরে, কী বাইরে। তাই বুঝেই না সর্বত্র চাপ, সর্বক্ষণ চাপ। এই যে ঝুমুর আসছে আজ, এও কি চাপের সম্মুখীন হওয়া নয়?

জিতেন ফের বলল,—তাহলে ম্যাডাম, কবে আপনার যাওয়ার সুবিধে হবে? আজ কি যেতে পারবেন? আমি কিন্তু গাড়ি এনেছি।

শ্যামলী ছাড়াও আরও দুজন অফিসার বসে এই মাঝারি সাইজের ঘরখানায়। জয়ন্ত ঘোষ, আর সরোজ হালদার। জয়ন্ত শ্যামলীরই সমবয়সী, সে এসেছে এইমাত্র। সরোজের টেবিল-চেয়ার এখনও ফাঁকা। জয়ন্তর সামনে দুটো লোক বসে, বোধহয় পার্টি। আলমারি খুলে কী সব ফাইল বার করছে জয়ন্ত, তবে তার চোখ এদিকেই ঘুরছে ঘন ঘন। কৌতূহলী মার্জার!

এ অফিসে সকলেরই ইন্দ্রিয় অতি প্রখর। বিশেষ করে শ্রবণেন্দ্রিয়। জয়ন্তর কান বাঁচিয়ে শ্যামলী বললে,—অর্ডার যদি হয়েই থাকে, সেটা তো আমার নামেই হওয়ার কথা। আমার হাতে আগে অর্ডারটা পৌঁছোক। আপনি কোথ্‌থেকে কী কাগজ জোগাড় করেছেন, সেটা দেখে আমি কাজ করব কেন?

—আপনার চিঠিও এসে গেছে ম্যাডাম। জিতেন ঘাড় চুলকোল,—ওই যে কোণে.....পিওন রেখে গেছে।

তাই তো! সত্যিই তো! একখানা বাদামি খাম পড়ে আছে বটে টেবিলের কোণে! এতক্ষণ শ্যামলীর নজরে পড়েনি কেন? এই জিতেন সরকারটি তো মহা ঘোড়েল, আস্ত শয়তানের বাচ্চা! ব্যাটা নিজেই কুরিয়ার হয়ে হেড অফিস থেকে চিঠিখানা বয়ে আনেনি তো? অবশ্য চিঠিটা কালও অফিসে এসে থাকতে পারে। বাইরের কাজ সেরে কাল বিকেলে আর অফিসে ফেরেনি শ্যামলী, হয়তো তখনই.....। অফিস পিওন অনন্তটা বেজায় ছোঁকছোঁকে, পাঁচ-দশটা টাকা পেয়ে ওই হয়তো সাতসকালে রেখে গেছে টেবিলে!

শ্যামলী খামটা খুলল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল সরকারি নির্দেশনামাটা। ইচ্ছে করে অনেকটা বেশি সময় নিয়ে। তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে জিতেনের

BanglaBook.org

নতুন কারখানা পরিদর্শন করে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে হেড অফিস। ইন দি ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক সার্ভিস ট্রিট দিস লেটার অ্যাজ এক্সট্রিমলি আরজেন্ট! সরকারি ভাষার কী রঙঢঙ্! পয়সা কামাবে জিতেন, আর সেবা হবে জনগণের! ছোঃ ছোঃ। ওই বাক্যটুকু লেখানোর জন্যই জিতেনকে কত খসাতে হয়েছে কে জানে!

জিতেন অধীর চোখে তাকিয়ে। অস্ফুটে বলল,—তাহলে ম্যাডাম....?

—বসুন। আসছি। শ্যামলী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। চিঠি হাতে সোজা পাশের ঘরে, অজিত সান্যালের টেবিলে। শব্দ করে চেয়ার টানল শ্যামলী। বসতে বসতে কাগজটা ছুঁড়ে দিয়েছে অজিতের দিকে,—এটা কী হলো?

ডেপুটি ডিরেক্টর অজিত সান্যালের বয়স বছর পঞ্চান্ন, ভালমানুষ ভালমানুষ চেহারা। গোলগাল মুখ, সরু গোঁফ, নিখুঁত কামানো গাল। দু'চোখের কোলে শ্বেতচিহ্ন, কোলেস্টেরলের। চা-বিস্কুট খাওয়ার মতো করে ঘুষ খেতে পারে অজিত।

চিঠিটা অজিত দেখলই না। শ্যামলীকে একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল। তারপর মুখে একগাল হাসি,—জোর চটেছ মনে হচ্ছে?

—আপনারা আমাকে অপমান করার জন্য এরকম একটা অর্ডার করালেন?

—আমায় জড়াচ্ছ কেন বোনটি? জিতেন সরকার তো হেড অফিস থেকে অর্ডার বের করে এনেছে।

—আমি সব বুঝি। কে কোথায় কী ভাবে কলকাঠি নাড়ে জানতে আমার বাকি নেই।

—বুঝতেই যখন পারো, কাজটা আগে করে ফেলোনি কেন?

—আশ্চর্য, আমি কি যাব না বলেছিলাম? আমার অন্য কাজ ছিল। আমি সময় করতে পারছিলাম না। শ্যামলীর স্বর সামান্য চড়ে গেল,—আমার ঘাড় ধরে কেউ কাজ করিয়ে নেবে, এটা কিন্তু হবে না অজিতদা।

—সেটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না বোনটি?

কথায় কথায় 'বোনটি' সম্বোধন শ্যামলীর একদমই না-পসন্দ। অথচ

BanglaBook.org

অজিত কথা বলে এত নরম সুরে যে তাকে হুট করে বেশি কিছু বলাও যায় না।

ক্ষুব্ধ স্বরে শ্যামলী বলল,—আমাকে এভাবে ইনসাল্ট করা হলো, একটা আউটসাইডারকে দিয়ে.....এটা বাড়াবাড়ি নয়?

—তুমি রামপ্রসাদের সেই গানটা শুনেছ তো? দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা....! অজিত ফিকফিক হাসছে,—তোমার হচ্ছে সেই কেস। এভাবেই তো সরকারি কাজে ঝঞ্ঝাটগুলো পাকায়। টাইমলি ফ্যাক্টরিটা ভিজিট করে এলেই লোকটা হেড অফিসে ছুটত না, আর তোমার এমন একটা অর্ডারও আসত না।

—কিন্তু জিতেন সরকার লোকটা যে সুবিধের নয় সে আপনারা সকলেই জানেন।

—ব্যক্তিগত ভাবে কে ভাল কে মন্দ এসব দেখা কি আমাদের কাজ বোনটি? আমরা তো লাইসেন্স দেব সরকার এন্টারপ্রাইজকে। একটা বিজনেসকে। অফিসের ব্যাপার কখনও পারসোনালি নিতে নেই। মন থেকে রাগ অপমান মুছে ফেলো। যাও, কাজটা করে দাও। বেচারা কত খরচাপাতি করে ফ্যাক্টরিটা করেছে, সেটাও তো ভাবতে হবে।

—যদি না করি?

—এ তো তোমার অন্যায় জেদ। বোকামি কোরো না, তাতে ঝামেলা আরও বাড়বে। কিসের থেকে কী হবে, তোমায় কে কী ভাবে ফাঁসিয়ে দেবে তার ঠিক আছে!

জিতেন তার মানে এখানেও গুঁড়ো ছড়িয়েছে! লোকটার ওপর রাগ যেন আরও বেড়ে গেল শ্যামলীর। তবে আর তর্কাতর্কিতে গেল না, মাথায় ইতিকর্তব্য ছকে নিয়েছে। কাল থেকে সাত দিন ডুব। মেডিকেল লিভ্। দেখা যাক কে কী করে!

চেম্বারে ফিরে ধপ করে চেয়ারে বসল শ্যামলী। জিতেনকে দেখছে হাসি হাসি মুখে,—কাজটা তাহলে আপনি করাবেনই?

জিতেন জিভ কাটল,—ছি ছি, এ কী বলছেন ম্যাডাম! আমার নতুন

BanglaBook.org

কারখানায় আপনার পায়ের ধুলো পড়বে এ তো আমার সৌভাগ্য।

—বলছেন?....কাল আসুন তাহলে।

—আজ পারবেন না?

—না, কালই যাব। প্লিজ। আজ রোহন ফুড প্রোডাক্টসে প্রোগ্রাম দেওয়া আছে, একটু পরেই ওরা নিতে আসবে।

—কাল তাহলে কখন ম্যাডাম?

—ফার্স্ট আওয়ারেই আসুন।

—অনেক ধন্যবাদ।

জিতেন সরকার বেরিয়ে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ থম বসে রইল শ্যামলী। সে কি মিথ্যাচরণ করল? ফুঃ। তার সঙ্গে কে কবে সরল ব্যবহার করেছে? এই কুটিল সংসারে সেই বা কেন চিরকাল বোকা হয়ে থাকবে? ন্যায়-অন্যায় বলে দুনিয়ায় কিচ্ছু নেই। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে জিতেনকে ঘোড়ার চাঁট খেতেই হবে। মর ব্যাটা এখন সাত দিন ঘুরে ঘুরে। জুতোর সুখতলা খুইয়ে ফ্যাল্।

শ্যামলীর জ্বালাটা যেন জুড়োল কিছুটা। উঠে ঘটাং করে আলমারি খুলল, ফাইল বার করল একতাড়া। অনেকগুলো ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছে এ মাসে, একটারও রিপোর্ট পাঠানো হয়নি। আগামী সাত দিন সে আসবে না, এখন বসে যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখা দরকার। নইলে কথা উঠবে। সামনের টেবিলে সরোজ হালদার এখনও আসেনি। সরোজবাবুর রিপোর্ট রিটার্ন মাসের পর মাস বাকি পড়ে থাকে, কিন্তু তাই নিয়ে টুঁ শব্দটি হয় না। কিন্তু শ্যামলীর বেলায় এক লক্ষ শব্দ বাজবে। শ্যামলী জানে।

শ্যামলী জয়ন্ত সরোজ কারুরই কাজ ঠিক গতানুগতিক ধাঁচের নয়। কারখানা ঘুরে ঘুরে কিছু বিশেষ ধরনের মেসিনপত্র পরীক্ষা করতে হয় তাদের। বলতে গেলে শ্যামলীদের সংশাপত্রের ওপরই নির্ভর করে ওই সব মেসিন কলে-কারখানায় ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে চাকরিটা জুটিয়েছিল শ্যামলী। এখানে জয়েন করার পর ট্রেনিং নিয়ে এসেছে ছ'মাসের। টেকনিকাল ইন্সটিটিউট থেকে। যে সব কোম্পানি

BanglaBook.org

ওই সব যন্ত্র তৈরি করে বা সারায়, তাদের লাইসেন্স দেওয়াটাও শ্যামলীদেরই কাজের অঙ্গ। এই চাকরিতে মেয়ে খুব বেশি নেই, গোটা পশ্চিমবাংলায় মোট জনা ছয়েক। কাজটা তথাকথিত মেয়েলি ধরনের নয় বলে শ্যামলীদের একটু বেশি মাত্রায় সচেতন থাকতে হয়। সমালোচনার ভয়ে। বিদ্রূপের আশংকায়।

শ্যামলীর বাড়িও কি শ্যামলীর এই চাকরি সহজে মেনে নিয়েছিল? শিবপ্রসাদ তখনও বেঁচে, প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন তিনি। মেয়ে হয়ে কারখানায় কারখানায় ঘুরে কাজ করবে এ কেমন কথা! তোর তো পেটের চিন্তা নেই, এই বেলডাঙাতে থেকেই অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা কর না, কোনও স্কুল-টুল....। সুপ্রভারও এতটুকু সম্মতি ছিল না। একা মেয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবে, এই দুশ্চিন্তাতেই তিনি শিহরিত। সর্বোদয়ও বুঝিয়েছিল বোনকে। নরমে গরমে, যুক্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে।

কিন্তু শ্যামলী তখন জেদে পুড়ছে। বুকের ভেতর অহর্নিশি জ্বালাপোড়া। হেরে যাওয়ার। অপমানের। একজন পুরুষ তাকে অতি নগণ্য জীব বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, পুরুষের জগতে গিয়েই তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। টক্কর দিতে হবে পুরুষের সঙ্গে। প্রমাণ করতে হবে সে উপেক্ষা করার মতো প্রাণী নয়।

সমকক্ষ হওয়ার জন্যই কি অফিসে সর্বক্ষণ রূঢ়তার বর্ম পরে থাকে শ্যামলী? যাকে হাতের মুঠোয় পায় তাকেই নাজেহাল করে ছাড়ে?

আসলে অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাস। অবিশ্বাসই বুঝি অক্টোপাসের মতো চর্তুদিক থেকে কামড়ে ধরে আছে শ্যামলীকে। এর বাইরে শ্যামলী যাবে কী করে!

জয়ন্ত লোক দুটোর সঙ্গে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শ্যামলীর টেবিলের সামনে দাঁড়াল একটু। লঘু স্বরে বলল,—কী ব্যাপার, আজ এত কাজে মন?

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর ঠোঁটে বাঁকা জবাব,—অন্য দিন বুঝি ফাঁকি মারি?

জয়ন্ত একটুক্ষণ চুপ। বুঝি আঁচ করতে চাইল সহকর্মীর মেজাজটা। শ্যামলী তার ব্যাচমেট, দুজনের মোটামুটি বন্ধুত্বও আছে, তবু সে শ্যামলীর

BanglaBook.org

সঙ্গে বেশি রসিকতা জুড়তে ভয়ই পায়।

শ্যামলী চোখ ঘোরাল,—কী হলো, বললে না?

—আহা, সব সময়ে এত খেপে যাও কেন? জয়ন্ত গলা নামাল,—জিতেন্ সরকারের কেসটা কী হলো?

—জানো না?

আবার জয়ন্ত একটু চুপ। অর্থাৎ জানে। তারপর বলল,—ডেট দিলে?

শ্যামলীর পলকের জন্য মনে হলো সত্যি কথাটা বলে ফেলে। উঁহু, জয়ন্তর সঙ্গে অজিতদার খুব মাখামাখি আছে, নির্ঘাৎ ফাঁস করে দেবে।

শান্ত ভাবে বলল,—হ্যাঁ। কাল।

—করেই দাও। বোঝো তো, কেসটা নিয়ে মিছিমিছি একটা ঘোঁট পাকছে।

—হুঁ।

—তোমার মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলে?

—দেখিয়েছি তো। রেজাল্ট কিছু হবে কিনা কে জানে। অপারেশানেই যেতে হবে মনে হয়।

—আমার একটা পরামর্শ শুনবে?....অপারেশানেও অথ্রো আর্থ্রাইটিস পুরোপুরি কিওর হয় না। তুমি অন্য কিছু ট্রাই করতে পারো।

—কী রকম?

—আমি একজন তিব্বতী ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছি। হার্বাল মেডিসিন।

—বসে কোথায়?

—লেক গার্ডেন্সে। খুব ভিড় হয় এখন। আমার মেজো শালা থাকে লেক গার্ডেন্সে। ওর একটু চেনাজানা আছে। বলো তো ওকে দিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিতে পারি।

—দেখি ক'দিন। নতুন ওষুধ তো সবে শুরু হলো।.....দরকার হলে বলব। অপারেশান তো আমারও ইচ্ছে নয়।

—বোলো। জয়ন্ত প্রসঙ্গান্তরে গেল,—তুমি টাকাটা কবে দিচ্ছ?

—কিসের টাকা?

BanglaBook.org

—ভুলে গেলে? বললাম না সেদিন, এবার অ্যানুয়াল কনফারেন্সটা একটু বড়ো করে হচ্ছে। সেন্ট্রালের দুজন মিনিস্টার আসবে.....

—আমাকে জড়াচ্ছ কেন ভাই? আমি কোনও ইউনিয়ন-টিউনিয়নে নেই।

—এ কেমন কথা! ইউনিয়ানে সবাই আছে। তুমিও আছ। বিপদে-আপদে ইউনিয়ন ছাড়া কে পাশে দাঁড়াবে?

—কে কত পাশে থাকে আমার জানা আছে। শ্যামলীর স্বর ফের কঠিন হয়ে গেছে,—লাস্ট ইয়ারে মেট্রো ইন্ডিয়ার সঙ্গে যখন আমার ঝামেলা হলো, কারুর তো ভাই টিকি দেখা যায়নি! ওপরতলা থেকে যা ইচ্ছে অর্ডার আসছে, তাই নিয়েই বা কে কবে কী প্রতিবাদ জানিয়েছে?

—জানানো হয় না? সেবার তো ডেপুটেশানও দিয়েছিলাম।

—লাভ হয়নি কিছু।

—তবু বলা তো হয়েছিল। হয়নি?

শ্যামলী চুপ।

—তাহলে কবে দিচ্ছ টাকা?

—ফোর্স করলে দিয়ে দেব। তবে আমি ইউনিয়ানে নেই।

—ওফ্, তুমি না.....একই রকম একবগ্গা রয়ে গেলে।

ঠাট্টাটা ছুঁড়ে দিয়েই জয়ন্ত চলে গেল। শ্যামলী আনমনে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। মনে মনে বলল,—হ্যাঁ, তাই। আমি একবগ্গাই। এই দুনিয়াই আমায় তেমনটা হতে শিখিয়েছে।

BanglaBook.org

শ্যামলী ভেবেছিল চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু রোহন ফুড প্রোডাক্ট্সে কাজ করতে অনেকটা সময় লেগে গেল আজ। কোম্পানির

গাড়ি যখন শ্যামলীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল, সূর্য তখন রঙ বদলে ফেলেছে।

ফ্ল্যাটের কম্পাউন্ডে ঢুকতে ঢুকতে শ্যামলী আঁচলে ঘাড় গলা মুছল। প্রচণ্ড খাটুনি গেছে আজ, শরীর যেন আর বইছে না। পেটেও চনচনে ক্ষিধে। ফ্যাক্টরিতে মিষ্টি-ফিষ্টি দিয়েছিল প্রচুর, একটার বেশি রসগোল্লা শ্যামলী মুখে তোলেনি। মিষ্টি খেতে এমনই সে ভালোবাসে না, তার ওপর অত মিষ্টি দেখলে কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। জেনেশুনে কি লোকগুলো ওভাবে অ্যাপ্যায়ন করে? কোল্ডড্রিংকস খাইয়েছে অবশ্য বার দুয়েক। দু'বোতল পানীয় কতক্ষণই বা থাকে পাকস্থলীতে!

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখে সার সার লেটারবক্স। নিজের নাম লেখা বাক্সটা একবার খুলে দেখল শ্যামলী। রোজকার মতোই। দুটো চারটে দরকারী বিলপত্র ছাড়া তেমন কিছু থাকে না, তবু খুলে দেখে একবার। অভ্যাস। ইলেক্‌ট্রিক বিল এসে গেছে, টেলিফোনেরটা আসবে সামনের মাসে, চিঠিপত্র যথারীতি নেই। কেই বা লিখবে চিঠি তাকে? দাদা? ভাই? মাসে দু'মাসে মা'র খোঁজখবর নিতে মিনিট কয়েকের জন্য ফোন করে তারা, এই না শ্যামলীর কত সৌভাগ্য।

ফ্ল্যাটের দরজায় এসে শ্যামলী দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। দোতলায় উঠতে কটাই বা সিঁড়ি, এটুকুতে আজকাল কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে, বুকে একটা চাপা অস্বস্তি হয়।

খানিক সুস্থিত হয়ে শ্যামলী ফ্ল্যাটের বেল টিপল। ঈষৎ দুরুদুরু বুকে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত এসেছে তো?

দরজা খুলে যেতেই বুকটা যেন চলকে উঠেছে। সামনে ঝুমুর!

পলকের খুশিটাকে পলকে গিলে নিল শ্যামলী। ঢুকে চটি ছাড়তে ছাড়তে নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করল,—কখন এলে?

ঝুমুর আলগা হাসল,—সাড়ে চারটে।

—লালগোলায় এলে?

—হ্যাঁ।.....ট্রেন লেট ছিল একটু।

BanglaBook.org

—এসে খাওয়া-দাওয়া করেছ?

—শেয়ালদায় খেয়েছিলাম। বাবা'ই ওখানে রিফ্রেশমেন্ট রুমে নিয়ে গিয়ে.....

হিমাংশুই মেয়েকে পৌঁছতে এসেছে তাহলে? আজই কি ফিরে যাবে বহরমপুর? নাকি কলকাতাতেই ক'দিন আস্তানা গাড়বে? উহুঁ। তাহলে মেয়েকে এখানে ছেড়ে দেবে কেন?

শ্যামলী কোনও প্রশ্ন করল না। বলল,—আমি কিন্তু তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলাম।

—জানি তো। আমি আসার পর থেকেই দিদা খাও খাও করছে।

—দিদা কী করছে?

—জপ করছে।

—ও।

শ্যামলী আর কথা খুঁজে পেল না। বাথরুম ঘুরে এসে বসল ফালি ড্রয়িংস্পেসটায়। দরজার সামনের এই ছোট্ট পরিসরটুকুই এ ফ্ল্যাটের বসার জায়গা। বেতের চেয়ার-টেবিল শোভিত।

ঝুমুর ফ্যান চালিয়ে দিয়েছে। আলগোছে প্রশ্ন করল,—খুব গরম আজ, তাই না?

শ্যামলী ঘাড় নাড়ল,—হুঁ। একদম বাতাস নেই।

—তুমি চান করবে না?

—করব। একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিই।

—শরবৎ খাবে? লেবু চিনি দিয়ে?

—নাহ্। এক কাপ চা পেলে ভাল হতো। ঝুঁকে রান্নাঘরের দিকে দেখল শ্যামলী,—রেবা আছে?

—মানে তোমার রান্নার লোক? এই তো একটু আগে গেল। আমি করে দেব চা?

—তুমি পারবে?

ঝুমুর হেসে ফেলল,—অত অলবড্ডি আমি নই মা। বাড়িতে চা করি।

BanglaBook.org

—করো তবে। শ্যামলী তবু সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত,—সাবধানে গ্যাস জ্বেলো। আমার ডানদিকের বার্নারটা গণ্ডগোল করে।

—তোমার তো লিকার চা? অল্প চিনি?

মেয়ের মনে আছে! শ্যামলীর ভালই লাগল একটু।

ঝুমুর সরে যেতে শ্যামলী উঠে নিজের ঘরে এল। এ ঘরে একখানা খাট পাতা আছে বটে, তবে রাতে সে সাধারণত সুপ্রভার ঘরে গিয়েই শোয়। রাতভোর মাকে একা ফেলে রাখতে তার ভরসা হয় না। রাতে বার বার ওঠেন সুপ্রভা, একবার পড়ে টড়ে গেলেই চিত্তির। বড়ো আলমারিটা খুলে ভেতরে ঘড়ি ব্যাগ রাখল শ্যামলী, ফের আলমারি লক করে চাবি গুঁজে রাখল তোশকের নিচে। বাড়িতে এখন বাইরের লোক নেই, তবু চাবি-রাখার সময়ে এদিক-ওদিক ঝলক তাকিয়ে নিল। এও অভ্যাস। কাউকে বিশ্বাস না করাটা যেন মজ্জায় মিশে গেছে।

পায়ে পায়ে শ্যামলী এবার পাশের ঘরে। সুপ্রভা বিছানায়, বাজুতে হেলান, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, চক্ষু অর্ধনিমীলিত।

শ্যামলী গলা খাঁকারি দিল।

চোখ পুরো খুলে গেছে সুপ্রভার। জপের মালা ছুঁয়ে থাকা আঙুল স্থির। মুখে কান এঁটো করা হাসি।

নাতনির আগমনে ভারী পুলক জেগেছে দিদিমার!

শ্যামলী কেজো গলায় জিজ্ঞেস করল,—ওষুধ খেয়েছ ঠিক ঠিক?

জপের মাঝে কথা বলতে নেই। সুপ্রভা ঢক করে ঘাড় নাড়লেন।

—ব্যথা কেমন?

ওপর-নিচে মাথা নড়ল। মানে আছে।

—রেবা হটওয়াটার ব্যাগ দিয়ে গেছে?

এবার দু'পাশে ঘাড় নড়ছে।

—কেন দেয়নি?

এবার হাত চোখ মুখ সব একসঙ্গে চঞ্চল। মার এই সব সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শ্যামলী ভালোই বোঝে। বড্ড গরম বলে গরম জলের ব্যাগ নেননি সুপ্রভা।

BanglaBook.org

রেবার কোনও দোষ নেই, সে দিতে চেয়েছিল, তিনিই বারণ করেছেন।

মাকে নিয়ে চলা সত্যিই অসম্ভব। ডাক্তার টানা তিন মাস এখন সেঁক নিতে বলেছে, কমপক্ষে দিনে দু'বার। ব্যথায় কাতর না হলে মা সব সময়ে এই চিকিৎসাটি ফাঁকি দিতে চায়! অন্য সময় হলে শ্যামলী ঝেঁঝেঁ উঠত, এখন ঠিক ততটা বিরক্তি এল না গলায়। হাত উল্টে বলল,—বুঝবে ঠ্যালা। নাতনির সামনেই ব্যথায় কাতরাবে।

সুপ্রভার হেল্‌দোল নেই। হাসছেন।

কথা না বাড়িয়ে শ্যামলী নিঃসাড়ে রান্নাঘরের দরজায়। মেয়েকে দেখছে চুরি করে। ঝুমুর যেন হঠাৎই অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে। এই এক বছরে। কী সুন্দর চুল হয়েছে মেয়েটার! সামান্য কোঁকড়া থোকা থোকা চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমে এসেছে পিঠের মাঝামাঝি। শরীরও দিব্যি ভরভরন্ত। সালোয়ার কামিজের ওড়না কাঁধে কেমন ঝুলিয়েছে দ্যাখো, হুবহু যেন এক যুবতী কন্যে। গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা, দুধে আলতায় মেশানো। একেবারে ঠাকুমার গাত্রবর্ণটি পেয়েছে ঝুমুর। চোখ নাক মুখ টানা টানা, বাপের মতো। ঠোঁটের কাছটাই যা একটু উঁচু উঁচু, এইটুকুই শুধু মা'র। গভীর মনোযোগে চা বানাচ্ছে ঝুমুর। পরিপাটি করে কাপে চিনি দিল। লিকার ঢালছে। অতি মৃদু স্বরে গান গাইছে গুনগুন।

কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে হঠাৎই ঘাড় ঘোরাল ঝুমুর। বিস্মিত স্বরে বলল,—তুমি?

ধরা পড়ে যাওয়া মুখে হাসল শ্যামলী,—না, একটু জল খাব।

—ও।.....ফ্রিজের জল খাবে? না এমনি জল?

—তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, আমি নিয়ে নিচ্ছি।

জল খেয়ে চা নিয়ে শ্যামলী সুপ্রভার ঘরে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরও। সুপ্রভার জপতপের পালা শেষ, রঙ্গরসিকতা চলছে নাতনির সঙ্গে।

—কী রে ঝুমি, তোর বহরমপুরের খবর টবর কিছু বল?

ঝুমুর আড়ষ্ট জবাব দিল,—বহরমপুরের আর কী খবর। বহরমপুর বহরমপুরের মতোই আছে।

BanglaBook.org

—সে খবর কে জানতে চায়। আসল খবর বল্।

—আসল খবর আবার কী?

—বড়ো হয়েছিস, যৌবন এসে গেছে....কোনও স্পেশাল ছেলে বন্ধু-টন্ধু হলো?

ঝুমুর যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল। শ্যামলীকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল,—আহ্, দিদা তুমি যে কী বলো না!

—অ। মার সামনে বলতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে?...এই খুকু, তুই যা তো এখান থেকে, আমরা দুটিতে খানিক মনের প্রাণের কথা বলি।

শ্যামলীও যেন সরে যেতে পারলে বাঁচে। মেয়ের আগমনবার্তা শুনে নিজেকে সে যথাসম্ভব উদাসীন রাখার চেষ্টা করেছিল, মেয়েকে দেখবার পর নির্লিপ্তিটা টাল খেয়ে যাচ্ছে, তবু একটা অসহজ ভাব তো রয়েই যায়। শুঁয়োপোকার মতো কী যেন একটা নড়াচড়া করছে বুকে।

স্নানে চলে গেল শ্যামলী। মোটামুটি তরতাজা হয়ে বেরিয়ে দেখল। সুপ্রভা-ঝুমুরের মনের প্রাণের কথা শেষ, সুপ্রভা নিজের ঘরে টিভি চালিয়ে সিরিয়াল দেখছেন, ঝুমুর ড্রয়িংস্পেসে একা। বসে। ম্যাগাজিন উল্টোচ্ছে ঝুমুর।

শ্যামলী ব্যস্ত হলো,—ওমা, তুমি এখানে কেন? টিভি দেখছ না?

ঝুমুর নাক সিঁটকোল,—আমার বাংলা সিরিয়াল ভাল লাগে না।

—অন্য কিছু তো দেখতে পারো। দিদাকে বলে চ্যানেল ঘুরিয়ে দাও।

—না না থাক, দিদা দেখছে।.....আমাকে এবার পড়তে বসতে হবে।

—ও হ্যাঁ। তোমার পরীক্ষা তো পরশু, তাই না?

—হ্যাঁ।....বাবা বলল একদিন আগেই যাও, থিতু হয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

—তোমার সিট্ ফোর্ট উইলিয়াম স্কুলে পড়েছে বলেছিলে না?

—হ্যাঁ। চেনো স্কুলটা?

—ওই তো হেস্টিংসে। যেতে আসতে দেখেছি।

—পরশু আমার সঙ্গে একটু যাবে?

BanglaBook.org

শ্যামলী চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল। হাত থেমে গেল। অস্ফুটে বলল,—তোমার বাবা?

—বাবা তো ফিরে গেল। পাঁচটা কত'য় যেন ট্রেন।

—ও। যাবে আমার সঙ্গে। অসুবিধে কী আছে। তোমার তো এক দিনই পরীক্ষা?

ঝুমুর ঘাড় নাড়ল,—হুঁ।

শ্যামলী একটু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎই প্রশ্নটা করে ফেলেছে,—তোমার বাবা কি আবার তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিন আসবে?

—উহুঁ। বাবা আর আসবে না। পিসি সামনের মঙ্গলবার বহরমপুর যাচ্ছে, আমি পিসির সঙ্গে চলে যাব।

শ্যামলীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—তা তুমি এবার পিসির বাড়ি উঠলে না যে বড়ো?

ঝুমুর যেন থতমত খেয়ে গেল। হাঁ করে একটু দেখল শ্যামলীকে। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করছে,—আমি এসেছি বলে কি তোমার অসুবিধে হয়েছে?

শ্যামলী বুঝতে পরল ও কথা বলাটা ভুল হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবে কথা বলতে পারে না বলেই তো অনেকে তাকে ভুল বোঝে। তাড়াতাড়ি ঢোঁক গিলে বলল,—আমার আর কিসের অসুবিধে! আমি তোমার কথা ভেবেই বলছিলাম।.....এটাও তো তোমারই বাড়ি। তুমি যখন খুশি এসে থাকতে পারো।.....কিন্তু তুমি তো এত ছোট্ট জায়গায় থেকে অভ্যস্ত নও। বহরমপুরে তোমাদের বাড়ি কত বড়ো, এমনকি তোমার কাকা পিসিদের বাড়িও কত ছড়ানো ছেটানো.....তোমার এখানে অসুবিধে হতেই পারে।

ঝুমুরের দৃষ্টি পলকের জন্য শ্যামলীতে স্থির। কী যেন দেখছে। দেখছে? না বুঝতে চাইছে? ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল,—এ ফ্ল্যাটটা ছোটো কোথায়? দু'দুটো ঘর, বাথরুম, ব্যালকনি, খাওয়ার জায়গা, বসার জায়গা, সবই তো আছে।

BanglaBook.org

—ধুস্ ঘর কোথায়! খুপরি তো। দশ বাই বারো! এগারো বাই বারো! ব্যালকনিটা এত সরু, দুটো টব পাশাপাশি রাখলে জুড়ে যায়।

—কত সাইজ ফ্ল্যাটটার?

—কে জানে কত! প্রোমোটার তো বলেছিল ছশো তিরিশ স্কোয়্যার ফিট, আমার হিসেবে অত আসে না। এই ফ্ল্যাটের সাড়ে চার লাখ টাকা দাম হয়?

ঝুমুর আবার একটু দেখল শ্যামলীকে,—তুমি লোন করে কিনেছ, না মা?

—নইলে অত টাকা একসঙ্গে পাব কোথ্থেকে? হিসেব করে দেখছিলাম মাসে দু'আড়াই হাজার টাকা ভাড়া গোনার চেয়ে কষ্টেশিষ্টে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে কাটাতে পারলে মাথার ওপর নিজস্ব একটা ছাদ হয়ে যাবে। জায়গাটাও তখন খুব পছন্দ হয়ে গেল। দিব্যি খোলামেলা, সামনেই বাইপাস কানেক্টার.....

—বটেই তো। খুব ভালো করেছ। সব থেকে বড় কথা, সাহস করে কিনে ফেলেছ তো।

কথাটা ঠং করে লাগল কানে। বেসুরো বাজনার মতো নয়, সুমধুর ঘণ্টাধ্বনির মতো। বেশ প্রাপ্তবয়স্কদের মতো কথা বলছে তো ঝুমুর!

কিন্তু তার ফ্ল্যাট কেনার সাহসটাকে কি মন থেকে প্রশংসা করল মেয়ে? নাকি ভবিষ্যতের জন্য তার আর একটা প্রপার্টি হয়েছে, এই ভেবেই উল্লসিত মনে মনে?

ছিঃ ছিঃ, এত সংশয়? শ্যামলী কড়া ধমক দিল নিজেকে। তোর মনটা সত্যিই বড়ো ছোটো হয়ে গেছে রে শ্যামলী!

কখনও কখনও রাতে এ বাড়িতে থাকলে সুপ্রভার কাছেই শোয় ঝুমুর। শ্যামলী তখন আপন কক্ষের একক শয্যায়। ঝুমুরের সেই বারো-তেরো বছর

BanglaBook.org

বয়স থেকেই এরকম ব্যবস্থা চলে আসছে। সুপ্রভার পাশে শুতে ঝুমুর যতটা স্বচ্ছন্দ, শ্যামলীর পাশে ততটা নয়। অনেক রাত অবধি দিদা নাতনির কলকল খিলখিল চলে, শুনতে পায় শ্যামলী।

এবারই প্রথম অন্য রকম আয়োজন। রাত জেগে পড়বে বলে ঝুমুর শ্যামলীর ঘরটা চেয়ে নিল আজ। শ্যামলীর সিংগলবেড খাটে বইখাতা ছড়িয়ে বসেছে।

এ ঘরে আজ ঘুম আসছিল না শ্যামলীর। আশ্চর্য, এত ক্লান্তি ছিল শরীরে, তবু নিদ্রা কই! সুপ্রভাকে খাওয়ার আগে একটা ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়, তিনি এখন রুপোলি তন্দ্রায়। শ্যামলী বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিল। মেয়েটা ওঘরে একা একা পড়াশোনা করছে, পাশে গিয়ে বসবে কি? মায়েদের কি বসতে হয়? কফি-দুধ কিছু দিয়ে আসবে কি মেয়েকে? মায়েদের কি দিতে হয়? তখন বেশি খেল না মেয়েটা, মাত্র দুটো রুটি আর মুরগির ঝোল। বেশি রাতে ক্ষিধে পেতে পারে ঝুমুরের, ফ্রিজে সন্দেশ রাখা আছে, জিজ্ঞেস করে আসবে খাবে কিনা? মায়েরা কি জিজ্ঞেস করে?

একটু অস্থির হয়েই শ্যামলী বিছানা ছাড়ল একসময়ে। পাশের ঘরে গিয়ে চক্ষুস্থির। ওমা, পড়বে কি, মেয়ে তো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে! কেমন অদ্ভুত ভাবে শুয়ে আছে দ্যাখো! একটা পা ঝুলছে খাটের বাইরে, হাত কেতরে আছে, মাথায় বালিশ নেই! মায়েরা কী করে এখন? ঠিকভাবে মেয়েকে শুইয়ে দেয়?

বিছানায় ছত্রাকার খাতাবইগুলো গুছিয়ে তুলল শ্যামলী, রাখল ড্রেসিংটেবিলে। ওড়নাখানা টেনে নিয়ে পাট করে রাখল আলনায়। মেয়েকে সন্তর্পণে ঠেলে শুইয়ে দিল বিছানার মধ্যিখানে, বালিশে মাথা তুলে দিল। উম্‌ম্‌ম্‌ করে উঠল ঝুমুর, কী একটা আঁকড়ে ধরতে চাইল। পাশবালিশ খুঁজছে নাকি? এনে দেবে ওঘর থেকে ছোট পাশবালিশটা?

নির্নিমেষে মেয়ের মুখপানে তাকিয়ে আছে শ্যামলী। নিষ্পাপ মুখে কী অপরূপ শোভা! মায়া জাগে বড়। মেয়েকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে। হাত রাখতে ইচ্ছে করছে মেয়ের মাথায়। রাখবে? যদি মেয়ে জেগে ওঠে?

BanglaBook.org

যদি ভাবে এটা মায়ের আহ্লাদিপনা?

নিয়তির কী ঠাট্টা! এই মেয়ে তার একান্ত আপন হতে পারত। অথচ হলো না। গর্ভে বহন করল শ্যামলী। প্রসববেদনা সহ্য করল শ্যামলী। অথচ মেয়ে হিমাংশুর হয়ে গেল। আইন আদালত তাই তো বলল।

কোনটা নিয়তির বড় ঠাট্টা? মেয়ের পর হয়ে যাওয়া? নাকি হিমাংশুর সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে হওয়াটা?

আলো নিবিয়ে শ্যামলী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। মেঘের গায়ে লালচে আভা। আধখানা চাঁদ মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে বার বার। হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠছে এক-আধটা নক্ষত্র। বিষণ্ণ স্মৃতির মতো।

হিমাংশুর সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ের যোগাযোগটাই তো হয়েছিল বেশ অদ্ভুত ভাবে। বেলডাঙায় একটা ওষুধের দোকান ছিল শ্যামলীর বাবার। ছোট কিন্তু মোটামুটি চালু ব্যবসা। দোকান চালিয়েই বেলডাঙাতে একটা বাড়ি তুলে নিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ। বেলডাঙার লাগোয়া খানপুর গ্রামে শ্যামলীদের আদি বাড়ি, সেখানে শিবপ্রসাদের কিছু জমিজিরেতও ছিল। কাজকর্মে প্রায়শই বহরমপুর ছুটতে হতো শিবপ্রসাদকে। কখনও বা ডিস্ট্রিবিউটারের ঘরে, কখনও বা ব্যাংক, কখনও আদালত। বহরমপুরেই তাঁর সীতেশ হালদারের সঙ্গে আলাপ, কর্মসূত্রে। মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন সীতেশ। মোটামুটি অবস্থা, টাউনে নিজস্ব বাড়ি, কথাবার্তায় একটু চালবাজ টাইপ। চরিত্রেরও দোষ ছিল সীতেশের। উদ্দাম জুয়া খেলতেন। হিমাংশু সেই সীতেশ হালদারেরই বড় ছেলে।

হিমাংশু তখন সবে ল পাশ করে প্র্যাকটিস শুরু করেছে বহরমপুর কোর্টে। বিয়ের কথাবার্তাও চলছে। হিমাংশুকে দেখেই ভারী মনে ধরেছিল শিবপ্রসাদের। টগবগ জোয়ান, সুপুরুষ চেহারা, অমায়িক স্বভাব—এমন ছেলেকে জামাই করতে কার না সাধ যায়? কিন্তু কোন মুখে শ্যামলীর সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়বেন শিবপ্রসাদ? তাঁর ওই একটি মাত্র মেয়ে বটে, কিন্তু মেয়েটা যে দেখতে মোটেই ভালো নয়। একেবারে বাপমুখো চেহারা।

BanglaBook.org

থ্যাবড়া নাক, উঁচু উঁচু দাঁত, পুরু ঠোঁট, গায়ের রঙটিও যথেষ্ট কালো। এক কথায় যাকে কুরূপা বলে, শ্যামলী তো তাই।

মনের বাসনা মনেই রেখে দিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ। কিন্তু আকাশ থেকে একটা সুযোগ খসে পড়ল। ব্যাংকে একটা আর্থিক কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন সীতেশ। তহবিল তছরুপের ব্যাপার। প্রায় লাখ দুয়েক টাকার হিসেব নেই। সীতেশের চাকরি প্রায় যায় যায়, শ্রীঘর বাস অনিবার্য। শিবপ্রসাদই তখন প্রায় বাঁচালেন সীতেশকে। ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে শিবপ্রসাদের হৃদ্যতা ছিল, তিনি মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন টাকাটা সীতেশ দিয়ে দেবেন, কিন্তু ঘটনাটা যেন চাপা পড়ে যায়। নিজেই টাকাটা যোগাড় করে সীতেশকে দিয়েছিলেন শিবপ্রসাদ। শর্ত ছিল একটাই, আমার মেয়েটাকে আপনার ঘরে নিতে হবে। মানসম্মান বাঁচাতে সীতেশের ওই শর্ত মানা ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না।

এক শুভলগ্নে বিয়েটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, শুভলগ্নই। অন্তত শিবপ্রসাদ সীতেশের সেরকমটাই মনে হয়েছিল। শ্যামলীর তখন উনিশ বছর বয়স, সবে হায়ার সেকেন্ডারি টপকে কলেজে ঢুকেছে। এমন লোভনীয় পাত্র তার কপালে জুটেছে জেনে সেও তখন আনন্দে আত্মহারা।

ভুল ভাঙল ফুলশয্যার রাতেই। হিমাংশু তাকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিল শ্যামলীকে তার আদৌ পছন্দ হয়নি, নেহাত বাবার মুখরক্ষা করতে সে বিয়েতে বসতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম দু'চারটে মাস তাও শ্যামলীর শরীরটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল হিমাংশু। অন্ধকার বিছানায় উঁচু দাঁত থ্যাবড়া নাকের সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরীদের কীই বা তফাত! ক্রমশ সেই মোহটুকুও কেটে গেল।

সেই দিনগুলো এখনও যেন নোংরা পাঁকের মতো লেগে আছে গায়ে। উফ্, ভাবলেই এখনও গা ঘিনঘিন করে ওঠে শ্যামলীর। কী অপমান, কী অপমান। বন্ধুর বিয়েতে শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে গেল না হিমাংশু। কী, না এমন বউ নিয়ে লোকসমাজে যেতে তার লজ্জা করে!....রাতদুপুর অব্দি ফিরি না কেন? কেন ফিরব? আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছ?.....গাঁইয়া

BanglaBook.org

মেয়েছেলে, কী কথা বলব তোমার সঙ্গে?....বাপ কটা টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনে নেয়নি, পাছায় লাথি মেরে তাড়িবে দেব!

হ্যাঁ, এরকমই ভাষা ছিল হিমাংশুর। বাইরের জগতে সে রূপবান গুণবান অমায়িক,.....ঘরে যে থাকে, সেই বোঝে ঘরের মানুষ কী চিজ!

তবে হ্যাঁ, শ্যামলীও বেশি দিন মুখ বুজে থাকেনি। রূপ না থাক, সে তো আর ভিখিরিবাড়ির মেয়ে নয়, কেন পড়ে পড়ে সহ্য করবে লাঞ্ছনা? সেও তাল দিয়ে কটুকাটব্য করে গেছে হিমাংশুকে। চেঁচিয়ে পাড়া মাত করেছে। শ্বশুর-শাশুড়ি তখন ভোল পাল্টে ফেলেছেন। অতীত ভুলে গেছেন। তাঁদের তখন কী উপদেশের বহর! কী করবে বউমা, রূপ না থাকলে গুণ দিয়ে পুরুষের মন জয় করতে হয়। তুমি সারাক্ষণ মুখের ওপর অত চোপা করলে তার মন তো বিষিয়ে যাবেই। দেবাংশু পর্যন্ত বলত, মেনে নাও বউদি, মানিয়ে নাও। দাদা এখানকার হিরো মানুষ, তাকে সব সময়ে ছোট কোরো না। রুমা আবার সান্ত্বনা দিত অন্য কায়দায়—একটা বাচ্চাকাচ্চা হয়ে যাক, দেখবে দাদা ঠিক ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ভুটু হওয়ায় আগে অব্দি আমার বরটাও তো কেমন উড়ু উড়ু ছিল, কিন্তু এখন কেমন সংসারী হয়ে গেছে বলো!

মেয়ে হওয়ার পরও কি শ্যামলীর ভাগ্যের চাকা ঘুরল? ছাই। উল্টে আরও খারাপ টিপ্পনী—মেয়ের আমার কপাল ভাল, মা'র রূপ পায়নি। ....মেয়েকে তেল মাখিয়ে অমন রোদ্দুরে ফেলে রেখেছ কেন? তোমার মতো কেলেকুষ্টি বানাতে চাও?....বাচ্চা বিইয়ে এমন কিছু মাথা কিনে নাওনি, না পোষায় তো বলেই দিয়েছি মানে মানে কেটে পড়ো.....!

আরও কত রকম ভাবে যে অসম্মান করেছে হিমাংশু তার কি কোনও লেখাজোখা আছে? বাড়িতে কুকুর-বেড়াল পুষলেও মানুষের মায়া পড়ে, শ্যামলীর প্রতি হিমাংশুর কি সেইটুকু মায়াও ছিল? মনে হয় না। শ্যামলীও অবশ্য কুকুর-বেড়ালের মতো ক্রমাগত আঁচড়ে গেছে হিমাংশুকে। কেন আঁচড়াবে না? সে কি ঘাস? ইট? পাথর? প্রাণহীন চেতনাহীন একটা জড় বস্তু?

তবে জীবন ভারী বিচিত্র। প্রেমহীন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন মানুষও দিব্যি দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করে যায়। ক্ষতবিক্ষত হয়েও

BanglaBook.org

বেঁচে থাকে। পাশাপাশি ঘুমোয়, সাংসারিক কথাবার্তা বলে, মাঝে মাঝে গভীর রাতে জীবজন্তুর মতো মিলিতও হয়। আবার কখনও কখনও হঠাৎ এক বিধ্বংসী ঝড় এসে সম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিংবা হয়তো ঠিক তাও নয়। ধিকিধিকি তুষের আগুন যা রোজই জ্বলে, রোজই পোড়ায় পরস্পরকে, সেই আগুন থেকেই হঠাৎ একদিন একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে গিয়ে সৃষ্টি করে দাবানল, পুড়ে ছারখার হয়ে যায় শুকনো সম্পর্কটা।

শ্যামলীর এখনও দিনটার কথা মনে আছে। ইংরিজি নববর্ষ। হিমাংশু পিকনিকে গিয়েছিল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, ফিরল প্রায় মাঝরাতে। যথেষ্ট মদ্যপান করেছে, পা রীতিমতো টলছে।

ঘরে ঢুকেই তার কী উচ্ছ্বাস,—আহাহা, রঞ্জনা কী অপূর্ব গান গাইল! কী মিঠে গলা!

দেড় বছরের ঘুমন্ত ঝুমুরকে পাশে নিয়ে শ্যামলী তখন পুরো জেগে। প্রথমটা সে চুপচাপই শুনছিল, বার কয়েক স্তুতিবাক্য শোনার পর দপ করে জ্বলে উঠল,—তা ফেরার কি দরকার ছিল, তার গান শুনেই রাতটা কাটাতে পারতে।

হিমাংশু চোখ ছোট করে তাকাল,—কোথায় কী ভাবে রাত কাটাব, তুমি বলে দেবে?

—বটেই তো। তুমি বাইজিবাড়ি থাকবে, না বন্ধুর বউ-এর সঙ্গে গা ঘষাঘষি করবে সে তো তোমার ব্যাপার!

—কী? রঞ্জনাকে বাইজি বললে? যত বড়ো মুখ নয় তত বড় কথা! রঞ্জনার সম্পর্কে আর একটা কথা বললে আমি তোমার জিভ ছিঁড়ে নেব। তুমি তার পায়ের নখের যোগ্য নও।

শ্যামলী মাথার ঠিক রাখতে পারল না। বলে বসল,—জোর আশনাই চলছে বুঝি?

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল হিমাংশু। পাগলের মতো দাপাদাপি করছিল। পাল্লা দিয়ে শ্যামলীও। রাতদুপুরে সে এক রৈ রৈ কাণ্ড। নেশার ঝোঁকে শ্যামলীর গলা টিপে ধরতে এসেছিল হিমাংশু। নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে

BanglaBook.org

হিমাংশুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল শ্যামলী। তারপরই অঘটনটা ঘটল। খাটের কোনায় ধাক্কা খেয়ে মাথা ফেটে গেল হিমাংশুর। গলগল রক্ত বেরোচ্ছে।

ব্যস্, হিমাংশু তো বটেই, শ্বশুর-শাশুড়িও জো পেয়ে গেল। ঢাকের বাঁয়া হয়ে আসরে নেমে পড়ল শ্বশুর-শাশুড়ি। চতুর্দিকে রটে গেল, হিমাংশুকে নাকি খুন করতে গিয়েছিল শ্যামলী। একটা অর্ধশিক্ষিত কুৎসিত গ্রাম্য মেয়েকে তারা ঘরের বউ করে এনেছিল, সেই কিনা শেষে এই আচরণ করল! ব্যস্, জমি তৈরি হয়ে গেল। এর পর শ্যামলীকে গলাধাক্কা দেওয়া কি এমন ব্যাপার?

মেয়েটাকে পর্যন্ত নিয়ে আসতে দেয়নি নিষ্ঠুরের দল। শিবপ্রসাদ গিয়ে হাতে-পায়ে ধরেছেন, তবুও না। শেষ পর্যন্ত শ্যামলীকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। তখনকার মতো মামলা জিতে মেয়েকে সে কাছে পেল বটে, রাখতে পারল না। হিমাংশু তখন এক অদ্ভুত প্যাঁচ খেলেছিল। কিছুতেই শ্যামলীকে ডিভোর্সের মামলা করতে দেয়নি তখন। মাঝে মাঝেই বেলডাঙায় আসত, মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে। শ্যামলীকেও আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাত সে একটা মিটমাটই চায়, নেহাত তার বাবা-মা রাজী হচ্ছে না তাই.....। মেয়ের পাঁচ বছর পুরতে না পুরতেই হিমাংশু স্বরূপে বিকশিত হলো। নিজেই আদালতে মামলা আনল বিচ্ছেদের। কাঁড়ি কাঁড়ি সাক্ষী এনে প্রমাণ করে দিল, শ্যামলী নাকি মানসিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ নয়। তা ছাড়া মেয়েকে মানুষ করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তার নেই, কারণ সে তখনও কোনো চাকরি করে না। অতএব কন্যা প্রতিপালনের ভার হিমাংশুরই প্রাপ্য। আশ্চর্য, মেয়েও তখন বলেছিল সে মায়ের কাছে নয়, বাবার কাছেই থাকতে চায়।

কতবার আর আদালতে ছুটবে শ্যামলী?

তাও আবার সেই আদালতে, যেখানে সর্বত্র হিমাংশুর জাল বিছোনো!

মেয়েকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে পাগল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল শ্যামলীর। কিন্তু কথায় বলে অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর....শ্যামলী কাতর হয়নি, পাথরই হয়েছিল। আবেগের টুঁটি টিপে ফিনিক্স পাখির মতো উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়াতে চেয়েছিল শ্যামলী। বেলডাঙায় ফিরে এসেই শুরু করেছিল পড়াশুনা। ডিভোর্সের আগেই গ্র্যাজুয়েশান করে ফেলেছিল। মেয়েকে পাকাপাকি ভাবে হারানোর পরে শুরু হলো তার চাকরির চেষ্টা। মরিয়া হয়ে। বাবা-মা কারুর বাধা না মেনে। যারা তার সুখ কিনতে গিয়ে তাকে আগুনে পুড়িয়েছে, কেন সে তাদের ওপর ফের নির্ভরশীল হবে?

হিমাংশু অবশ্য আইন মেনে চলেছে বরাবরই। আইন মানে আদালতের রায়ের বয়ানটুকু। নিয়ম করে এক-আধ মাস অন্তর অন্তর মেয়েকে পাঠিয়েছে বেলডাঙায়। শ্যামলী চাকরি করতে কলকাতায় চলে আসার পর বছরে এক-আধ বার। আদতে মেয়েকে নিয়ে আসত দেবাংশু কিংবা রুমার বাড়ি, সেখান থেকে একটা রাত্তির হয়তো শ্যামলীর জন্য বরাদ্দ। তার বেশি আর কিছুতেই মুঠোটি আলগা করবে না হিমাংশু। শত অনুরোধ উপরোধেও না।

ঝুমুরেরও কি তেমন টান ছিল কোনও দিন, শ্যামলীর প্রতি? দিদার কাছে ঝুমুর তাও অনেক সহজ, কিন্তু কী ভাবে যেন মা'র সঙ্গে তার একটা দূরত্ব তৈরি হয়েই গেছে। তুচ্ছ আলাপনের সময়েও মনে হয় আড়াল থেকে সুতো টানছে কোনও অদৃশ্য বাজিকর, পুতুলের মতো ঠোঁট নড়ছে ঝুমুরের।

এবার কি ঝুমুর একটু অন্য রকম?

চাঁদ এখন পুরোপুরি মেঘের আড়ালে। বাতাস হঠাৎই নিথর। একটা ঝড়বৃষ্টি হয়তো নামলেও নামতে পারে।

শ্যামলী বিড়বিড় করে বলল,—নামুক। নামুক। একটু অন্তত শীতল হোক পৃথিবীটা।

ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের অফিসে থিকথিক করছে ভিড়। অজস্র কাউন্টার থেকে দীর্ঘ লাইন বেরিয়ে এঁকেবেঁকে পৌঁছে গেছে ফুটপাথে। বাইরে খর রোদ্দুর।

BanglaBook.org

চড়া তাপের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজেরও পারা চড়ছে অনেকের। হট্টগোল বেধে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। কারণ ছাড়াই।

লাইনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে শ্যামলী গলগল ঘামছিল। ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। সাড়ে এগারোটা বাজে, বিল জমা দিয়ে বাড়ি ফিরতে আধঘণ্টা আরও লেগেই যাবে। আজ একবার ব্যাংকে যেতে পারলেও ভাল হতো। অনেক দিন পাস বইটা আপ-টু-ডেট করা হচ্ছে না। আজ আর সময় পাবে কি? ঝুমুর সকাল থেকে পড়াশুনোয় মগ্ন, ওর খাওয়া-দাওয়ার আগে নিশ্চয়ই শ্যামলীর বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। মেয়েটা থাকছে কদিন, নিজের হাতে একটু রান্নাবান্না করলে হতো। চিংড়িমাছ কিনে নিয়ে যাবে গড়িয়াহাট থেকে? ছোট ছোট চিংড়ি চিকেন নিয়ে রাতে ভাল করে ফ্রায়েড রাইসও বানানো যায়। থাক গে, কাল পরীক্ষা, বেশি কিছু উল্টোপাল্টা না খাওয়ানোই ভাল। বরং বিকেলে পুডিং করে দেবে আজ। ছোটোবেলা থেকেই ঝুমুর পুডিং কাস্টার্ড খুব ভালোবাসে।

একটা বাচ্চা ছেলে কেটলি হাতে ঘুরছে। চা। ভিড়ের মধ্যে বাণিজ্য! দুধচা খেলে শ্যামলীর অম্বল হয়, তবু ছেলেটাকে ডেকে ভাঁড়ে চা নিল। গরম পানীয়ে যদি গরমটা কাটে একটু।

ভাঁড়ে চুমুক দিয়েই আচমকা পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল শ্যামলীর। জিতেন সরকার নিশ্চয়ই অফিসে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে এখন। নিশ্চয়ই মনে মনে শ্যামলীর মুণ্ডুপাত করছে। উচিত জব্দ। দেখা যাক সাত দিনের মধ্যে কে তোর কারখানায় পা রাখে! শ্যামলী না বলে কয়ে ছুটি নিয়েছে, কাউকে চার্জ দিয়ে আসেনি, অন্য কোনও অফিসার সরকার এন্টারপ্রাইজ মাড়াতেই পারবে না।

পাশের কাউন্টারে টাকা জমা দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা ছেলে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, একমুখ দাড়ি, ছোটখাটো হাইট, পরনে জিন্‌স পাঞ্জাবি। শ্যামলীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটা—চিনতে পারছেন দিদি?

শ্যামলী চিনেছে ছেলেটাকে। তার ছোটো ভাই বুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ঝিল রোডে তাদের পাশের বাড়িতে থাকত।

BanglaBook.org

খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখাল না শ্যামলী। হাসল সামান্য,—চিনব না কেন? তুমি তো তরুণ।....আছ কেমন?

—ওই একরকম। কেটে কুটে যাচ্ছে। রক্ত পড়ছে না।

—তুমি ইনসিওরেন্সে চাকরি করতে না?

—ওই আর কি। দিনগত পাপক্ষয়।

—অফিস যাওনি আজ?

—আমার তো কাছেই অফিস। গড়িয়াহাট মার্কেটের ওপরে। তরুণ চাপা গলায় বলল,—অফিসে সই করে কেটে এসেছি।

—এখনও ঝিল রোডেই আছ?

—নিজেদের বাড়ি ছেড়ে যাব কোথায়!....আপনার ফ্ল্যাটটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে? তরুণ গাল ছড়িয়ে হাসল,—সব খবর পাই দিদি। মানুবউদি একদিন আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল না! জানেনই তো, মানুবউদি পাড়ার গেজেট।

মানু, অর্থাৎ ঝিল রোডে শ্যামলীর প্রাক্তন বাড়িওলার পুত্রবধূ। একদিন গড়িয়াহাট মোড়ে দেখা হয়েছিল, ভদ্রমহিলা খুবই নাছোড়বান্দা, প্রায় জোর করেই এসেছিল শ্যামলীর ফ্ল্যাট দেখতে। গায়ে পড়া ভাব শ্যামলীর পছন্দ নয় জানা সত্ত্বেও।

শ্যামলী আলগা হাসি ফুটিয়ে বলল,—ওই করেছি একটা কোনও মতে।

—মাসিমা তো আপনারই সঙ্গেই থাকেন?

—হুম।

—বুল কি দিল্লিতেই আছে? সেই কী একটা পেইন্ট্ কোম্পানিতে চাকরি করছিল না?

—ও চাকরিটা এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন আছে নয়ডায়। একটা ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে। ওই যে, যাদের ব্র্যান্ডের নাম সুপার কুল।

—বিয়ে থা করেছে?

—তোমায় মানুবউদি বলেনি? পুট করে পিন ফুটিয়ে নিল শ্যামলী,—গত বছর একটা বাচ্চাও হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

—তাই। কী ছেলে, একবার জানাল না পর্যন্ত!

বুলের বিয়েটা সত্যিই বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে হয়েছিল। যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত বুল, মেয়েটাও যাবদপুরেরই ছাত্রী। ওখানেই দেখাসাক্ষাৎ, ওখানেই প্রেম ভালবাসা। দিল্লিতে চাকরি করতে আগেই চলে গিয়েছিল বুল, শ্যামলী ফ্ল্যাট কিনে গুছিয়ে বসার পরপরই পুট করে দিল্লি থেকে এসে বিয়েটা সেরেই মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল। রেজিস্ট্রিই করেছিল, তবে সামাজিক অনুষ্ঠানও একটা হয়েছিল ছোটো করে। খুব বেশি লোকজনকে ডাকা হয়নি। তরুণের সঙ্গে বুলের এমন কিছু সাংঘাতিক মাখামাখি ছিল না, স্রেফ সমবয়সী প্রতিবেশী বলেই বন্ধুত্ব। খামোকা প্রাক্তন প্রতিবেশীকে কেন নেমন্তন্ন করবে বুল? মা না জোরাজুরি করলে বুল আত্মীয়স্বজনদেরই খবর দিত না, এরা তোর কোন ছার!

শ্যামলী স্মিত মুখেই বলল,—মনে হয় যোগাযোগ করতে পারেনি।

—তাই হবে। আমিও তো ভেবেছিলাম বিয়েতে আপনাদের ডাকব....। তা বুল আসে কলকাতায়?

আগে বুল বছরে দু'তিন বার আসত। বিয়ের পর যাতায়াতটা কমে গেছে। এখন বড়ো জোর একবার। শীতে। দিল্লিতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে তো, পালিয়ে আসে। তবে বাচ্চা ছোটো বলে গেল শীতে আর আসেনি। বুলের শ্বশুর-শাশুড়ি ওই সময়ে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে দিল্লিতে।

তা এত সব কথা তরুণকে কেন বলতে যাবে শ্যামলী! আলতো করে একটু মাথা নেড়ে দিল।

—এবার এলে একবার পাড়ায় আসতে বলবেন তো। বলবেন, আমরা ওকে খুব মিস করি।

—বলব।

—আমরা আপনাকেও খুব মিস করি। আমার মা আপনার কথা মাঝে মাঝেই বলে। কেমন সুন্দর মাকে নিয়ে ছোট ভাইকে নিয়ে থাকতেন। কী সেবাযত্ন করতেন মাসিমার! যখন মাসিমার বড়ো অপারেশনটা হল, বলতে গেলে আপনি তো তখন একা। বুল তো তখন কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিল্লি

BanglaBook.org

ছুটল। বুল তো ওই সময়ে আসতেও পারেনি, তাই না?

—হুম্। তখন সবে নতুন চাকরি....

কথাটা বলতে বলতে শ্যামলী কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। অপারেশান টেবিলে মা যদি মারা যেত, তাহলে কি আসত বুল?

তরুণ ঘড়ি দেখছে। বলল,—আসি দিদি। পারলে একদিন যাব আপনার ফ্ল্যাটে। মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসব।

শ্যামলী মুখ ফিরিয়ে নিল। বুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মনটা কেমন বিস্বাদ করে গেল তরুণ। ইদানীং কেমন যেন হয়ে গেছে বুল। শুধু নিজের সংসার, নিজের চাকরি, নিজের বউ, নিজের ছেলে—দুনিয়ায় আর কিছু নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি তিন মাস দিল্লি থেকে এল, বুল তাতে পরম আহ্লাদিত। সম্ভবত বউ খুশি হয়েছে বলে। অথচ নিজের মার এত শখ একবার স্বচক্ষে ছোটোছেলের ঘরসংসার দেখে আসার, তাতে কিন্তু বুলের কণামাত্র উৎসাহ নেই। উল্টে ভয় দেখায়, দিল্লি খুব বাজে জায়গা মা, গরমকালে চামড়া ঝলসে যায়, শীতকাল তো উরেব্বাস, আমরাই বলে পালাই পালাই করি! অত এক্সট্রিম ক্লাইমেট তোমার সহ্যই হবে না! কী যুক্তি! শীত-গ্রীষ্ম ছাড়া দিল্লিতে যেন অন্য ঋতু নেই। মাকে তো সেই সময়েই একবারটি দিল্লি নিয়ে যেতে পারে। আসলে ঝুঁকি নেবে না, যদি খোঁড়া মা ঘাড়ে চেপে যায়! চোখের সামনে দেখেছে তো, দাদা কী খেলটাই খেলল! বড় ডাক্তার দেখানোর নাম করে মাকে কলকাতায় এনে তুলল দাদা, শ্যামলীর ঝিল রোডের বাসায়। মা এখন তোর এখানেই থাক খুকু, মানুষটাকে কাঁহাতক বেলডাঙা থেকে টানাহেঁচড়া করব! দেখছিস তো, বাবা চলে যাওয়ার পরই শরীর কেমন ভেঙে গেল মার! শ্যামলী তখনও প্যাঁচটা বোঝেনি, ছোটাছুটি করে মার পেটের অপারশেনটা করিয়ে দিল। খানিক সুস্থও হলো মা, তারপরও নিয়ে যাওয়ার নামটি নেই। উল্টে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গায়! মা তোর কাছেই তো বেশ ভাল আছে রে খুকু! বুলটা চলে গেল, তুই এখন একা, মা সঙ্গে থাকলে তুইও একটু বলভরসা পাবি। তাছাড়া তোর বউদিকে তো জানিস, মার সঙ্গে মোটে বনে না, দিনরাত ঠোকাঠুকি খটাখটি....আমি

BanglaBook.org

এখন দোকান সামলাব, না শাশুড়ি-বউ-এর ঝগড়া থামাব!

এক্কেবারে হক কথা। শ্যামলীর মতো সিন্ধবাদ নাবিক থাকতে মার বোঝা দাদা টানবেই বা কেন? বাবার কপাল ভাল, তাকে এমন দশায় পড়তে হয়নি।

কী বলে এই সব সুপুত্রদের? বুদ্ধিমান? চতুর? ধূর্ত? হৃদয়হীন? না নেমকহারাম?

বিল জমা দিয়ে, গড়িয়াহাট বাজার থেকে সওদা সেরে শ্যামলী বাড়ি ফিরল প্রায় একটায়। এসেই অবাক। মেয়ে তখনও ডুবে আছে বইতে।

ঝুমুরের কান বাঁচিয়ে সুপ্রভাকে মৃদু ধমক দিল শ্যামলী,—কী গো, ঝুমুরের এখনও চান খাওয়া হয়নি?

—আমি তো কখন থেকে বলছি। গা করছে না। বলল মা আসুক, তারপর....

—আমার যদি ফিরতে দুটো-তিনটে হতো। ছি ছি, দু'দিনের জন্য এসেছে....কী ভাবছে বলো তো!

—ভাবাভাবির কী আছে? ও তো ঘরেরই মেয়ে। আমিও তো খাইনি।

শ্যামলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, তুমি আর ও সমান? বলল না। মা অবলীলায় ঘরের মেয়ে বলে দিলেও শ্যামলী কি তা ভাবতে পারে? সে এখন হিমাংশুর মেয়ের টেম্পোরারি জিম্মাদার বৈ আর তো কিছু নয়।

শ্যামলী মেয়ের কাছে গেল। খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে কী সব অঙ্ক কষছে ঝুমুর। পরনে স্কার্ট-ব্লাউজ। কী বাচ্চা বাচ্চা দেখাচ্ছে ঝুমুরকে।

পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামলী বলল,—এত বেলা করছ কেন? চান করে এসো।

—পরে করব। ছুটির দিনে আমি খেয়ে উঠে চান করি।

—এমন বিদ্‌ঘুটে অভ্যেস কেন?

—এমনিই। ভাল্লাগে, তাই। ঝুমুর উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল। শ্যামলীর রোদে পোড়া চেহারাটা দেখল এক ঝলক,—তোমারও তো চান হয়নি।

BanglaBook.org

—করব। চলো, তোমায় আগে খেতে দিয়ে দিই।

—তুমি এখন খাবে না?

—পরে খাব। চলো চলো, ওঠো।

—উঁহু, তুমি চান সেরে এসো। তিনজনে একসঙ্গে বসব আজ।

শ্যামলীর তবু একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বহরমপুরের বাড়িতে ছুটির দিনেও সাড়ে বারোটার মধ্যে আহারের পাট শেষ হয়ে যেত। অভ্যেসটা কি বদলে গেছে আজকাল? যাক গে, সে তার কর্তব্য করেছে, বলেছে মেয়েকে, বেশি পীড়াপীড়ি করার আর মানেই হয় না।

রেবাকে ভাত বাড়তে বলে চটপট গায়ে জল ঢেলে এল শ্যামলী। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে রেবা, মা-মেয়েকে নিয়ে শ্যামলী বসল খেতে। বুদ্ধি করে রেবা বেগুনি ভেজেছে কয়েকটা, মাছেরও পাতলা ঝোল না করে কালিয়া। ফেরার পথে শ্যামলী মিষ্টি দই এনেছিল, সেটাও নিয়ে এল টেবিলে।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল টুকটাক। ঝুমুরের পড়াশুনা সংক্রান্ত।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করল,—তোমার কালকের পরীক্ষাটা ঠিক কী ঝুমুর?

—অঙ্ক পরীক্ষা। মানে....অঙ্কের অলিম্পিয়াড বলে একটা ব্যাপার আছে....এটা তারই প্রিলিমিনারি। যদি কালকের পরীক্ষাটা ভাল হয়, তাহলে আমি একটা রাউন্ড টপকাব। এরপর হয়তো আবার একটা এগ্‌জামে বসতে হবে। সে পরীক্ষাটা হবে সম্ভবত স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইন্সটিটিউটে। সেটাও টপকাতে পারলে দিল্লি। সেখানেও যদি উতরোতে পারি তাহলে বুদাপেস্ট!... মানে হাংগেরির ক্যাপিটাল। এবার ওখানেই অলিম্পিয়াডের ফাইনাল রাউন্ড হওয়ার কথা।

সুপ্রভা বলে উঠলেন,—এ আবার কেমন ধারার পড়াশুনো? এখানে পরীক্ষা, সেখানে পরীক্ষা.....।

ঝুমুর হেসে বলল,—একে বলে ম্যাথমেটিক্‌সের অলিম্পিক। খেলাধুলোর যেমন অলিম্পিক থাকে, এ অনেকটা সেরকম।

সুপ্রভা কিছুই বুঝলেন না। ঠোঁট উল্টোলেন।

BanglaBook.org

শ্যামলীরও পরিষ্কার হচ্ছিল না ব্যাপারটা। তবু মেয়ে যাতে তাকে অজ্ঞ না ভাবে তাই জিজ্ঞেস করল,—খুব কঠিন কঠিন অঙ্ক থাকে বুঝি?

—শুধু কঠিন? বলো ব্যাম্বু। কী যে থাকে, আর কী যে থাকে না! ক্যালকুলাস ম্যাথমেটিক্স জিওমেট্রি অ্যালজেব্রা....আমাদের কোর্সে যা পড়ানো হয় তার চেয়ে ঢের স্টিফ। এই তো একটা জিওমেট্রির প্রবলেম নিয়ে বসেছিলাম, কিছুতেই হচ্ছে না।

সুপ্রভা বললেন,—হয়ে যাবে। তোর ছোটোবেলা থেকে অঙ্কে যা মাথা, তুই ঠিক পেরে যাবি।

—না গো দিদা, সত্যিই কঠিন। আমার তো এ পরীক্ষায় বসার ইচ্ছেই ছিল না। মিছিমিছি লোক হাসানো। আমি কালকেরটাতেই গাড্ডুস মারব।

—ওমা, সেকি! শ্যামলীর গলায় বিস্ময়,—প্রিপারেশান যদি না হয়ে থাকে তবে বসছ কেন?

—বাবা চাইছে যে। মাধ্যমিকে অঙ্কে নিরানব্বই পেয়েছিলাম, তার শাস্তি। ঝুমুরের মুখ যেন সামান্য করুণ দেখাল,—এই পরীক্ষার জন্য আলাদা করে কত পড়তে হয়। অনেক বাইরের বই ঘাঁটতে হয়। স্পেশাল কোচিংও দরকার। বহরমপুরে ওসব কে করবে?

শ্যামলীর ছোট্ট শ্বাস পড়ল। কলকাতায় তার কাছে থাকলে ঝুমুরের হয়তো এখন সুবিধে হত। অফিসে তো গল্প শোনে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া নিয়ে বাবাদের চেয়েও নাকি আজকাল মায়েদের বেশি মাথাব্যথা। শ্যামলী সে সুযোগই বা পেল কই!

সুপ্রভা তারিয়ে তারিয়ে আমের টক খাচ্ছেন। কিছু না বুঝেই মন্তব্য করে বসলেন,—তোর ছোটোমামা এখন থাকলে তোর চিন্তা ছিল না, তোকে এ ব্যাপারে ভালো বুদ্ধি দিতে পারত। ওরও অঙ্কে খুব মাথা ছিল তো।

বুলের প্রসঙ্গে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসের কথা মনে পড়ে গেল শ্যামলীর। বলল,—তোমার তরুণের কথা মনে আছে মা? বুলের বন্ধু....ঝিল রোডে আমাদের পাশেই থাকত?

BanglaBook.org

সুপ্রভা চোখ কুঁচকে ভাবলেন একটু,—কে বল্ তো? যে ছেলেটা ডিমভাজা খেতে খুব ভালবাসত?

—হ্যাঁ, ও'ই।.....আজ ওর সঙ্গে দেখা হলো। আমাদের সবার খোঁজখবর নিচ্ছিল।

—বললি, বুলের ছেলে হয়েছে?

—সে তো বুলের বিয়ে হয়েছে তাই জানত না।

—কী করা যাবে ! তোরা এত নমো নমো করে বুলের বিয়েটা সারলি!

—আমরা! বুলই তো কিছু করতে দিল না!

—তাহলেও। তোরই তো উচিত ছিল পুরোনো পাড়ার লোকদের নেমন্তন্ন করা।

বাহ্ বাহ্, কী সুন্দর করে ত্রুটিটা শ্যামলীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে মা।

শ্যামলী চাপা স্বরে বলল,—হুম্, সব দায় তো আমার।

—তুই দায় নিস্ বলেই বলছি। তারা তো হাত ধুয়ে ফেলে। সুপ্রভা যেন সামান্য মনমরা,—কোনও মাসে ভুল করে কটা টাকা পাঠিয়ে দেয়, ব্যস্ তাদের কর্তব্য শেষ।

ঝুমুরের সামনে ঝুমুরের মামাদের প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না শ্যামলীর। থামাল মাকে,—ছাড়ো ওসব কথা। ওদের তো সংসার-টংসার আছে, আমার তো.....

কথাটা শেষ করল না শ্যামলী। ঝুমুর খাওয়া থামিয়ে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে আছে শ্যামলীর দিকে ! পড়তে চাইছে কি কিছু? বুকের মধ্যে অহরহ গুমরে চলা যন্ত্রণার ছাপ কি ফুটে উঠেছে শ্যামলীর মুখে? ঝুমুরের কি সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি হয়েছে এখন? ধুস্, সতেরো বছরের মেয়ে অত কী বুঝবে?

শ্যামলী জোর করে সহজ হলো। মেয়েকে বলল,—তুমি হাত গুটিয়ে বসে কেন? খাও।....দেব আর একটা মাছ?

BanglaBook.org

রেস্তোরাঁটি ভারি অভিজাত। ভেতরে নরম আলো, গান বাজছে মৃদু সুরে। পুরোনো হিন্দি ছবির গান, মনটাকে মেদুর করে দেয়। চড়া এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন হিম ছড়াচ্ছে, বাইরের কড়া তাপ টের পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই।

শ্যামলী ব্যাগ খুলে কাগজের ন্যাপকিন বাড়িয়ে দিল মেয়েকে,—মুখটা মুছে নাও।

ঝুমুরের মুখমণ্ডল এখনও মলিন। যেমনটি ভেবেছিল পরীক্ষা তেমনটিই হয়েছে। অর্থাৎ সুবিধের নয়। তিন ঘণ্টা অঙ্কের সঙ্গে কুস্তি লড়ে সে এখন বেশ বিধ্বস্ত। হল থেকে বেরিয়ে তো রীতিমতো চোখ ছলছল করছিল ঝুমুরের। শ্যামলী আজ তাকে নিয়ে বাইরে কোথাও খাওয়ার পরিকল্পনা মনে মনে ছকে রেখেছিল, আগে ঝুমুরকে বলেনি, এখানে এসে খানিকটা হকচকিয়েও গেছে ঝুমুর। শ্যামলীও স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল তা নয়, এমন জমকালো রেস্তোরাঁয় সেও তো সচরাচর আসে না। কর্মসূত্রে বহু বড়ো বড়ো কোম্পানিতে তার যাতায়াত, ক্বচিৎ কখনও তারা লাঞ্চ টাঞ্চে নিয়ে আসে এমন জায়গাতে, তবে তাতে কি আড়ষ্টতা কাটে?

সহজ হওয়ার জন্যেই শ্যামলী কথা বলছিল টুকটাক। আলগা ভাবে। মেয়েকে বলল,—পরীক্ষা নিয়ে আর অত ভাবছ কেন? যা হওয়ার তা তো চুকেবুকেই গেছে। এ তো এমন কিছু নয় যে তোমার কেরিয়ারে ক্ষতি হয়ে যাবে।

ঝুমুর সামান্য ক্লান্ত স্বরে বলল,—তা ঠিক, তবে....

—নিজেকে তো একটু যাচাই করে নিলে, এটুকুনিই লাভ।

ঝুমুর সান্ত্বনা পেল কি? তবে হাসল একটু। ন্যাপকিনটা ঘসছে গালে।

BanglaBook.org

জোরে জোরে শ্বাস নিল—আহ্, গন্ধটা তো ভারী সুন্দর!

—তোমার ভালো লাগছে?

—হুঁউ।

—জুঁইফুলের স্মেল। আমি অবশ্য ল্যাভেন্ডারটাই কিনি। এবার পেলাম না।

—জুঁই-এর গন্ধও তো ভালো। বেশ মিষ্টি।

—তুমি নেবে এই ন্যাপকিন?

—আমি?

—হ্যাঁঅ্যা। ঘাম-টাম মুছবে। খুব ফ্রেশ লাগবে, বিশেষ করে গরমকালটায়। শ্যামলী পুরো প্যাকেটটাই বার করে মেয়েকে দিল,—এখনই ব্যাগে রেখে দাও।

টেবিলে টেবিলে সুবেশা নারী-পুরুষ। আহারের ফাঁকে ফাঁকে আলাপচারিতার মৃদু গুঞ্জন। দেওয়ালে বেশ কয়েকখানা পেন্টিং মর্যাদা বাড়িয়েছে ভোজনগৃহের। মেঝের পুরু কার্পেটে ছোটাছুটি করছে দুটো বাচ্চা, তাদের কলকল আওয়াজে পরিবেশ যেন আরও প্রাণবন্ত।

স্যুট-টাই পরা এক যুবক অর্ডার নিতে এসেছে। হাতে কাগজ, পেনসিল। শ্যামলী মেয়েকে জিজ্ঞেস করল,—কী খাবে? চাইনিজ? মোগলাই? কন্টিনেন্টালও খেতে পারো।

ঝুমুর লাজুক মুখে বলল,—যা হয় একটা বলে দাও না।

—উঁহু, আজ তুমি বলবে।

ঝুমুর যেন আরও লজ্জা পেল। মাথা দুলিয়ে বলল,—চাইনিজই বলো তবে।

এই রেস্তোরাঁয় কেতা আছে অনেক। আলাদা আলাদা ঘরানার রান্নার জন্য আলাদা আলাদা মেন্যুকার্ড। শ্যামলী চৈনিক খাদ্যের তালিকা বাড়িয়ে দিল মেয়েকে। বলল,—আগে একটা স্যুপ নিতে পারো।

—হুঁ। চিকেন-কর্ন স্যুপ নিই?

—যা খুশি নাও। সব আজ তোমার পছন্দ মতো।

BanglaBook.org

ঝুমুরই থেমে থেমে অর্ডার দিচ্ছে। সময় নিয়ে। স্যুপের সঙ্গে জিঞ্জার রাইস, স্যুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন আর প্রন-বল বলল। সব একটা করে প্লেট। পরিমাণ ভালোই থাকে, দুজনের জন্য এক প্লেট করেই যথেষ্ট।

অর্ডার নিয়ে যুবকটি চলে যাওয়ার পর শ্যামলী জিজ্ঞেস করল,—তোমাদের বহরমপুরে এখন ভালো চাইনিজের দোকান আছে?

—আজকাল তো সব জায়গাতেই চাইনিজ বানায়। তবে খুব একটা ভাল নয়। একগাদা সস্ ফস্ ঢেলে কী একটা কিম্ভূতকিমাকার করে ফেলে। নতুন এক-দুটো রেস্তোরাঁ অবশ্য মন্দ নয়।

—তুমি এখন চাইনিজই বেশি ভালোবাস নাকি?

ঝুমুর ঢক করে ঘাড় নাড়ল,—আমি সবই খাই। চাঁপ বিরিয়ানিও ভালোবাসি।

—তো তাই নিলেও পারতে।

—থাক গে, আজ চাইনিজই খাই।....গত বার পিসি ট্যাংরায় নিয়ে গিয়ে চাইনিজ খাইয়েছিল, দারুণ লেগেছিল।

গত বছর কেদার-বদ্রি থেকে ফিরে রুমার কাছে কি আরও কিছুদিন ছিল ঝুমুর? নাকি তার পরেও কোনও সময়ে এসেছিল পিসির বাড়ি, শ্যামলীকে জানায়নি? জিজ্ঞেস করবে মেয়েকে? থাক গে, এলেও বা শ্যামলীর কী, না এলেও বা কী? শ্যামলী তো চিরকালই পর, ঝুমুরের পিসি-টিসিরাই তো বেশি আপন।

ঝুমুর কেমন চোরা চোখে দেখছে মাকে। এক দৃষ্টে। ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে।

শ্যামলী অস্বস্তি বোধ করছিল। জিজ্ঞেস করল,—কী হলো, হাসছ যে?

—কিছু না। এমনিই।

—উঁহু, কিছু একটা ভাবছ। এমনি কেউ হাসে নাকি?

ঝুমুরের টেরচা চোখে রহস্যের ঝিলিক,—তুমি ভালো বিরিয়ানি করতে পার, তাই না মা?

—আমি? শ্যামলী যেন আকাশ থেকে পড়ল,—কে বলল?

BanglaBook.org

—আমি জানি। টেবিলে রাখা চামচ-কাঁটা নাড়াচাড়া করছে ঝুমুর। মাথা নামাল একবার। পলকে চোখ তুলেছে,—আমি তোমার পুরোনো ডায়েরি দেখেছি।

—ডায়েরি? আমার? কোথায়?

—বহরমপুরে। চিলেকোঠার ঘরে ছিল। ওখানে তো সব গল্পের বই-এর ডাঁই, ওখানেই পুরোনো বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ...। কত রকম রান্নার পদ যে লেখা আছে ডায়েরিটায়। বিরিয়ানি দো-পেঁয়াজা শাম্মি কাবাব.....

শ্যামলীর মনে পড়ে গেল একসময়ে তাকে খেপামিতে পেয়েছিল বটে বহরমপুরে। পুরুষমানুষের হৃদয়ের দরজা নাকি পাকস্থলীতে, সুখাদ্য রেঁধে খাইয়ে তাদের নাকি গলিয়ে ফেলা যায়, এমন একটা বিচিত্র ধারণা জন্মেছিল কোনও এক কালে। এবং ওই উদ্দেশ্যেই হরেক রকম রান্নার রেসিপি জোগাড় করত শ্যামলী। কখনও রেডিও শুনে, কখনও রান্নার বই পড়ে, কখনও বা এর ওর তার মুখ থেকে। হিমাংশুকে তুষ্ট করার জন্য বানাতও এটা সেটা। বাড়িসুদ্ধু সকলেই খেয়ে প্রশংসা করেছে, শুধু হিমাংশুই কোনওদিন.....। ছ্যা, ছ্যা, কী নির্বোধই না ছিল শ্যামলী।

ঝুমুর ফের বলল,—এখনও বানাও ওসব?

—তুৎ, সময় কোথায়? শ্যামলী প্রশ্নটা এড়াতে চাইল। আলগা স্বরে বলল,—ওসব খাবেই বা কে? প্রাণী তো আমরা দুজন, তার মধ্যে তোমার দিদার ওই তো শরীরের হাল, আমারও তেলমশলা বেশি সহ্য হয় না।

—কেন? সহ্য হয় না কেন?

—আহা, বয়স হচ্ছে না!

—যাহ্, কী এমন বয়স? তোমার তো এখনও চল্লিশও হয়নি।

—তাও তো কম নয়।

শ্যামলীর বলতে ইচ্ছে করল, অনেক আধিব্যাধিও এর মধ্যে ভর করেছে রে শরীরে। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়, অল্পে হাঁপে ধরে, হঠাৎ হঠাৎ দপদপ করে মাথার পিছনটা। গলা খাঁকারি দিতে শুরু করেছে হাঁটু-কোমরও। যাক গে, এসব কথা হিমাংশুর মেয়েকে বলে কী লাভ! হয়তো ভাববে ইনিয়ে বিনিয়ে

BanglaBook.org

কাঁদুনি গেয়ে সহানুভূতি কুড়োনোর চেষ্টা করছে মা।

শ্যামলী কারুর করুণা চায় না। সহানুভূতি চায় না। ভালবাসাও না।

টেবিলে স্যুপ দিয়ে গেছে। দুটো পাত্রে ভাগ করে নিল শ্যামলী। নিজে সামান্যই নিল, বেশিটাই দিল ঝুমুরকে। ঈষৎ নীরস গলায় বলল,—খাও। শুরু করো।

ঝুমুর চামচে স্যুপ তুলে ফুঁ দিচ্ছে। হঠাৎই আবার দৃষ্টি তির্যক, মুখে টিপটিপ হাসি।

শ্যামলীর ভুরু জড়ো,—আবার হাসি কেন?

ঝুমুরের হাসি চওড়া হলো,—আমি তোমার আর একটা জিনিসও খুঁজে পেয়েছি।

—কী?

—চিলেকোঠার ঘরে তোমার একটা গানের খাতাও ছিল। অনেক গানের স্বরলিপি আছে ওখানে। নজরুলগীতি অতুলপ্রসাদী....

মুহূর্তের জন্য শ্যামলীর স্নায়ু বিবশ। অনেককাল আগের এক কুৎসিত রাত ঝলসে উঠল চোখের সামনে। বন্ধুর বউ-এর গানে বিভোর মাতাল হিমাংশু গর্জন করে উঠল কানের কাছে। শ্যামলীও গান গাইতে পারে কিনা কোনও দিন জানতেও চায়নি মানুষটা।

ঝুমুর ঝুঁকেছে মায়ের দিকে,—তুমি গান শিখতে বুঝি?

শ্যামলী মেয়ের ওপর রূঢ় হতে পারল না। তবু যেন একটু তেতো শোনাল গলাটা,—শিখেছিলাম কোনও কালে। বিয়ের আগে।

—বেলডাঙায়?

—না, বেথুয়াডহরিতে। ওখানে একজন শেখাতেন। রোববার রোববার।

—বিয়ের পরে আর চর্চা করোনি?

—না।

'না' শব্দটা কি একটু বেশি জোরে বলে ফেলল শ্যামলী? বিরক্তি ফুটে বেরোল কি গলা দিয়ে? নাকি কোনও অভিমান? কেন শ্যামলী দার্শনিক নির্লিপ্তি আনতে পারছে না নিজের ভেতর? এতকাল পর হঠাৎ মেয়ের

BanglaBook.org

সামনে এভাবে রূঢ়তা প্রকাশ করা কি অর্থহীন নয়?

রেস্তেরাঁর মনোরম পরিমণ্ডলে বসেও মনটা কেমন কষটে মেরে যাচ্ছিল শ্যামলীর। পাশাপাশি একটা বিস্ময়ের অনুভূতিও জাগছিল। মেয়ে তাকে নিয়ে আজ হঠাৎ ঘাঁটাঘাঁটি করছে কেন? শ্যামলীর ফেলে আসা খাতায় ডায়েরিতে কিসের এত কৌতূহল হিমাংশুর মেয়ের?

নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল শ্যামলী। ট্যাক্সি খুঁজছিল। সারাটা দিন আজ টোটো গেছে খুব, এখন আর বাস-মিনিবাসে উঠতে ইচ্ছে করছে না। বেরিয়েছিল সেই সকাল দশটায়। প্রথমে সায়েন্স সিটি, সেখানে তিন-চার ঘণ্টা চক্কর, তারপর এই নিউমার্কেট। সন্ধে নেমে গেছে, অফিসভাঙা ভিড়ে মেয়েকে নিয়ে সেদ্ধ হওয়ার তার কণামাত্র বাসনা নেই।

মেয়েকে দু' সেট সালোয়ার কামিজ কিনে দিল আজ। বেশ দামি দেখেই। ঝুমুর বার বার না না করছিল, তবু জোর করেই কিনল। মেয়ের কাছে নিজেকে দামি বলে প্রতিপন্ন করার আশায় নয়, পাছে ঝুমুরের বাড়ির লোকেরা তার রুচিটাকে খেলো ভাবে এই আশঙ্কায়। অল্পস্বল্প কিছু প্রসাধনীও কিনল ঝুমুরের জন্য। নেলপালিশ পারফিউম লিপস্টিক। বিদেশি। মেয়েকে হাতে করে কখনও তো সেভাবে দিতে পারে না কিছু, এই দেওয়াতে তাই এক ধরনের তৃপ্তিও আছে। হেরে গিয়েও হার না মানার সুখ।

শ্যামলী নয়, ঝুমুরই একটা ট্যাক্সি ধরেছে। ডাকছে,—মা মা, এদিকে.....।

দৌড়ে গিয়ে শ্যামলী উঠল ট্যাক্সিতে। প্যাকেট-ফ্যাকেট সমেত। ক্লান্ত শরীর ছেড়ে দিল সিটে। পাশে ঝুমুর এখনও দিব্যি সতেজ, খুশি খুশি মুখে দেখছে চারদিক।

শ্যামলীর মনটা একটু একটু খারাপ লাগছিল। আজকাল আর মনের

BanglaBook.org

কোনও রকম দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না, তবুও। অদ্যই শেষ রজনী, কাল বহরমপুর ফিরে যাবে ঝুমুর। কী ঝড়ের বেগে যে কেটে গেল দিনগুলো! মেয়ের তার কাছে আদৌ থাকার কথা নয়, যে কটা দিন রইল সেটাই উপরি পাওয়া, এই অমোঘ সত্য হৃদয়ে গেঁথে থাকা সত্ত্বেও বিষণ্ণতা চারিয়ে যাচ্ছে বুকে। নিশ্চয়ই সামনের বছর এপ্রিল-মে মাসের আগে আর আসবে না ঝুমুর। শ্যামলীর সঙ্গে এ কটা দিন কেমন কাটল ঝুমুরের? শ্যামলী তার যথাসাধ্য করেছে, যতটা সম্ভব সময় দিয়েছে মেয়েকে, আপাত চোখে ঝুমুরও বেশ প্রফুল্ল, কিন্তু সত্যি সত্যিই খুশি হয়েছে কি? আগল পুরোপুরি ভেঙে শ্যামলী যে মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারে না, কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে, তা কি ঝুমুর টের পায়? পেলেই বা কী করা যাবে, শ্যামলী তো এখন নতুন করে নিজেকে বদলাতে পারবে না। শ্যামলীর ভেতরে যে নিদারুণ কষ্ট জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে সেও কি আর এখন ভেঙে ভেঙে দেখানো যায়? কাউকেই কি দেখাতে পারে শ্যামলী?

ছোটো ছোটো ঘটনা মনে পড়ছিল শ্যামলীর। চাকরি পাওয়ার পর হঠাৎ তার মাথায় একটা পাগলামি চেপেছিল। বিয়ের। হিমাংশু তাকে কোনও দিন গ্রহণ করেনি, মেয়েও তার নিজের রইল না, তাহলে নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে ক্ষতি কী! একটা সঙ্গ পাওয়ার জন্য তার মনটাও তো ছটফট করে, শরীরও তো একটা পুরুষ চায়, তাছাড়া বিয়ে করে যদি সত্যি সত্যি সে সুখী হতে পারে তাহলে হিমাংশুর নাকেও তো ঝামা ঘষে দেওয়া যায়, নয় কি?

ব্যস, ভাবা মাত্রই কাজ। ঝপ করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। পাত্রপাত্রীর কলামে। বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়েই। জবাবী চিঠিও এসে গেল কয়েকটা। বেশির ভাগই ডিভোর্সি পাত্র, অথবা বিপত্নীক। অনেকেই পাত্রী দেখার আগে পাত্রীর মালকড়ি কত আছে জানতে চায়। দু-একটা চিঠি তো সহবাসের প্রস্তাবও বহন করে এনেছিল। একজনের তো আরও খারাপ আবদার। ষাট বছরের বুড়ো স্রেফ বিনা পয়সায় নার্সিং পাওয়ার জন্য বিয়েতে আগ্রহী। দুটি বিবাহবিচ্ছিন্ন দাবিহীন পুরুষ অবশ্য শ্যামলীর সঙ্গে দেখা

BanglaBook.org

করেছিল, তবে একবার মোলাকাতের পর তারা আর শ্যামলীমুখো হয়নি।

শ্যামলীর এই বিয়ের বাসনাটা বাড়িতেও বেশিদিন গোপন থাকেনি। তখন কলকাতায় এক বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকত শ্যামলী। দাদা দেখা করতে এসেছিল, শ্যামলীর রুমমেট হাসতে হাসতেই সংবাদটি তুলে দিয়েছিল দাদার কানে। মা তো শুনেই হাউমাউ। এই জন্যই তুই জোর করে কলকাতা গেলি! তোর কি হায়া শরম বলে কিছু নেই! বাবার প্রতিক্রিয়া আবার আর এক রকম। তিনি গুম মেরে গেলেন। ধারণা হলো মেয়ে তাঁকে শিক্ষা দিতে চাইছে। যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলতে চাইছে, তুমি যখন আমার জীবনটা নষ্টই করে দিয়েছ, আমি এখন যা খুশি তাই করব। ভাই আর দাদার অবশ্য ভিন্ন অভিমত। সাধ হয়েছে যখন কর বিয়ে, তবে বেশি বাছাবাছি করতে যাস্ না, তোকে যদি কেউ পছন্দ করে চোখ কান বুজে তার গলায় ঝুলে পড়্। অর্থাৎ শ্যামলীর ইচ্ছে অনিচ্ছে বাসনা রুচি বিচারবোধ, সব কিছুই মূল্যহীন। যেহেতু সে এক-স্বামীপরিত্যক্ত অসুন্দর নারী, যেমন তেমন একটা বর পেলেই তার ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

তা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটা কেঁচেই গেল। হয়তো শ্যামলী নিজের পছন্দ-অপছন্দকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারল না বলেই। সে একটা চাকরি করছে, পায়ের নিচে মাটি আছে, নতুন করে আর একটা পুরুষের করুণার পাত্র নিজেকে সে কেন ভাববে! আশ্চর্য, যেই না সে হাল ছেড়ে দিল, ওমনি বাড়ির সকলেরও স্বস্তির নিঃশ্বাস। মা-বাবা ভাবল তাদের সম্মান রক্ষা পেল এ যাত্রা। ভাই-দাদা বুঝে গেল সারাটা জীবনের মতো একটা কলুর বলদ মিলে গেছে, এবার তার ঘাড়ে যেমন খুশি জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া যায়। আবার এখন তাদের মুখ থেকেই শুনতে হয়, দিব্যি আছিস, সংসার করার টেনশান নেই, ঝাড়া-হাত-পা.....!

অর্থাৎ অসুস্থ মাকে নিয়ে বছরের পর বছর ঘর করাটা সংসার করা নয়! কোর্ট যখন দেগে দিয়েছে তখন ঝুমুরও তার পিছুটান নয়! আর বুকের মধ্যে অহরহ জ্বলতে থাকা তুষের আগুন তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না!

বুক ভরে বড় করে একটা শ্বাস টানল শ্যামলী। ছাড়ছে ধীরে ধীরে। মন

BanglaBook.org

খারাপ করে আর কী লাভ, সবার জীবন তো এক খাতে বয় না।

—মা.....? মা.....? ঝুমুর ঠেলছে মৃদু।

শ্যামলী সচকিত হলো। মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল,—উঁ?

—দ্যাখো তো এটা পছন্দ হয় কিনা। ঝুমুরের হাতে টিপের পাতা,—এটা তোমার জন্য।

—আমার জন্যে টিপ? শ্যামলী রীতিমতো অবাক।

—হ্যাঁআ্যা। আমি কিনলাম।

—কিন্তু....আমি তো টিপ পরি না।

—কেন পরো না? তোমার এত সুন্দর জোড়া ভুরু, মাঝখানে একটা ছোট্ট টিপ থাকলে কত সুন্দর দেখাবে।

কথাটা টং করে বাজল শ্যামলীর কানে। এ জীবনে ভুল করেও কেউ তাকে সুন্দর বলেনি। ঝুমুর ব্যঙ্গ করছে না তো? নাকি হিমাংশুর সুন্দরী মেয়ে একটু স্তুতি গেয়ে তাকে ধন্য করতে চাইছে?

শুকনো মুখে শ্যামলী বলল,—কোনটাকে সুন্দর লাগবে? টিপটাকে? নাকি ভুরুটাকে?

—তোমার মুখটাকে। বলতে বলতে পাতা থেকে একটা টিপ খুলে ঝপ করে শ্যামলীর কপালে লাগিয়ে দিয়েছে ঝুমুর। ঘাড় কাত করে পর্যবেক্ষণ করল ক্ষণকাল। তারপরই মুখে একগাল হাসি,—এই তো, কী দারুণ লাগছে। তোমার কপালটা বড়ো তো, টিপটা দিতেই মুখটা কত ব্রাইট হয়ে গেল!

শ্যামলীর বলতে সাধ হলো, এই টিপ পরা মুখকেও তোর বাবা কোনও দিন উজ্জ্বল দেখেনি রে! বলল না। মেয়ের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ ভাবে কথা সে বলতেই পারবে না। তাছাড়া ঝুমুর তাকে নিয়ে রসিকতা করছে কিনা এ সংশয়ও যে মন থেকে যাচ্ছে না।

শ্যামলী মুখে আপত্তি জুড়ল,—টিপ পরার অভ্যেস আমার একেবারেই চলে গেছে।

—অভ্যেস তো আবার করেই নেওয়া যায়।

—না, না, কপাল চড়চড় করবে।

BanglaBook.org

—করুক। খুলবে না।

মেয়ের মিষ্টি ধমকে এবার যেন সামান্য থতমত খেল শ্যামলী। মেয়ের চাওয়াটা আন্তরিকই মনে হচ্ছে। হয়তো মনে হওয়াটা সঠিক নয়, তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। ভালো লাগছে।

লাজুক মুখে শ্যামলী চোখ ফেরাল বাইরে। সামনে বিড়লা তারামণ্ডল। অজান্তেই গলায় ঈষৎ উচ্ছলতা এসে গেল,—দেখেছ, এটা বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম।

—জানি।

—ভেতরে গেছ কখনও?

—উঁহু।

—আমিও যাইনি। তুমি আর এক-দু'দিন থাকলে একসঙ্গে দেখে নেওয়া যেত।

—যেমন আজ আমার অনারে তোমার সায়েন্স সিটি দেখা হয়ে গেল?

—বটেই তো। একা একা তো হয়ে ওঠে না। কেউ একজন সঙ্গে থাকলে.....। শ্যামলী মেয়ের দিকে ঘুরে বলল,—বেশ করেছে কিন্তু সায়েন্স সিটিটা, তাই না? ডায়নোসরাস রোপওয়ে.....

—আমার সব থেকে মজার লেগেছে টাইম মেশিনটা। কী রকম সাঁ সাঁ করে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল! এঁকেবেঁকে! গোঁত খেয়ে!

—ও তো ইলিউশন। ছবির কায়দা।

—হতে পারে, তবু.....সত্যি সত্যি ওরকম মেশিন থাকলে কিন্তু দারুণ হতো। কী স্পিডে অতীতে চলে যেতে পারতাম! প্রাচীন মিশর, কিম্বা গ্রিস....মাত্র কয়েক সেকেন্ড!....কী রোমাঞ্চকর!

টাইম মেশিনের থেকেও অনেক দ্রুত পিছন পানে চলে যেতে পারে এমন যন্ত্রের সন্ধান জানে শ্যামলী। মানুষের মন। তবে ওই যন্ত্রে অতীত অভিযান সর্বদাই রোমাঞ্চকর হয় না। শ্যামলী এও জানে।

শ্যামলী স্মিত মুখেই বলল,—অল রাইট। এর পর তুমি এলে আবার নয় টাইম মেশিনে চড়া যাবে।

BanglaBook.org

—দিদাকেও একবার চড়ালে হয়।

—তাহলে আর দেখতে হবে না। তক্ষুণি ফিনিশ। বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল শ্যামলী। স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল,—কাল তো তোমার সকালেই যাওয়া, তাই না?

—না তো। আমরা তো যাব বিকেলে। সাড়ে পাঁচটার লালগোলায়।

—সেকি! পৌঁছতে তো অনেক রাত হয়ে যাবে।

—তা হবে। এগারোটা তো বাজবেই।

—অত রাত্তিরে তোমরা দুজনে.....!

—কাকাও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

—ও। শ্যামলী থমকাল একটু। মেয়ে আগে তো কাকার কথাটা বলেনি! হঠাৎ ঠিক হয়েছে? রবিবার দেবাংশুর বাড়িতে গিয়েছিল ঝুমুর, দুপুরটা ছিল, তখনই কি স্থির হয়েছে? তবু কিছু প্রশ্ন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। শ্যামলী উগরেই দিল,—হঠাৎ কাকা-পিসি সব বহরমপুরে চলল? এই গরমে?

—পিসির যাওয়ার তো কথাই ছিল।.....কাকাকে বাবা ফোন করে ডেকেছে। ঝুমুর একটু থেমে থেকে বলল,—দাদু তো কোনও উইল করে যায়নি, তাই বাড়িটা ভাগাভাগি নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করবে।

—ও। শ্যামলী আর কৌতূহল দেখাল না। হিমাংশুদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে সে মোটেই আগ্রহী নয়। সত্যি বলতে কি, ওই পরিবারে তার তো তেমন শিকড়ও গজায়নি কখনও। বছর আড়াই আগে দাদার মুখে হিমাংশুর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল, মনে সামান্যতমও রেখাপাত করেনি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল,—তোমার সামনের বছরে হায়ার সেকেন্ডারির ডেট অ্যানাউন্স হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। এপ্রিলের বারোই।

—আর টেস্ট?

—ডিসেম্বরে। আমাদের স্কুলের আবার অনেক ফ্যাকড়া। আগে আবার প্রিটেস্ট আছে। সেপ্টেম্বরের গোড়ায়।

BanglaBook.org

—তুমি জয়েন্টে বসবে?

—ইচ্ছে আছে।

—ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে? কম্পিউটার নিয়ে?

—বাবার তো তাই ইচ্ছে। আমি ডাক্তারি পড়তে চাই।

—তুমি ডাক্তার হতে চাও?

ঝুমুর মজা করার ভঙ্গিতে বলল,—নইলে বুড়ো বয়সে তোমাদের দেখাশুনো করবে কে?

অপলক চোখে শ্যামলী মেয়েকে দেখল ক্ষণিক। বুঝি বা কথাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল। তারপর উদাসীন সুরে বলল,—আমার দেখাশুনো করতে হবে না। আমি কাউকে জ্বালাব না, পুট করে মরে যাব।

—মৃত্যুর কথা কি অত সহজে বলা যায় মা? ঝুমুরের স্বর যেন সামান্য আহত শোনাল,—মানুষ যা চায় তাই কি হয় সব সময়ে?

শ্যামলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে আমার থেকে বেশি আর কে জানে, কোনও রকমে সামলে নিল। ক্ষণপূর্বের লঘু মুহূর্তটা ফিরিয়ে আনার জন্য বলল,—কিন্তু তোমার ডাক্তারি পড়া হবে কি?

—কেন হবে না?

—এই যে বললে তোমার বাবা চাইছে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হও, বাবাকে রাজী করাতে পারবে?

—ভাবছ কেন সব কিছু বাবার ইচ্ছে মতো হবে? আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই? আমি ডাক্তার হতে চাইলে ডাক্তারই হব। নইলে জেনারেল লাইনে পড়ব। ইঞ্জিনিয়ারিং কভি নেহি।

বেশ জিদ্দি হয়েছে তো ঝুমুর! হিমাংশুর আদর্শ টোটকা। এই গুণটা কি শ্যামলীর কাছ থেকেই পেয়েছে মেয়ে? তার জিন যদি মেয়ের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়া করে হিমাংশুকে এইটুকুও জব্দ করতে পারে তো মন্দ কি!

তরল গলায় শ্যামলী বলল,—চটপট তাহলে ডাক্তার হয়ে যাও। নাতনি ডাক্তার হলে তোমার দিদা খুব খুশি হবে, শরীরের ওপর নিশ্চিন্তে আরও অত্যাচার করবে। কিছু বললেই আমায় শুনিয়ে দেবে, তোকে আমায় নিয়ে

BanglaBook.org

ভাবতে হবে না, আমার ঝুমুর আছে।

—দিদা তোমায় খুব জ্বালায়, তাই না মা?

—নাহ্। আমার সবই অভ্যেস হয়ে গেছে।

বাড়ি পৌঁছোন অবধি আরও খানিক এলোমেলো কথা বলল মা-মেয়ে। হালকা মেজাজে। কখনও পড়াশুনো, কখনও নিউমার্কেট, কখনও বা দিদার অসুখ.....

ফ্ল্যাটবাড়ির গেটে মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে একটু মোড়ের স্ন্যাকস্ বারে গেল শ্যামলী। শিককাবাব কিনল কয়েকটা। মেয়েটা সেদিন মোগলাই খানার কথা বলছিল, একটু কিছু অন্তত খাক।

ফ্ল্যাটে পা রাখতে না রাখতেই সুপ্রভার ডাক উড়ে এল,—খুকু....? অ্যাই খুকু?

শ্যামলী মা'র ঘরে গেল,—কী হলো?

—তোর দু'দুবার ফোন এসেছিল। অফিস থেকে।

—অফিস....?

—হুঁ। জয়ন্ত ঘোষ। বলছিল খুব জরুরি দরকার। তুই এসেই যেন অবশ্যি অবশ্যি ফোন করিস।

শ্যামলী ধন্দমাখা মুখে বলল,—কোথায় ফোন করব এখন? সাড়ে সাতটা বাজে....

—বলেছে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরলে ওর অফিস। সাতটার পরে হলে ওর বাড়ি।

অ্যাসোসিয়েশানের চাঁদার জন্য ছটফট করছে নাকি? ভাবছে টাকা দেওয়ার ভয়ে ডুব মারল! নাকি অন্য কোনও গণ্ডগোল?

চিন্তিত মুখে জয়ন্তর বাড়ির নম্বর ঘোরাতেই ওপারে জয়ন্তর উত্তেজিত স্বর,—আরে, করেছটা কী! তুমি তো অফিসে হৈ হৈ ফেলে দিয়েছ!

শ্যামলীর ভুরুর ভাঁজ বাড়ল,—কেন, কী হয়েছে?

—জিতেনকে এভাবে ডিচ্ করাটা তোমার ঠিক হয়নি। কথা নেই, বার্তা নেই, প্রোগ্রাম দিয়ে ডুব মেরে বসে রইলে?

BanglaBook.org

কথাটা ঝাং করে গায়ে লেগে গেল শ্যামলীর। গলাও চড়ে গেল সামান্য,—ডুব মানে? আমার অসুখ-বিসুখ করতে পারে না?

—তুমি তো আর কোনও ইন্টিমেশান দাওনি!

—জয়েন করার পর দেব। ফেলে দেব মেডিকেল সার্টিফিকেট। জিতেন সরকার পয়সা খাইয়ে হেড অফিস থেকে অর্ডার বার করে এনে আমার সামনে আঙুল নাচাবে, আর ওমনি আমি লেজ গুটিয়ে ছুটব, আমি কি জিতেন সরকারের কেনা বাঁদী?

ও প্রান্তে জয়ন্তর স্বর থেমে রইল একটুক্ষণ। তারপরই গলা অস্বাভাবিক রকমের ভারী,—শোন শ্যামলী, ব্যাপারটা কিন্তু অনেক দূর গড়িয়েছে। মিনিস্টারের পি-এ'র সঙ্গে জিতেনের খুব জান পেহেচান, সে ডিরেক্টারকে সাত বার ফোন করেছে। বড়োকর্তা হেভি খেপেছেন তোমার ওপর।

—তো?

—কেন ফালতু ঝামেলা পাকাচ্ছ?.....শোন্, তোমায় কনফিডেনশিয়ালি একটা খবর জানাই। কাল স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে তোমার বাড়িতে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। টু ফিনিশ দি ইন্সপেকশান বাই টুমরো। না করলে তোমাকে শো-কজ খেতে হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রাউন্ডে উল্টোপাল্টা জায়গায় ট্রান্সফারও করে দিতে পারে।

শ্যামলী স্তম্ভিত হয়ে গেল। জিতেন সরকার হাত এতখানি লম্বা করেছে?

ক্রুদ্ধ গলায় শ্যামলী বলল,—তোমরা সব জেনেশুনে হাত গুটিয়ে বসে আছ? স্ট্রেঞ্জ! একটা বাইরের বিজনেসম্যানের কথায় সরকারি ডিপার্টমেন্ট চলবে? তোমরা হেড অফিসে গিয়ে কিছু বলতে পারছ না?

—বলার উপায় তুমি রেখেছ? তুমি তো আমাদেরও বিশ্বাস করো না তুমি যে বাংক করছ সেটা পর্যন্ত জানিয়েছ আমাদের? সব চেয়ে বড় কথা, জিতেন সরকার তোমায় কোনও কুপ্রস্তাব দেয়নি, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি.....সিম্প্‌লি তুমি তাকে পছন্দ করো না বলে হ্যারাস করে যাবে দিস ইজ নট জ্যাস্টিফায়েড।

BanglaBook.org

—ও। তোমরাও তার মানে জিতেনের দলে!

—বাচ্চাদের মতো কথা বোলো না। মন থেকে সন্দেহবাতিকগুলো সরাও। দুনিয়াসুদ্ধু সবাই তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে এ ভাবনাটা মোটেই হেল্‌দি নয়। আমি তোমার ওয়েলউইশার হিসেবেই বলছি। ভালোর জন্যই বলছি। আর ট্যান্ট্রাম কোরো না, কাল ফার্স্ট আওয়ারে গিয়ে মানে মানে কাজটা তুলে দাও। ফল্‌স মেডিকেল সার্টিফিকেটের ঝামেলায় নয় নাই গেলে।

—আমি কাল যাবই না। করবই না।

—শ্যামলী, ডোন্ট বি স্টাবর্ন।

—এ কী রে ভাই! অসুখ-বিসুখ না হোক, ছুটি নেওয়ার তো আমার ব্যক্তিগত কারণও থাকতে পারে। আমার মেয়ে এখন আমার কাছে আছে, আমি ওকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত। অফিসের ঝঞ্ঝাট এখন আমি মাথায় নেব না। কিছুতেই না।

—অ্যাজ ইউ উইশ। যা ভালো বোঝো করো। আমি তোমাকে যা জানানোর জানিয়ে দিলাম।

—ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ফর দা অ্যাডভাইস।

টেলিফোন রেখে খানিকক্ষণ ঝুম দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলী। এই হল তার কপাল। অপমান অপমান অপমান, জীবনের সর্বক্ষেত্রে অকারণে শুধু অপমান সহ্য করে যাওয়া। বেশি জেদাজেদি করলে কাদায় নাক ঘষে দেওয়া হবে তার। কাল গিয়ে কাজটা না করে দিলে উল্টোপাল্টা জায়গায় বদলি তার হতেই পারে। হয়তো সেই কোন উত্তরবঙ্গে ঠেলে দেবে। তখন মাকে নিয়ে.....।

ঝুমুর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল,—অফিসে কি কোনও প্রবলেম হয়েছে মা?

শ্যামলী অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল।

ঝুমুর অস্ফুটে বলল,—কী নিয়ে প্রবলেম? ক'দিন ছুটি নিয়েছ বলে?

শ্যামলী উত্তর দিল না। ম্লান হাসল শুধু।

BanglaBook.org

একটা পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠছে শ্যামলী। বড়ো বন্ধুর পথ, এখানে ওখানে খসে পড়া নুড়ি, বেজায় চড়াই। শ্যামলীর পা পিছলে যাচ্ছে বার বার, কোনওক্রমে আঁকড়ে ধরছে পাহাড়ের গা। একবার নিচের দিকে তাকাল। কী ভয়ংকর খাদ! ওই অতলে তলিয়ে গেলে শ্যামলীর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। আবার উঠে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল শ্যামলী। একটা বাঁক পার হলো। আর একটা। পাথরে ঘষা লেগে লেগে সারা শরীর রক্তাক্ত, তবু শ্যামলী থামছে না। উঠছে, পড়ছে, আবার উঠছে.....। এটা কি মহাপ্রস্থানের পথ ? কোথায় এর শেষ? চূড়ায়? কিন্তু চূড়া তো দেখাই যাচ্ছে না, কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে আছে পাহাড়ের ওপরটা।

সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বসল শ্যামলী। জিরোচ্ছে। হঠাৎ সামনে এক সাফারি স্যুট। জিতেন সরকার? উঁহু, মুখটা তো হিমাংশুর। অজিত সান্যালের গলায় ধমকে উঠল হিমাংশু, ইউ আর হিয়ার বাই অর্ডারড টু গেট আউট ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড। শ্যামলী করুণ গলায় মিনতি জুড়ল, আর একবার স্যার, আর একবারটি চান্স দিন। হিমাংশু হা হা হেসে উঠল, তোমার মতো আগ্‌লি মেয়েছেলের কোথ্‌থাও স্থান নেই। জুতো মুখে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। খুব তেজ বেড়েছিল, না? শ্যামলী ভয়ের গলায় ডুকরে উঠল, প্লিজ হিমাংশু, প্লিজ প্লিজ.....আজ আর কালটা বাদ দাও, আমি পরশু ঠিক যাব। এক পা এক পা করে এগিয়ে এল হিমাংশু। একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গলায় ভারী বুটসুদ্ধ পা'টা চেপে ধরল। চিপছে চিপছে.....

শ্যামলী ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। এ কী দুঃস্বপ্ন! এ কী দুঃস্বপ্ন! ওফ্, বুকেও কী অসহ্য চাপ, ফুসফুস দুটো এক্ষুনি ফেটে যাবে! এত ঘামই বা হচ্ছে কেন? হৃৎপিণ্ডে কী যেন একটা ফুটছে! স্ট্রোক-টোক হয়ে গেল নাকি?

BanglaBook.org

কাঁপা কাঁপা হাতে বেডসুইচটা টিপল শ্যামলী। ফ্যাটফেটে আলো। কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে সব কিছু। টলতে টলতে নামল বিছানা ছেড়ে। হাঁটছে সন্তর্পণে, পাশের ঘরে ঝুমুর বা সুপ্রভা যেন না জেগে যায়। মাতালের মতো ড্রেসিংটেবিলের সামনে এল। ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে। ওষুধ.....কোনও ওষুধই আছে কি? কী ওষুধই বা খাবে এখন? হাতে এক পাতা অ্যান্টাসিড পেয়ে গেল। থরথর হাতে ছিঁড়ে মুখে পুরে দিয়েছে দুটো ট্যাবলেট। কমবে কি আদৌ? যদি না কমে...? সে কি মরে যাবে? সে কি মরে যাচ্ছে? সন্ধেবেলাই তো বলছিল, পুট করে মরে যাবে....! তাহলে মৃত্যুকে এত ভয় কিসের?

পা ঘষটে ঘষটে শ্যামলী বিছানায় ফিরে এল। পাশের টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল। জল খেল কয়েক ঢোক। গ্লাস রেখে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে হাঁ করে। জিভ শুকিয়ে গেছে পলকে, তালু পর্যন্ত শুকনো। ফের জল খেল একটু। কষ্ট যেন কমছে সামান্য। শুয়ে পড়বে আলো নিবিয়ে? নাহ্, আলো থাক। অন্ধকার বড় সাংঘাতিক, বড্ড বেশি ভয় দেখায়।

বালিশে মাথা রাখতে গিয়ে চমকে গেল শ্যামলী। দরজায় ঝুমুর। বিস্ফারিত চোখে দেখছে তাকে। দু'এক পলক থমকে থেকে দৌড়ে পাশে এল। উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল,—কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?

আধবোজা চোখে শ্যামলী হাত নাড়ল,—কিছু না।

—বললেই হবে? শ্যামলীর কপালে গলায় হাত বোলাল ঝুমুর,—এ কী, এ তো ভীষণ ঘামছ!

—বুকে বড় চাপ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

—ব্যথা করছে বুকে?

—করছিল। কমেছে একটু। বোধহয় গ্যাস থেকে.....

—ওষুধ খেয়েছ কিছু?

—খেলাম তো। অ্যান্টাসিড।

—ডাক্তার ডাকব?.....খবর দেব পাশের ফ্ল্যাটে?

BanglaBook.org

—না। ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যাও, ঘুমোও।

অন্যমনস্ক মুখে দু'এক পা গিয়েও ফিরে এল ঝুমুর। বসল বিছানায়। সন্দিগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করছে শ্যামলীকে। বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল,—তোমার কি প্রেশার-টেশার আছে?

—জানি না। চেক করাইনি কখনও।

—এমন আগে কোনও দিন হয়েছে?

—না।

ঝুমুর যেন বিশ্বাস করল না কথাটা। ভুরু দুটো কুঁচকেই আছে।

শ্যামলী কষ্ট করে হাসল,—বলছি তো কিছু হয়নি। ওই কাবাব-টাবাব খেলাম তখন, তার থেকেই গ্যাস অম্বল হয়ে গেছে। বলছিলাম না সেদিন, পেটে আর তেলমশলা সয় না।

—তো ডাক্তার দেখাও না কেন?

শ্যামলী জবাব না দিয়ে বলল,—আবার একটু জল দাও তো, খাই।

ঝুমুর গ্লাস বাড়িয়ে দিল। চুমুক দিয়ে শ্যামলী লম্বা শ্বাস টানল,—এই তো। এখন অনেকটা ভাল লাগছে। যাও, আর ব্যস্ত হতে হবে না।

ঝুমুর চলে গেল পাশের ঘরে। শ্যামলী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ছি ছি, শরীরটা তো কালও খারাপ হতে পারত। ঝুমুর চলে যাওয়ার পর।

মাথার বালিশের ওপর পাশবালিশটা চাপাল শ্যামলী। বালিশ উঁচু করে শুলে শ্বাসকষ্টটা কম হয়, শ্যামলী জানে। গুছিয়ে-গাছিয়ে আধশোয়া হয়েছে কি হয়নি, ঝুমুর ফিরে এসেছে এ ঘরে। হাতে নিজের বালিশ।

শ্যামলী বিস্মিত স্বরে বলল,—কী হলো, শুলে না?

উত্তর না দিয়ে বালিশটা বিছানায় রাখল ঝুমুর। অর্থাৎ এখানেই শোবে এখন। শ্যামলীর পাশে।

শ্যামলীর বুকটা চিনচিন করে উঠল। ব্যথা, কিন্তু অন্য রকম। সুখ মাখানো। মায়া জড়ানো।

শ্যামলী পুট করে আলোটা নিবিয়ে দিল। পাশে শুয়ে পড়েছে মেয়ে, হাত রাখল মেয়ের গায়ে। নিজের গলা থেকেই অচেনা স্বর শুনতে পেল

BanglaBook.org

শ্যামলী,—দূর পাগলি, আমার কিছু হবে না রে।

ছুটতে ছুটতে শেয়ালদা স্টেশনে ঢুকছিল শ্যামলী। পাঁচটা কুড়ি বেজে গেছে, প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য, এগোতে গিয়ে শ্যামলী ধাক্কা খাচ্ছিল বারবার। চলতে চলতেই ইলেকট্রনিক বোর্ডটা দেখে নিল। সর্বনাশ, ন নম্বরে দিয়েছে লালগোলা, এখনও অনেকটা হাঁটতে হবে। হে ভগবান, পৌঁছতে পৌঁছতে ট্রেন না ছেড়ে দেয়।

উদ্বেগের পাশাপাশি নোংরা কাদার ছিটে। শ্যামলীকে আজ শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো জিতেনের কারখানায়। কী করবে, টিকে থাকতে হলে কখনও কখনও ঘোর অনিচ্ছের সঙ্গে সমঝোতা করতেই হয়। জয়ন্ত কাল সংবাদটা ভুল দেয়নি, সত্যিই সকালবেলা এক বিশেষ বার্তাবাহক বাড়িতে হাজির। লোকটা খোদ বড়কর্তার আদেশনামা ধরিয়ে দিয়ে গেল শ্যামলীকে। বাধ্য হয়ে পরিদর্শনটা সেরেই এল শ্যামলী। জিতেন সরকার অবশ্য বিনয়ের অবতার হয়ে ছিল। শ্যামলীকে খাতিরযত্নও করেছে খুব। কিন্তু তাতে কি অপমানটা মোছে?

আরও একটা পরাজয়। ছেঁড়া টুপিতে আরও একটা মলিন পালক।

শ্যামলী কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। পাঁচটা পঁচিশ। এসে গেছে ন নম্বর প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু ঝুমুর কোথায়? বলেছিল প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবে, ট্রেনে উঠে গেছে কি? প্রতিটি কামরায় থিকথিক করছে মানুষ, কোথায় ঝুমুরকে খুঁজবে শ্যামলী?

একটার পর একটা কামরা পার হচ্ছিল শ্যামলী। তৃষিত চোখ সার্চলাইটের মতো ঘুরছে জানলায় জানলায়। নেই। নেই। ঝুমুর ভিড়ে হারিয়ে গেছে। ইস, আর একটু আগে এলে হতো। জিতেন বার বার করে

BanglaBook.org

ওর গাড়িটা নিতে বলেছিল, কেন যে শ্যামলী তেজ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করল! তুচ্ছ মানসম্মানবোধ হৃদয়কে যেন আরও বেশি কষ্ট দেয়।

মাঝামাঝি একটা কামরার দরজায় এসে শ্যামলী চিত্রার্পিতের মতো স্থির। ঝুমুর।

দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ঝুমুর, শ্যামলীকে দেখে নেমে এল,—এত দেরি করলে?

শ্যামলী মৃদু হাসল,—হয়ে গেল দেরি। সব কিছু তো আমার হাতে নেই। কাজ.....ট্যাক্সি.....জ্যাম.....

—কাজ মিটেছে ঠিক মতো?

—হুঁ।....ওরা কোথায়? তোর পিসি কাকারা?

—ওই তো, সিটে।.....কথা বলবে?

—থাক।.....তোমার সব জিনিসপত্র ঠিক গুছিয়ে নিয়েছ তো?

—আবার তুমি তুমি কেন মা? বললাম না, তুমি বললে বড়ো দূরের মনে হয়।

—হ্যাঁ, তাই তো।

—কী কথা দিয়েছ মনে আছে?

—কী রে?

—ডাক্তার দেখাবে। অসুখটাকে নেগলেক্ট করবে না।

—তুৎ, আমার কিচ্ছু হয়নি।

—মা....

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। দেখাব ডাক্তার।

—আর টেনশান ফেনশানগুলো এবারে কমাও।

—কমাব। তুই এবার উঠে পড়্। সিগনাল হয়ে গেছে।

উঠে দরজায় দাঁড়াল ঝুমুর। দুজন যাত্রী ছুটতে ছুটতে এসে উঠল কামরাটায়, সামান্য সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিল।

শ্যামলী বলল,—পৌঁছে ফোন করিস একটা। আজ রাত্রেই।

—করব।

BanglaBook.org

—আবার কবে আসবি?

—আসব।

—এবার আর একটু সময় নিয়ে আসিস। শ্যামলী মেয়েকে ঝাপসা দেখছিল। নাক টানল। প্রাণপণে অচঞ্চল রাখতে চেয়েও দুলে গেল স্বর,—আবার সায়েন্স সিটি যাব....। টাইম মেশিন.....

ঠিক তখনই এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ঝুমুর। সবুজ সংকেত ভুলে গিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়েছে ট্রেন থেকে। দু'হাতে শ্যামলীকে আঁকড়ে ধরল। ডুকরে কেঁদে উঠেছে হঠাৎ।

শ্যামলী হতভম্ব। নির্বাক। নিস্পন্দ। মেয়ের চোখের জলে শ্যামলীর সমস্ত গ্লানি যেন ধুয়ে যাচ্ছিল। কান্নাও যে এমন সুখের বার্তা বয়ে আনে, এ কি আগে জানত শ্যামলী!

শুধু ওই কান্নাটুকুর জন্যই তো হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে মানুষ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG